

श्रीनिम्बार्क ज्योति
श्रीनिम्बार्क ज्योति
Sri Nimbarka Jyoti

श्रीकृष्णचैतन्य विद्यापीठ
श्रीकृष्णचैतन्य विद्यापीठ
SRIDHAM VRINDABAN

गौहतीष्ठित स्यामी धनंजयदास कठियाबाबा साधनाश्रम प्रतिष्ठित श्रीराधाश्रीपीजनबलभजीड विगत मंगलम्

SRI KATHIA BABA CHARITABLE TRUST, KATHIABABA KA STHAN, GURUKUL ROAD, SRIDHAM VRINDABAN

Saturday, October 08, 2016
4:34 PM



নিয়মাবলী

- আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায় ও আচার্যগণের দার্শনিক মতবাদ, সাধন পদ্ধতি, দিব্যবাণী ও দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সার্বভৌম প্রচার প্রসার পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষকারী ও আত্মবিকাশের সহায়ক যে কোন রচনা প্রকাশ করা হয়।
- পত্রিকার সদস্যতা মূল্য আজীবন ১৫০০ টাকা (ভারতে) ও একশত পচিশ ডলার (ভারতের বাইরে)। কোনরূপ বার্ষিক/মাসিক গ্রাহক চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা নাই। বৎসরের যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনা নাতিদীর্ঘ ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনও জেরক্স গৃহীত হইবে না।
- প্রেরিত রচনা পত্রিকায় প্রকাশকালে যে কোন অংশের পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পাঠাইবার ও পত্রিকা সম্পর্কিত বিষয় জানিবার জন্য সম্পাদক, শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি কার্যালয়, প্রযত্নেঃ শ্রীগোপালধাম, ৪৬/৩৯, এস.এন.ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ফোন - ৯৮৩১৩৩৮৮৮৪ এ যোগাযোগ করুন। এই পত্রিকা নিম্বার্ক ভাবাদর্শের তথা শ্রীকাঠিয়া বাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মুখপত্র হইলেও সর্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক। অধ্যাত্মজ্ঞান পিপাসু জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ সাধনই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুভ প্রকাশ : অক্ষয়তৃতীয়া, ৭ই বৈশাখ, ১৪২২ (২১-০৪-২০১৫)

সূচীপত্র

● শ্রী নিম্বার্ক মহামুনীশ্রায় নমঃ	১
● বিগুপ্ত শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরা	২
● সম্পাদকীয়	৩
● শ্রীধাম বৃন্দাবন কর্তৃক পরিচালিত আশ্রমসমূহ	৫
● ঋতাবিক ঋতাদ্বৈত সিদ্ধান্তসার বিমর্শঃ	শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজী ১৯
● দিল্লীতে একদিবসীয় বিরটি সনাতন ধর্ম সম্মেলন মহোৎসব	ডঃ দীপক বসাক ১৩
● দেবর্ষি নারদজী ও জাগবতের মহিমা	শ্রী সুরেশ্বর দাস ১৮
● সুখ ও দুঃখ	ডঃ দীপক নন্দী ২৩
● শ্রী নামের মহিমা	শ্রীমতী সুনন্দা সিংহ ২৭
● শ্রী স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা সাধনাস্রম - গৌহাটি	শ্রী দীপক চক্রবর্তী ২৮
● শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৭তম পরিব্রাজকচার্য্য দয়াময় রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের মহান জীলা।...	শ্রীমতী সুনন্দা সিংহ ৩০
● গীতার আলোকে ভগবত প্রাপ্তি	শ্রী সত্যেন্দ্র চন্দ্র দে ৩২
● ভক্তবাগ্নাকল্পতরু শ্রীশ্রীরাধাগোপীজনবল্লভায় নমঃ	শ্রীমতী মীরা কর ৩৬
● নিম্বার্কীয় সাধনে মঙ্গলারতি স্তোত্র : তাত্ত্বিক মহিমা	শ্রী শেখর পুরকারহ ৩৮
● ছান্দোগ্য উপনিষদ	অধ্যাপিকা কল্পনা রায় ৪২
● গুরুভক্তি	শ্রী রাজা সরকার ৪৪
● সরস্বতীর উৎস সন্ধানে	শ্রীমতী নিবেদিতা দাস (সরকার) ৪৬
● শ্রীগুরুবন্দনা	শ্রীমতী মৌমিতা রায় বসু ৪৮
● আশ্রম সংবাদ	৬
● নাসিক কুস্ত্র সংবাদ	৪৯
● শ্রীনিম্বার্ক জ্যোতিঃ পত্রিকা (সংস্করণ ১-১৯১১-১৯১২-১৯১৩-১৯১৪-১৯১৫)	১১

বিশুদ্ধ শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরা

- ১) শ্রীহংস (নারায়ণ) ভগবান্
- ২) শ্রীসনকাদি ভগবান্
- ৩) শ্রীনারদ ভগবান্
- ৪) শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্
- ৫) শ্রীনিবাসাচার্য্যজী মহারাজ
- ৬) শ্রীবিশ্বাচার্য্যজী মহারাজ
- ৭) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যজী মহারাজ
- ৮) শ্রীবীলাসাচার্য্যজী মহারাজ
- ৯) শ্রীধ্বরূপাচার্য্যজী মহারাজ
- ১০) শ্রীমাধবাচার্য্যজী মহারাজ
- ১১) শ্রীবলভদ্রাচার্য্যজী মহারাজ
- ১২) শ্রীপদ্মাচার্য্যজী মহারাজ
- ১৩) শ্রীশ্যামাচার্য্যজী মহারাজ
- ১৪) শ্রীগোপালাচার্য্যজী মহারাজ
- ১৫) শ্রীকৃপাচার্য্যজী মহারাজ
- ১৬) শ্রীদেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ১৭) শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
- ১৮) শ্রীপদ্মনাভ ভট্ট মহারাজ
- ১৯) শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট মহারাজ
- ২০) শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট মহারাজ
- ২১) শ্রীবামন ভট্ট মহারাজ
- ২২) শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট মহারাজ
- ২৩) শ্রীপদ্মাকর ভট্ট মহারাজ
- ২৪) শ্রীশ্রবণ ভট্ট মহারাজ
- ২৫) শ্রীভূরি ভট্ট মহারাজ
- ২৬) শ্রীমাধব ভট্ট মহারাজ
- ২৭) শ্রীশ্যাম ভট্ট মহারাজ
- ২৮) শ্রীগোপাল ভট্ট মহারাজ
- ২৯) শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
- ৩০) শ্রীগোপীনাথ ভট্ট মহারাজ
- ৩১) শ্রীকেশব ভট্ট মহারাজ
- ৩২) শ্রীগান্ধল ভট্ট মহারাজ
- ৩৩) শ্রীজগদ্বিজয়ী শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্ট মহারাজ
- ৩৪) আদিবাণীকার শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
- ৩৫) মহাবাণীকার শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৩৬) শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৩৭) শ্রীকর্ণহর দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৩৮) শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৩৯) শ্রীচতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যজী (নাগাজী) মহারাজ
- ৪০) শ্রীমোহন দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৪১) শ্রীজগন্নাথ দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৪২) শ্রীমাখন দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৪৩) শ্রীহরি দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৪৪) শ্রীমথুরা দেবাচার্য্যজী মহারাজ
- ৪৫) শ্রীশ্যামলদাসজী মহারাজ
- ৪৬) শ্রীহংসদাসজী মহারাজ
- ৪৭) শ্রীহীরাদাসজী মহারাজ
- ৪৮) শ্রীমোহনদাসজী মহারাজ
- ৪৯) শ্রীনেনাদাসজী মহারাজ
- ৫০) কাঠকৌপিন প্রবর্তক শ্রীহিন্দ্রদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫১) শ্রীবজরংদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫২) শ্রীগোপালদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫৩) শ্রীদেবদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫৪) ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫৫) ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীসুন্দাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫৬) ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ৫৭) বর্তমান ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীস্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ।

সম্পাদকীয়

শ্রীভগবন্মাই সর্বসাধনার সার

মানব জীবনে পরমেশ্বরের প্রকৃত সেবা-পূজা, লীলাশ্রবণ-কীর্তন, চিন্তনাদি প্রভৃতি সকল প্রকার সাধনামৃত পরিপূর্ণতা লাভ করে এই ভয়ঙ্কর কলিকালে একমাত্র দিব্য ভগবন্মামুতের উচ্চারণাদি জপসাধনায়। শ্রীনাম জপসাধনায় মানবজাতির সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হয়। অধিকন্তু চিন্তাদি অন্তঃকরণ নির্মলতা প্রাপ্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করে মানুষ কৃতকৃতার্থ হয় - “সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি”।

সুতরাং কলিযুগে ঈশ্বরকে পেয়ে যথার্থ শান্তি প্রাপ্ত হওয়ার অতীব সহজ ও সরল উপায় হল - শ্রীভগবন্মাম নিরন্তর জপ সাধন। তুলসীদাসজী মহারাজ বলেছেন এই কলিযুগে কর্ম, ভক্তি ও বিবেক অবলম্বনে কিছু পাওয়ার নেই, শান্তি পাওয়ার একমাত্র প্রকৃত আশ্রয়স্থল সবার্থসাধক শ্রীরাম নামই।

“নহি কলি করম ভগতি বিবেকু।

রাম নাম অবলম্বন একু।।”

আজকাল মানবজীবন এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে কেহ কেহ বলেন- আমরা ভগবানের নাম জপ করার সময়ই পাই না, তো জপ কিরূপে করব? অবশ্য একথার কোন মূল্য নাই। কারণ সবসময় তারা আজ-বাজে ও ব্যর্থ আলোচনা-চিন্তাকে নিজের কর্তব্য মনে করে এই জীবনের অতি অমূল্য সময় প্রত্যহ নষ্ট করছে। সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য নাই, চিন্তা নাই, অনুশোচনা নাই। কী দুর্ভাগ্য আমাদের। নামের প্রতি, নামজপের প্রতি আমাদের অনুরাগ, রাগানুরাগ, আকর্ষণ, নিষ্ঠা-ভক্তি কিছুই নাই। ইহা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব? শ্রী চৈতন্যদেব ও এইরূপই কলিহত জীবের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেছেন - আর বলেছেন নামেরই মাধ্যমে ভগবানের কৃপা আমাদের প্রতি অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে -

“এতদৃশীতব কৃপা ভগবন্মামপি,

দুর্দৈবমীদৃশমহানজনি নানুরাগঃ ॥ ”

তাই ব্যর্থ সময় নষ্ট না করে যদি মানুষ অন্যসময় যখন সে অনর্থক গল্প করে সময় কাটায়, ঐসময় শ্রীভগবানের নামজপ পূর্বক তাঁকে স্মরণ করে সময় অতিবাহিত করে, তবে সে অনেক সময় জপসাধনার জন্য পেতে পারে, নিঃসন্দেহে। সুতরাং ব্যস্তময় জীবজীবন থেকে কিছু সময় বের করে জপসাধনায় ব্যতীত করলেই বিযময় জীবন প্রকৃতপক্ষে শাস্ত হবে। শাস্ত হলেই সে শান্তি পাবে। আর প্রকৃত শান্ত্যজীবনই আমাদের কাম্য। সংসারে থেকেই সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদন করতে করতে ও মনে মনে বা জিহ্বা দ্বারা ভগবানের শ্রীনাম জপ করা যেতে পারে। ইহা অভ্যাস করতে হবে। এইরূপ অভ্যাসেই যথার্থতঃ কল্যাণ নিহিত। জিহ্বায় নাম চলতে থাকল আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংসারের প্রতিটি কার্য হতে থাকল। সংসারের কাজও বন্ধ হল না আবার সংসারিক প্রিয়জনেরা বিরক্ত হল না। আর একদিকে যে প্রতিদিন বাজে বাজে নোংড়া কথা বলে সময় বৃথা ব্যয় হতো, তাও জপ অভ্যাসের দ্বারা সার্থক হল। সময়ের মূল্য অভাবনীয়। কোন জাগতিক বস্তুর বিনিময়ে মানুষজীবনের সময়ের মূল্যায়ন করা যায় না। একমাত্র হরিনাম জপ ও কীর্তনেই ইহার মূল্যায়ন হয়। জীবন ধন্য সার্থক হয়। তাই তুলসীদাসজী বলেছেন -

“কলিযুগ কেবল নাম আধারা”।

শ্রীভগবানের নাম জপ করার কোনরকম বিধি-নিয়ম বা জাতিভেদ নেই। সর্বপ্রকার জাতি, সকলবর্ণীয় লোক,

নর-নারী, বালক - বৃদ্ধ, সকল সময়, সকল অবস্থায়, শ্রীনাম জপ করতে পেরেছে-পারে-পারবে। মনে মনে সর্বাবস্থায় নাম স্মরণ করতে পারবে। শ্রীভগবানের ও তাঁর অনন্তরূপের যে কোনরকম নামই হোক না কেন যেমন - রাম, কৃষ্ণ, হরি, গোবিন্দ, শিব, মহাদেব, কালী, হর, দুর্গা, নারায়ণ, বিষ্ণু, মাধব, মধুসূদন আদি নিজের রুচি মত, পছন্দমত যে কোন নাম ভক্তির সহিত জপসাধন করলেই মানবের কল্যাণ সুনিশ্চিত। নামের মধ্যেই নামীর অনন্ত শক্তি-নিহিত আছে। ভক্তি-নিষ্ঠার সহিত জপসাধন করলে ঐ শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হয়ে জীবকে অন্তর্মুখী করে। কিন্তু ইহা সত্য যে নাম বা মন্ত্র যদি শ্রীগুরু মুখ নিঃসৃত হয়, তবে তা শীঘ্রাতিশীঘ্র ফলপ্রদ হয়ে শ্রীগুরুর কৃপাশীর্ষাদে মানবজাতির অভীষ্ট ফল প্রদান করে। তাই সকলপ্রকার মানবজাতি যদি শ্রীগুরুর শরণাগত হয়ে তাঁরই সাধনশক্তি স্মৃতির মন্ত্র, তাঁরই নির্দেশমত জপসাধন করে, তবে তার পরম কল্যাণ ও সংসারবন্ধন হতে মুক্তি সুনিশ্চিত। যদি আমাদের জপ করার প্রচেষ্টা বা সদিচ্ছা থাকে, তবে ভগবান আমাদের জপ-তপ করার সুযোগ করে দেবেন। নানাবিধ কষ্টকাকীর্ণ রাস্তা পরিষ্কার করে দেবেন। পারিবারিক, সাংসারিক, শারীরিক ও মানসিক তথা পারিপার্শ্বিক সমস্যা- বাধাবিঘ্ন হতে মুক্ত করে আমাদের জপ করার সুযোগ প্রদান করবেন। ভগবান পরম করুণাময়-দয়ার সাগর। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ডাকার ইচ্ছা থাকলে তিনি যেভাবেই হোক না কেন ভক্ত কে রাস্তা দেখাবেনই। এইজন্য তাকে ভক্তবৎসল বলা হয়। নাম জপের প্রভাবে নামী নেমে আসেন ও নাম জপকারী ভক্তের প্রতি পরম অনুগ্রহের দৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং মানুষ যে কাজেই থাকুক না কেন ও যে পদেই কাজ করুক না কেন ঠিক সময় করে গোবিন্দের নাম জপ করতেই হবে। এতেই সমস্তপ্রকার সুখ, শাস্তি ও প্রকৃত আনন্দ নিহিত। আর যথার্থ আনন্দরূপই জীবের প্রতিটি জীবজীবনের নিত্যস্বরূপ। সেই নিত্য আনন্দস্বরূপ হতে আমরা বঞ্চিত চিরকাল। এ কি বিড়ম্বনা ! আমরা কি চিরকাল সেই দিব্য আনন্দস্বরূপ হতে পৃথকভাবে থেকে কালব্যয়ই করব? না তা হতে পারে না - “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”। ইহা শাস্ত্রের আদেশ। অর্থাৎ শুয়ে থাকলে চলবে না- উঠতে হবে, সর্বদা তাঁর নাম জপ করতে করতে জাগতে হবে আর সদা-সর্বদাই আন্তরিক ও বাহ্যিক শত্রু কর্তৃক আক্রামিত পরিবৃত্ত আমার স্বরূপ আছে বলে সংসঙ্গ মহৎসঙ্গরূপ মহৌষধ সেবন করে যথার্থ শ্রেয়ঃ পথ বেছে নিতে হবে। সংসঙ্গ প্রত্যহ করে শ্রীনাম কে আঁকড়িয়ে সজোরে ধরে থাকলেই মানবজীবন সুরক্ষিত, সন্দেহ নাই। আমরা বদ্ধ জীব। বদ্ধাবস্থা আমাদের সাময়িক। এক না একদিন আমরা বদ্ধাবস্থা হতে মুক্ত হয়ে, নিত্য, সনাতন, সত্য ও শাস্ত্রতত্ত্বরূপতায় প্রতিষ্ঠিত হবই। আমরা অনন্তকালের জীব। অনন্তকাল ধরে অনন্ত যোনিতে ঘুরাফেরা করছি। আর কতদিন এইভাবে স্বীয় স্বরূপবঞ্চিত হয়ে মনুষ্যরূপে পশুভাব অবলম্বনে এখানে কালান্তিপাত করব? না আর ভাল লাগে না। আনন্দময় হয়ে সদা নিরানন্দে আছি। রাস্তা কি যথার্থ শাস্তি পাওয়ার? রাস্তা দেখালেন আচার্য্যগণ - “রাম নাম অবলম্বন একু” অর্থাৎ রামনাম বা কৃষ্ণনামই হল সংসারসাগরের একমাত্র তরী। তাই চলুন আমরা রামনাম বা কৃষ্ণনাম অথবা রুচিমত যাতে আমাদের প্রভূত ভক্তি আছে সেই নাম জপ অনন্য চিন্তে ভক্তিভাবে সমর্পিতচিন্তে করে অতি সহজভাবেই তাঁকে পাওয়ার রাস্তাটি অন্বেষণ করে ধন্য হই। শ্রীভগবানও গীতায় বলেছেন একথাই-

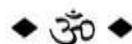
“অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।”

ওঁ তৎসৎ

সম্পাদক

শ্রী নরহরি দাস



শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান শ্রীধাম বৃন্দাবন কর্তৃক পরিচালিত আশ্রমসমূহের ঠিকানা ও দূরভাষ নম্বর

প্রধান আশ্রম ও প্রচারকেন্দ্র

শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান

গুরুকুল মার্গ, শ্রীধামবৃন্দাবন, মথুরা, উঃ প্রদেশ

ফোনঃ ০৫৬৫ ২৪৪২৭৭০

শাখা আশ্রম ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :

- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম
বালিয়াপাণ্ডা, সিপাসুরবালি, পুরী, উড়িষ্যা,
পিন নং - ৭৫২০০১
দূরভাষ : (০৬৭৫২) ২৩০-২৪৪, ০৯৯৩৭৩৭১১০৩
- শ্রীনিম্বার্ক স্মৃতি সংগ্রহালয়
গোপালধাম, ৪৬/৩৯, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড,
কলকাতা-৭০০০১৪, ফোন : ৯৮০৪২৩৭৫৩৮
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম
দৌলতপুর, পোষ্ট : সেনডাঙ্গা, অশোকনগর,
উত্তর ২৪ পরগণা, পিন নং - ৭৪৩২৭২
দূরভাষ : ৯৭৩৩৬৫৮৬৪১
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম
দেবপুরা, হরিদ্বার, উত্তরাঞ্চল,
পিন নং - ২৪৯৪০১
দূরভাষ : ০১৩৩৪-২২৬৭৩০
- শ্রীনিম্বার্ক সাধন সেবাশ্রম
পোষ্ট - লামডিং, গ্রাম - মুরাবন্তী,
জিলা - নবগাঁ, আসাম
- শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম
বাধারঘাট (ও. এন. জি. সি.-র নিকট),
আগরতলা, ত্রিপুরা, পিন নং - ৭৯৯০১৪
দূরভাষ : ৯৪৩৬১২৪৬১৫
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম
মানিক বাজার, বাঁকুড়া, পিন নং - ৭২২ ২০৭
দূরভাষ : ৯৪৩৪১৮৫৫৫৪
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম (নির্মাণাধীন)
১১, উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৬,
দূরভাষ : ৯৮৭৪৪৫২৬৫৮
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সেবাশ্রম
রুক্মিনী নগর, পোঃ - দ্বারকা, রুক্মিনী মন্দিরের বিপরীতে,
গুজরাট, পিন - ২৬১৩৩৫, দূরভাষ : ০৯৪০১৩৫২১২১
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সেবাশ্রম (নির্মাণাধীন)
বিপিন পাল রোড, পোঃ + জিলা - করিমগঞ্জ,
আসাম
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সেবাশ্রম (নির্মাণাধীন)
সুদুকটম্ পটি, পোঃ - রামেশ্বরম, ওলাইকাড্ডু রোড,
অগ্নিতীর্থম্ -এর সন্নিকটে, জিলা - রামনাথপুরম্
তামিলনাড়ু, পিন - ২৬৩৫২৬, ফোন : ০৯৮৪৫৯৫৯০১১
- শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা স্মৃতিমন্দির (নির্মাণাধীন)
গ্রাম - লোনচামেরী, পোঃ - চামেরী, থানা - (তহসিল)
আজনালা, জিলা - অমৃতসর, পাঞ্জাব,
পিন - ১৪৩১০৩, ফোন : ০৯৮৭৩২৪৩৯৫০
- শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম
পাণ্ডু টেম্পল রোড, পাণ্ডু, গৌহাটি, আসাম
পিন নং - ৭০১০১২, দূরভাষ : ০৯৪৩৫০-৪২৯১২
- শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম
অশ্বিনী দত্ত রোড, নিউ কলোনী,
তিনসুকিয়া, আসাম, পিন নং - ৭৮৬১২৫,
দূরভাষ : ৯৪৩৫১৩৪৯৫১ / ৯১-৯৪৩৫০৩৭৮৫৬
- শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম (নির্মাণাধীন)
ঘোঘোমালী বাজার, পাইপ লাইন, শিলিগুড়ি
পিন নং - ৭৩৪০০৬, দূরভাষ : ৯৪৩৪০০৯১৯১
- শ্রীশ্রীনিম্বার্ক সেবাশ্রম
কাচের ঘাট, কৈলাশহর, ত্রিপুরা (উঃ)
দূরভাষ : ৯৮৫৬০২৯৬৬১
- শ্রীশ্রীনিম্বার্ক তপোবন
লালবাঁধ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, দূরভাষ : ৯৮৫৬০২৯৬৬১

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তসার বিমর্শঃ

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজী

নিম্নলিখিত শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আশ্বাদন করুন —

(শ্রী) নিম্বার্ক সম্প্রদায়স্থ— সুপ্রাচীনতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকস্তস্য সিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রনিষ্ঠিতঃ।।

শ্লোকার্থঃ — পরমাচার্য্য ও অনাদিবেদিক সম্প্রদায় শ্রীসনকাদি সম্প্রদায় এর প্রবর্তক শ্রীনিম্বার্কচার্য্য প্রবর্তিত সম্প্রদায় অতীব প্রাচীনতম বলিয়া শাস্ত্র-শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত আছে। এই সম্প্রদায়ের সাধনাত্মক সিদ্ধান্ত হইল — স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, যাহা বিবিধ শাস্ত্রাদির দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়া আচার্য্য মহলে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল শ্রীনিম্বার্ক কে ছিলেন? তাঁহার পরিচিতি? উত্তর — তিনি ছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্তকমলস্থিত শ্রীসুদর্শন চক্ররাজাবতার। ব্রহ্মাদি দেবতাদের আন্তরিক সমবেত প্রার্থনায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া পৃথিবীর পাপভার অপনোদনার্থে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদেশানুসার তদীয় শ্রীকরবিরাজিত চক্ররাজ ই শ্রীনিম্বার্ক নামালঙ্কৃত হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবির্ভূত হইবার অব্যবহিত কাল পর বাল্যবয়সে নাম রাখা হয় — নিয়মানন্দ। যম, নিয়ম, সংযমাদিতে প্রতিষ্ঠিত ও সদা সর্বদা ব্রহ্মানন্দে স্থিত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নিয়মানন্দ নাম রাখা সার্থক হয়। একটি যোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা তাহা কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ায় ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর (স্বয়ং ব্রহ্মা) দ্বারা তাঁহার নামকরণ হয় ‘নিম্বার্ক’। ঘটনাটি নিম্নরূপ —

বাল্য বয়সেই নিয়মানন্দ শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাধনপ্রাপ্ত যোগৈশ্বর্য্যশক্তি কতদূর অগ্রসরিত হইয়াছিল, তাহা নিরীক্ষণার্থে একদা গোবর্দ্ধন উপত্যকায় অবস্থিত নিম্বগ্রামস্থিত পর্ণনির্মিত

সাধনকুঠিরে ছদ্মবেশধারী স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগত হইলেন। নিয়মানন্দ - শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সাদর — আহ্বান করিয়া তাহাকে আসন প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল পর অভ্যাসবশতঃ নিয়মানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ পশ্চাৎ দিবসাবসানে আহার্য্য বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তৎসমস্তই অতিথিরূপী সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বিনম্রচিত্তে আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সূর্য্যাস্তের পর যতির আহার গ্রহণ করা নিয়ম বিরুদ্ধ এই বলিয়া ব্রাহ্মণদের আহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই সময় যোগী নিয়মানন্দ চিন্তান্তিত হইয়া স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে সমীপস্থ নিম্ববৃক্ষোপরি পরিমিত আকাশে কোটিসূর্য্য সমপ্রভ শ্রীসুদর্শনচক্র স্থাপন করিলেন। সুদর্শনচক্রের সমুপস্থিতিতে সূর্য্যের ন্যায় আলোয় আলোকিত হইয়া গেল চারিদিশা। মুনিবর দেখিলেন যে এখনো তো সূর্য্যদেব আছেন অস্তমিত হন নাই এই মনে করিয়া তিনি আহার্য্য দ্রব্য আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাহার প্রসাদগ্রহণ সমাপনান্তে নিয়মানন্দ সুদর্শনচক্ররাজকে প্রত্যাহাত করিলে আবার পূর্বেবর ন্যায় চারিদিক অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। যতিবর এইরূপ অলৌকিক বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া বুঝিলেন শ্রীনিয়মানন্দ ভগবৎ শক্তিতে শক্তিমান্ যোগেশ্বর পুরুষ। বিভিন্ন গ্রন্থে আছে যে এই যতিবর ছদ্মবেশী ব্রহ্মা ছিলেন। তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া নিয়মানন্দকে বলিলেন — ‘নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো— বসুধায়াং ভবিষ্যতি’ অর্থাৎ এই পৃথিবীতলে তুমি নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে বিখ্যাত হইবে। এই ঘটনা নিবন্ধন নিম্ব + অর্ক অর্থাৎ নিম্ববৃক্ষে অর্ক মানে সূর্য্যতুল সুদর্শনচক্রের দ্বারা দিব্য প্রকাশের ব্যবস্থা সংসাধনে

নিয়মানন্দ বিশ্বসমাজে নিম্বার্ক, নিম্বাদিত্য ও নিম্বভানু রূপে পরিচিতি লাভ করিলেন।

আচার্য্য নিম্বার্কের তীব্রসাধনা, সাধনতত্ত্ব প্রচার ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের সার যে কতখানি প্রাণবন্ত, জীবন্ত, দিব্য সরসবাহী এবং হৃদয়গ্রাহী তথা যুগোপযোগী ও আধুনিক সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক সমস্যা - সমাধানকারী তাহা পরবর্ত্তী বাসুদেব পত্রিকার সংখ্যাদিতে বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা আশ্বাদন করিব। এখন আমরা তাঁহার শ্রীনিম্বার্ক নামের তাৎপর্য্য, গাভীর্য্য ও ঐতিহ্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিতেছি। আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে নিম্ব শব্দ ও অর্ক শব্দ এইভাবে যুক্ত হইয়া ‘নিম্বার্ক’ সম্পন্ন হইয়াছে। এখানে নিম্ব অর্থে নিম্ব বৃক্ষ বুঝাইতেছে যেমন, তেমন লক্ষ্মণী দ্বারা ইহার সংসারও করা হয়। নিম্ববৃক্ষের ফল, ফুল, বঙ্কল, আদি যেমন তিত্ত, কটু স্বাদযুক্ত নিরানন্দকর, সংসার তেমনি তিত্ত ভোগময় ফলযুক্ত কটুস্বাদ অসুখকর। তাই নিম্ব শব্দের অর্থ সংসার করিয়া ‘নিম্বায় অর্কঃ’ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস সাধনে অর্থ হয় — নিম্বরূপ তিত্ত সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবগণের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূরীকরণার্থে যিনি অর্করূপে প্রকাশ সাধন নিরন্তর করিতেছেন তিনি নিম্বার্কপদবাচ্য।

আবার সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস সাধনে নিম্বার্ক নামের — অদ্ভুত অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন নিম্ব এইরূপ সপ্তমী তৎপুরুষ করিলে নিম্বরূপ তিত্ত-সংসারের সকলের মধ্যে অর্ক অর্থাৎ প্রকাশ সাধনকারী পরমাছা বা অন্তর্মামী পুরুষ রূপে নিত্য অবস্থান যিনি করিতেছেন তিনিই নিম্বার্ক। আবার দেখিতে পাওয়া যায় — শাস্ত্রাদিতে সূত্রাদির প্রমাণ যেমন, ‘প্রাণো বা অর্কঃ’। এই সূত্র অবলম্বনে নিম্বস্য অর্কঃ এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস সম্পাদনে অর্থ হয় যিনি নিম্বরূপ তিত্ত সংসারের অর্ক অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ, জীবন ও হৃদয়স্বরূপ তিনিই আচার্য্য নিম্বার্ক। এইভাবে শাস্ত্র-শাস্ত্রান্তরে নিম্বার্কপদের তাৎপর্য্য সাধনৈশ্বর্য্য মূলক নামের বিশ্লেষণ ও অবতার রহস্যের বিশেষ ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

একজন স্বনামধন্য গৃহী সাধক ‘শ্রীনিম্বার্ক রহস্যে’ লিখিয়াছেন —

মধ্যদিন সূর্য্য ‘বিষ্ণু’ ঋত্বেদে খ্যাত।

গোরূপী কিরণে বিশ্ব করে সঞ্জীবিত।।

পুড়ায় মারে ও রক্ষ করে আকর্ষণ।

নিয়মিত ঘুরে চক্র সদা সুদর্শন।।

এ জগত নিম্বসম রসময় তিত্ত।

তাতে কিন্তু মধু পায় যে হয় বিরক্ত।।

এ জগত সত্য বটে ব্রহ্ম যথা সত্য।

(নিম্বার্ক) নিম্বের আর এক মধু ভেদাভেদতত্ত্ব।।

তাই তো নিয়মানন্দ নিম্বেরো আকর।

সুদর্শনরূপী তিনি জগৎধারক।।

নিম্বার্কদর্শন তত্ত্ব বুঝ এই সার।

নিম্ববৃক্ষে সূর্য্য শোভে দূরী অন্ধকার।।

এখন নিম্বার্ক সম্প্রদায় ও তাহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণাদি অতীব সংক্ষিপ্তাকারে প্রদর্শন পূর্ব্বক আলোচনা করিতেছি। শ্রীসুদর্শনচক্রাবতার স্বনামধন্য জগদগুরুবর পরমাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কচার্য্য প্রবর্ত্তিত সনকাদি মহর্ষি কর্তৃক সমুপদিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক মোক্ষসাধন বিদ্যার ধারাবাহিক প্রশস্ত পথকে নিম্বার্ক সম্প্রদায় বলা হয়। অত্র সম্প্রদায় অর্থে ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল — সম্যক্ প্রকারেণ প্রদীয়তে মোক্ষসাধনবিদ্যা যেন আচার্য্যেণ সঃ সম্প্রদায়ঃ। অর্থাৎ আচার্য্যোপদিষ্ট শ্রীগুরুপরম্পরাগত ধারাবাহিক মোক্ষসাধনবিদ্যার প্রশস্ত পথ মতকে সম্প্রদায় বলা হয়। এখানে সম্প্রদায় অর্থে দলাদলি, রেযারেযি ও শিক্ষাবিহীন পরম্পরা এবং পরম্পরাগত অশাস্ত্রীয় মনমুখী প্রচারিত সাধনবিদ্যার পথ নয়। ‘সম্প্রদায়বিহীন বা বিদ্যা সা নিষ্ফলা মতা’ অর্থাৎ শ্রীগুরুপরম্পরাগত বিহীন (সম্প্রদায় বিহীন) বিদ্যা প্রকৃতপক্ষে নিষ্ফলই হয়। সুতরাং সকল প্রকার সাধনবিদ্যার প্রচার মূলে একটি সুদৃঢ় শক্তিমান গুরুপরম্পরার প্রদত্ত মন্ত্রসাধনশক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রচারিত সাধনবিদ্যা নিষ্ফল হইবে। বলা বাহুল্য আমাদের সাধনবিদ্যার প্রচার মূলে শ্রীহংস

ভগবান হইতে প্রাচীন ঋষিদের সনকাদি মুনিদের উপবিষ্ট সাধনবিদ্যার সার সরিতা নিরবচ্ছিন্ন পূত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় নিত্য প্রবাহমান পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের সহিত কাহার তুলনা বা সাম্যতা হইতে পারে? এইরকম ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায় জগতীতলে বিরল।

এখন আমরা সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা করিব। নিম্বার্ক সম্প্রদায় এর প্রাচীনত্ব বিষয়ে বিদ্বৎসমাজ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিভিন্ন মতান্তর দৃষ্ট হয়। ইহা সর্বসমাজ বিদিত এই যে ভগবান নিম্বার্কচার্য্য শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতার ছিলেন ও তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আঞ্জায় পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি দূরীকরণার্থে ও ভাগবদধর্ম সংস্থাপন এবং প্রচার হেতু ধরাধামেই অবতরিত হইয়াছিলেন। তিনি দ্বাপর যুগের শেষে কলিযুগের প্রারম্ভেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ভবিষ্য পুরাণে প্রমাণাদি দৃষ্ট হয়। যথা —

‘সুদর্শনো দ্বাপরাস্তে কৃষ্ণাঞ্জাপ্তো জনিষ্যতি।

নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্মগ্লানি হরিষ্যতি।।’

অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে কলির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে শ্রীসুদর্শনচক্র জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ‘নিম্বাদিত্য’ নামে বিখ্যাত ধর্মের গ্লানি হরণ করিবেন।

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব সময় ও লগ্নাদির উল্লেখ ভবিষ্যপুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। ঋন্দ পুরাণেও নিম্বার্কের জীবন গাথার প্রসঙ্গ আছে। এই সকল পুরাণের গবেষণার দ্বারা শ্রী শ্রী নিম্বার্কচার্য্যের সুপ্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

শ্রীনিম্বার্ক রচিত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ‘বেদান্ত পারিজাত সৌরভ’ ও বেদান্তকামধেনু প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যাভঙ্গী, ভাষা প্রতিপাদন রীতি তাঁহার সুপ্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে।

ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কীয় ‘বেদান্ত পারিজাত সৌরভ’ এ কোন রকম পূর্বসিদ্ধান্তের খণ্ডনের চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। যেমন — অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ বা অন্যান্য কোনমতের খণ্ডন এবং কোন

মতপ্রবর্তকের নামের উল্লেখ নাই। কেবল শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে স্বীয় স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদের-ই নিরূপণ করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত নিম্বার্কীয় ভাষ্যের (বেদান্ত পারিজাত সৌরভ) ভাষার সরলতা, গাঞ্জীয়তা, প্রতিপাদন ভঙ্গিমা, প্রতিপাদ্য বিষয় ভাব প্রবণতা, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীনত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করে।

আমার পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবাজী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ভৃগুসংহিতাদির মাধ্যমে জন্ম, লগ্ন, নক্ষত্রাদি গণনা, বিবিধ শাস্ত্র দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া আচার্য্য নিম্বার্কের ও তৎপ্রবর্তিত সিদ্ধান্তের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এখানে তাহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইল না। শাস্ত্রে আছে — ‘মহাজনো যেন গতঃ সংপস্থা’ অর্থাৎ গুরুগণ যে রাস্তা অবলম্বন করেন, তৎ পরবর্তী শিষ্যদের সেই রাস্তাই অবলম্বন করা উচিত। তাই আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়াই প্রবন্ধের আরম্ভে লিখিয়াছিলাম — শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়স্থ সুপ্রাচীনতমঃ স্মৃতঃ।

শ্রীনিম্বার্কের প্রবর্তিত মোক্ষসাধন বিদ্যা এই জগতে স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে সুপ্রসিদ্ধ ও বিবিধ শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তিতঃ। ইহার বিভিন্ন দিক্ দিয়ে শাস্ত্রভিত্তিক আলোচনা পরবর্তী অনেক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে হইবে।

সুতরাং ‘স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত সার বিংশতিঃ’ নামক এই প্রবন্ধের সারাংশটি পরমবন্দনীয় প্রাতঃস্মরণীয় মদীয় শ্রীশ্রীদাদাগুরুজীর (স্বামী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ) বাণীর মাধ্যমে পরিবেশন করিয়া অদ্য এখানেই শ্রীগুরুর কৃপায় লেখনীর বিশ্রাম দিলাম।

শ্রীশ্রী নিম্বার্কোপদিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক সার্বজনীন সাধনধর্ম হইল — ‘পরমাত্মা পরব্রহ্ম চিদানন্দ সদ্বস্তু এবং জগৎ ও জীব তাঁহারই অঙ্গীভূত অংশমাত্র। সুতরাং সর্বজীবে ভগবদ্ভক্তি স্থাপিত করিয়া রাগ, দ্বেষ, হিংসা,

মিথ্যা, কলহ ইত্যাদি পরিহার পূর্বক অনহংবুদ্ধি ও নিশ্চলচিত্ত হইয়া সাধক প্রেমপূর্ণহৃদয়ে শ্রীভগবৎ স্বরূপ সাগরে নদীবৎ প্রবিস্ত হইয়া অচ্যুত আনন্দলাভ করিবার যোগ্য যাহাতে হইতে পারেন, ইহাই শ্রীনিম্বার্ক প্রচারিত সনাতন ধর্ম।

পৃথিবীর বর্তমান অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে

জনজীবনের পরমকল্যাণ হেতু শ্রীনিম্বার্কোপদিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক মোক্ষসাধন বিদ্যারূপ দিব্য সনাতন ধর্মের প্রচার-প্রসার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারই কৃপায় সনাতনধর্মের প্রচার হউক, এই প্রার্থনা আচার্য্যচরণকমলে জানাই — পুনঃ পুনঃ

‘সোহস্মাকং কুরুতাং ভবান্তিশমনং নিম্বার্কনামামুনিঃ’



দ্বৈত বাণী

- কুস্ত্রযোগে কোটি কোটি ভক্তগণসহ ধর্মাচার্য্য ও সাধকদের সমুপস্থিতি সতাই মৃত মানুষকে অমৃতলোকে উপনীত করে। যদি আমরা মনে করি যে কুস্ত্র অর্থাৎ একটি অমৃতপূর্ণ কলস, তবে উহা হইতে এ শিক্ষা পাই যে — মৃতশরীর রূপ কলসের মোহ ত্যাগ করে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া অথবা সমর্পিত চিত্ত হওয়া — ইহাই কুস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও রহস্য।
- অন্তর্মানে অসতের পরাজয় ও পূর্ণসত্য এবং শাস্ত্রত আনন্দের অভিব্যক্তি বা আশ্বাদনই হইল কুস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধটি অখণ্ড। অদ্বৈত দ্বৈতাত্মক এবং অদ্ভুত মধুর লীলাবিলাস। অপরিসীম লীলামহিমার প্রকাশ। ইহা ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না, ইহা অনুভূতি সাপেক্ষ।
- তাঁহার বংশী সর্বদাই বাজে। যাঁহার কান আছে তিনিই শুনিতে পান, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করেন। তাই তাঁহার আকর্ষণ সর্বব্যাপী — বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভঃ।
- শ্রীভগবানের কৃপারূপ দৈন্যাদি প্রাপ্ত জীবের নিকটেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি উপজাত হয়। ইহাই উত্তমা ভক্তি। এই উত্তমা ভক্তির দ্বারাই জীব ঈশ্বরলাভ পূর্ণরূপে করিয়া কৃতকৃত্য হয়।
- বিষয় সুখ, দুঃখ, রোগশোক থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা একমাত্র ভগবচ্ছিন্তন, ভগবৎস্মরণ, ভগবদধ্যান, ধারণা অর্থাৎ সংসঙ্গ ও স্বাধ্যায়, এছাড়া অন্য কোন পছা নাই।

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

দিল্লীতে একদিবসীয় বিরাট সনাতন ধর্ম সম্মেলন মহোৎসব

ডঃ দীপক বসাক

দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী। বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এখানে বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে চিত্তরঞ্জনস্থিত কালীবাড়ী মন্দিরের নাম সর্বজনবিদিত। ইহা দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র স্থানেই বিরাজিত। কালীবাড়ীতে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থীদের ভীড় হয়। তাই সংস্প্রদায়, অনাদি বৈদিক সংস্প্রদায় শ্রী নিম্বার্ক সংস্প্রদায়ের প্রচার-প্রসারকল্পে ব্রজবিদেহী মহন্ত ও অখিলভারতীয় বৈষ্ণব চতুঃসংস্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়াবাবাজীর সমুপস্থিতিতে শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল সোসাইটি নিউ দিল্লী কর্তৃক একদিবসীয় বিরাট সনাতন ধর্মালোচনার আয়োজন হয়। আয়োজনের প্রস্তুতি বেশ কয়েক মাস পূর্ব হতেই চলছিল। বিশাল আয়োজন, বিশাল প্রস্তুতি। মানবজাতির মধ্যে সনাতন ধর্মতত্ত্ববোধের জন্যই এই সম্মেলন। দেহাত্মবোধ ত্যাগ করে সত্য-সনাতন আত্মবোধ দেহগৃহে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই সনাতন সম্মেলন। শ্রীশ্রী গোপাল যজ্ঞ, শ্রীনিম্বার্কীয় অখণ্ড যুগল হরিনাম সংকীর্তন, ভজন সন্ধ্যা, শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরার সেবা-পূজা প্ৰভৃতি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিরাট সনাতনধর্ম সম্মেলন মহা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিল্লী মহানগরীর কেন্দ্রস্থান চিত্তরঞ্জন কালীবাড়ীতে।

২৬/১০/২০১৪ তারিখ প্রাতঃকাল হতেই মহামহোৎসবের শুভারম্ভ হয়। বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করাতে দিল্লীস্থিত কালীবাড়ী মন্দির প্রাঙ্গণ আনন্দ-উল্লাসে পুনঃপুনঃ মুখরিত হচ্ছিল। সর্বত্র একটি সৌম্য-পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাঝে মাঝে শ্রীশ্রী নিম্বার্কভগবানের জয় ও

শ্রীকাঠিয়াবাবাজীর জয় জয়কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস তথা কালীবাড়ী প্রাঙ্গণের বিশাল পরিসর গুঞ্জায়মান হচ্ছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবন হতে আগত পণ্ডিতদের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ৩ঘণ্টা পর্যন্ত যজ্ঞকার্য চলতে থাকে। যজ্ঞ মানে জীবন যজ্ঞ, জীবন যজ্ঞময় করে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করতে হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণ প্রসন্ন হন। তৎফলে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও নানাবিধ দৈব আধি দৈবিক আধিভৌতিক প্রকোপ দূরীভূত হয়। সর্বত্র প্রশান্তি বিরাজিত থাকে। অশান্ত জীবন হয় শ্রীগুরুগোবিন্দচরণে সমর্পিত ও অসৎ পরিবেশ হয় পবিত্রীকৃত তথা চিত্ত স্বীয় চঞ্চলতা ত্যাগ করে হয় সমাহিত। শাস্ত্রে আছে—“যজ্ঞে বৈ বিষ্ণুঃ” বিষ্ণুর চরণে প্রকৃত সমর্পণই যজ্ঞের অর্থ। আর প্রকৃত সমর্পণই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। সমস্ত জীবজগত ঈশ্বরের ও স্বয়ং ঈশ্বরই সমস্ত জীবজগতরূপে প্রকাশিত হয়েছেন দৃষ্ট হচ্ছেন। সমস্তই তিনি ও সমস্তই তাঁর। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তার ইদৃশলীলা চলছে। যজ্ঞ দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায়। আর ভগবান ঈশ্বর প্রসন্ন হলে সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হয় নিশ্চিত। তাই সহজে ঈশ্বর অনুভূতির জন্য যজ্ঞকর্ম বিধেয়। অবশ্য আমাদের জীবনটাই যজ্ঞময় জানবেন। যাবতীয় কর্মই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবানের জন্য কর্ম করছি। এইভাবে সমর্পিতচিত্ত হয়ে কর্ম করলেই উহা যজ্ঞ পরিণত হয়।

হরিনাম সংকীর্তনের মহিমা অপার। হরিনামে পরিবেশ পবিত্র হয়। অন্তর্মানস শুদ্ধ হয়। সর্ব ব্যাপারে অমঙ্গল দূরীভূত হয়। অশান্তকে দিব্য শান্তি প্রদান করে। হরিনামের প্রভাবে জীব হয় প্রকৃতপক্ষে শিব। তাই নামের

প্রয়োজন কলিযুগে অশেষ কল্যাণকারক। সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশক, নাম করলে বা অনুধ্যান সাধনে নামীর সহিত অর্থাৎ ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধ ঘটে। ফলে চিত্ত নিমল সাধনে জীব পরমপদ প্রাপ্ত করতে সমর্থ হয়। জীবের পরম লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন লাভ। সাধকগণ বলেন, কলিযুগে কেবল শ্রীনাম সাধনেই মানবজীবনের পরমলক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব। তাই তুলসীদাসজী শ্রীরামচরিতমানসে হিন্দী ভাষায় বলেছেন—

“কলিযুগে কেবল নাম আধারা।

সুমির সমর নর ভব উত পারা।।”

অর্থাৎ কলিযুগে একমাত্র ভগবনামই জীবের আধার আশ্রয় অবলম্বন। এই নাম স্মরণ করতে করতেই মানুষ সংসার সাগর পার হয়ে যায়।

ভাগবতে আছে—

“কলেদৌষনিধেরাজন,

অস্তি একঃমহানুগুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য,

মুক্তসঙ্গঃপরংব্রজেৎ।।”

অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগের নিন্দা সকলেই করে। সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কর্ম নোংরা কর্ম এই যুগেই হয়। কিন্তু এই যুগের একটি মহান গুণ আছে, তা হল — হরিনাম। কলিকালে হরিনাম সংকীর্তন করলে সহজেই স্বারূপ্য-সায়ুজ্য মুক্তি পাওয়া যায়। তাই সহজে জীবজীবনের পরমকল্যাণহেতু এই মহা সম্মেলনে অথও নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়। শ্রীশ্রীনিম্বাকীয় যুগল মহানাম সংকীর্তন, সমস্ত পাপ-তাপ বিনাশক, যাহা নিম্নরূপ —

“রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে।

রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে।।”

অতঃপর সর্বজন সমক্ষে শ্রীশ্রীগুরু পরম্পরার আচার্যদের পূজা-সেবা বিবিধ শাস্ত্র নির্দিষ্ট পন্থানুসারে সাড়ম্বরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা সমাপনান্তে শ্রীগুরু স্তুতি পাঠ ও অন্যান্য স্তোত্রাদি পাঠ সম্পন্ন হয়। তৎপর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর দীর্ঘভাষণ হিন্দী ভাষায়

হয়। যাহা এই প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত হবে। ভাষণ শেষে অথও প্রসাদ বিতরণ হয়। প্রসাদে - পুরী,পনির তরকারী, ছোলার ডাল ও পায়স আদির ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ১ হাজার ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হন। তারপর অপরাহ্ন বেলা ৩ ঘটিকায় বোম্বাই হতে আগত রাজুদাস ভজন সপ্তাট কর্তৃক ভজন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ ভজনগান অনুষ্ঠিত হয়। ভজন শুনে সকলেই ভাবাপ্লুত। মহা আনন্দে সকলেই নাচতে ছিলেন। সর্বত্রই আনন্দ-সাগরের ঢেউ খেলছিল। আনন্দে সকলেই সাশ্রনয়ন। ভজন সন্ধ্যা সমাপনান্তে শ্রীধাম বৃন্দাবন হতে আগত সর্বেশ্বর-মহারাসমগুলাী কর্তৃক মহারাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ঘণ্টা যাবৎ মহারাসলীলা প্রদর্শন করে সকলেই অভিভূত। রাসলীলায় গোপীদের বস্ত্রহরণ, পূতনা বধ, অঘাসুর,বকাসুর ও কংসাসুর বধ, নারদ কামদেব সংবাদ, রাসলীলার সূচনা, গোপীবৃন্দ সহ রাধারানীর অভিমান-অহংকার, রাধা হতে - কৃষ্ণ বিয়োগ , গোপীবৃন্দসহ রাধারানীর কৃষ্ণ বিরহ- বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, রাসলীলার শুভারম্ভ,কামদেবের আগমন ও আক্রমণ, কামদেবের পরাজয়, কামবিজয়ী গোপীকৃষ্ণের মহা রাসলীলা প্রদর্শন। অদ্ভুত নৃত্য শৃঙ্গার, গোপীবৃন্দ সহ রাধাকৃষ্ণের মহানৃত্য।

তাই সকলেই ভাবাবেগে নৃত্য করতে ছিলেন। কী অদ্ভুত পরিবেশ, কী অদ্ভুত লীলাদর্শন, যা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। শত শত - সহস্রলোকের ভীড় ছিল। সকলেই ভাবাবেগে নৃত্য করছিলেন। শুনা যায় কৃষ্ণলীলায় বা কৃষ্ণচিত্তনে নৃত্য করলে অসার-সংসারের নৃত্যরূপ বিষয়ভোগ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়। রাসলীলা প্রসঙ্গে ভাগবতে আছে :-

“ভগবানপি তাঃ রাত্রি শরদোৎফুল্লমল্লিকা।

বীক্ষ্য রম্ভং মনশ্চক্রে যোগ মায়া মুপাশ্রিতঃ।।”

অর্থাৎ যোগমায়াকে আশ্রয় করে স্বয়ং ভগবান শরৎপূর্ণিমার রাত্রিতে রাধা প্রভৃতি গোপীদের সহিত রাসলীলা সম্পাদন করেন। তাই আজ রাত্রি এক গোপী এককৃষ্ণ, একগোপী এককৃষ্ণ পরম্পরে মিলিত হয়ে

এমনভাবে লীলা ভঙ্গিমায় নাচছিল যাতে মনে হচ্ছিল যেন এখানেই যথার্থ রাসলীলা সম্পন্ন হচ্ছে। সহস্রাধিক দর্শকগণ ভাবাতুর হয়ে পড়লেন। অপর দিকে মাইকযোগে হিন্দীতে গান চলছে —

“সৃষ্টি কে কণ কণ মেঁ এহি আভাস হৈ।
য়হি মহারাস হৈ য়হি মহারাস হৈ।।”

এইভাবে মহারাসলীলা ৩ ঘণ্টা যাবৎ চলছিল। তারপর শ্রীশ্রী মহারাজজী স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়া বাবাজীর দীর্ঘ ভাষণ হয়। তৎপর মহামহোৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। শ্রীশ্রী মহারাজজী স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়া বাবাজীর হিন্দীতে ভাষণ হয়। ভাষণে তাঁর শ্রীমুখশ্রিত বাণী কিছু হিন্দী ও বাংলাভাষায় এখানে লেখা হল— “মহাপুরুষ তুলসীদাসজী সাধনার চরম কথা রামচরিতমানসে যা লিখেছেন, এখানে তা আপনারা অনুধাবন করুন — জীবনযাত্রা ধন্য হয়ে যাবে। মানবজীবনযাত্রা ই বিজয়যাত্রা। কাম, ক্রোধ, মোহ ও মমতার উপর বিজয় পেতে হবে। ইহা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হলে সমস্তই সম্ভব। ভগবানকে ভালবাসতে হবে, জাগতিক বস্তুর প্রতি বা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি যেমন আমাদের একটি স্বাভাবিক ভালবাসা হয় বা আকর্ষণ হয়, ঠিক তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি আত্মিক আকর্ষণ ও ভালবাসা থাকা চাই। তবেই তো প্রভুর কৃপা আমাদের প্রতি বর্ষিত হবে। আবার দীন, হীন, ফকীর না হলে বা অভিমান-অহঙ্কারহীন না হলে যথার্থ সাধন হয় না। তুলসীদাসজীর ভাষায় —

“মো সম দীন ন দীন হিত তুমহসমান রঘুবীর।

অসবিচারি রঘুবংশ মনি হরহু বিষম ভব ভীর।।”

“কামি হি নারি পিআরি জিমি লোভি হি প্রিয় জিমি দাম।

তিমি রঘুনাথ নিরন্তন প্রিয় লাগহু মোহি রাম।।”

“জাকি কৃপা লবলেস তে মতিমন্দ তুলসীদাস হুঁ।

পায়ো পরম বিশ্রামু রাম সমান প্রভু নাহী কহুঁ।।”

“ত্র্যাসী ভক্তি কর ঘট ভীতর ছোড় কপট চতুরাই।

সেবা বন্ধন ঔর অধীনতা সহজ মিলে রঘুরাই।।”

বস্তুতঃ ভগবান আমাদের অত্যন্ত আপন জন।

তিনি আমাদেরই গতি, ভর্তা, প্রভু সাক্ষী ও পরম শরণ সুহৃদ অর্থাৎ অন্তরের বস্তু প্রাণস্বরূপ। তাঁকে জানার জন্যই এই মানবজীবন আমরা পেয়েছি। মানবজীবনের সার্থকতা ঈশ্বর প্রাপ্তিতেই। তাই তুলসীদাসজী বলেছেন উক্ত চৌপাইতে কামীনারীর প্রতি যেমন কামী পুরুষের দৃষ্টি বর্ষিত হয়। লোভীপুরুষ অনবরত অনুক্ষণ উঠতে বসতে চলতে ফিরতে খেতে শুতে সবসময়ে নারী চিন্তায় আতুর হয়ে মনসা, বাচা, কর্মনা তাকে নানাবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করতে করতে বশীভূত হয়ে নারীর চাকর হয়ে যায়। সর্বদা তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তদ্রূপ হে ভগবান রাম তুমি আমার সর্ব সময় প্রিয় হয়ে আমার ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হও। চিরকাল অনন্তকাল চতুর্দিকে তুমি আমার ধ্যানের বিষয় হও। এইরূপ প্রার্থনা মানবজীবনে সকলেরই করা কর্তব্য। এই প্রার্থনায় সম্বলিত হয়ে প্রভু নিজগুণে- সর্বপ্রকার মোহ-মায়া বিষয় হতে জীব কে মুক্ত করে স্বীয় রাতুল অভয়চরণে স্থান দান করেন। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ-তাপ-প্রারব্ধকর্ম জীবকে কষ্ট দেয়। মায়ার তো বিশেষ আক্রমণ আছেই, যাহা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ রূপে জীবকে নিত্য-নিরন্তন পীড়া নানারূপে দিতেছে, এর থেকে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাওয়ার উপায় স্বরূপ তুলসীদাসজী বলছেন —

“ত্র্যাসীভক্তি কর ঘট ভীতর ছোড় কপট চতুরাই।

সেবাবন্ধন ঔর অধীনতা সহজ মিলে রঘুরাই।।”

কী সুন্দর কথা-প্রার্থনা-স্তুতি। এইরূপ স্তুতিতে ঈশ্বর প্রসন্ন হন। ভগবানের নিকট ভক্তি চাইতে হয়। না চাইলে পাওয়া যায় না। এর জন্য চাই আনুগত্য, চাই সেবাভাব। বাছুর হলেই গুরুর দুগ্ধ পাওয়া যায়। তাই আনুগত্য ও অধীনতা তথা সেবকভাবেই প্রভুর কৃপাদুগ্ধ পাওয়া যাবে। ইহাই শাস্ত্রীয় নির্দেশ। তাই তুলসীদাসজী মহারাজ বলছেন - এই দেহ ঘটে বা দেহগৃহে এমন একটি অনপায়িনী ভক্তি প্রদান কর রামজী! যেন তোমাকে ছাড়া অন্য মানসিক আবর্জনা অর্থাৎ কপট, পরশ্রীকাতরতা অভিমান অহংকার ও বিষয় চতুরতী দূরীভূত হয়। অনন্তকাল ভক্তিপূর্ণ মনপুষ্প দিয়ে তোমার শ্রীচরণের

পূজা-সেবা করতে পারি। সকলের মধ্যে তোমাকে দেখে তোমার সেবাবুদ্ধিতে যেন আমি সকলের সেবা করতে পারি। সকলের মধ্যে তুমি আছ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থিত স্থাবর-জঙ্গম,চরাচর,সব তোমারই অনন্তরূপমনে করে যেন আমি দুই হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম করতে পারি—

“সিয়ারামময় সবজগজানি।

করহুঁ প্রণাম জোড়িষুগপানি।।”

এই হল সেবাবুদ্ধিতে উপাসনা। দ্বিতীয়তঃ অধীনতা অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের অধীন আছি এই ভাব। তিনিই আমার মালিক,পিতা, মাতা, প্রাণ, আত্মা ও গতি এই হল অধীনতা। এইরূপ অধীনতাভাব অবলম্বনে সাধন-ভজন,সেবা-পূজা, উপাসনাদি করলে ভক্ত জীবনের সমস্ত দায়িত্ব ভার স্বাভাবিকভাবেই প্রভুর উপরেই বর্জ্য। এইরূপ সাধন পস্থাবলম্বনে সাধন-ভজন করলে ভক্তমানবের জীবনের সকলপ্রকার ভার-দায়িত্ব স্বয়ং ভগবান বহন করে তাকে সংসার-মায়া বন্ধন থেকে শীঘ্র-ই মুক্তি প্রদান করে থাকেন অর্থাৎ স্বীয় রাতুল অভয়চরণে স্থান প্রদান করেন। তাই তুলসীদাসজী বলেছেন - “সহজ মিলে রঘুরাই—”। অর্থাৎ সেবাবন্ধন ও অধীনতা দ্বারা জীব শীঘ্রাতিশীঘ্রই - রাম দর্শনে সমর্থ হয়। আচার্য্য নিম্বার্ক ভগবানও বলেছেন - ‘হরের ধীনম্’ অর্থাৎ হরির অধীনতা ও আমাদের স্বরূপধর্ম। সুতরাং মহৎ কে পেতে গেলে বা দিব্য আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আনুগত্য-অধীনতা সাধন অবলম্বন করতেই হবে। ইহাতে সহজেই জীবহৃদয়ে পরাভক্তির উদয় হয়। ফলে জীব মানবদেহ অবসানে পরমানন্দলাভ করতে পূর্ণ সমর্থ হয়।

আপনারা ধর্মসভায় বসে আছেন। অনেক ধর্ম কথা শুনলেন ও ধর্মীয় দৃশ্য দেখলেন। নিশ্চয়ই মন দিয়ে শুনেছেন দেখেছেন। অস্তরে, উহা সঞ্চয় করেছেন। ইহার চিন্তন-মস্থন করুন। শাস্ত্র নির্দেশ- ‘শ্রোতব্যঃ,মস্তব্যঃ নিদিধ্যাসয়িতব্যশ্চ’। শোন আর মস্থন কর, মস্থনের পর নিত্য অনুধ্যান কর।

শ্রীগুরুদেবই অধ্যাত্মপথের শিক্ষক, ভবরোগের চিকিৎসক। তাঁর অনুশাসনে চললে সমস্ত সাধনা,সর্বপ্রকার শান্তি, সুখ ও আনন্দ হস্তামলোকবৎ সহজপ্রাপ্য হয়। তিনি জীবসমূহের যথার্থ পথ প্রদর্শক। তাই ঈশ্বর দর্শন সহজে করান। তাই বলা হয় — “তৎপদংদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।” শ্রী তুলসীদাসজী মহারাজও হনুমান্ চালীসাতে লিখেছেন —

“শ্রীগুরুচরণ সরোজ রজঃ,

নিজ মনু মুকুরু সুধারি।

বরনউ রঘুবর বিমল জসু,

জো দায়ক ফল চারি।”

অর্থাৎ তিনি গুরুদেবকে সর্বোপরি শীর্ষে রেখে লিখেছেন - যে পূর্বে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল কে আশ্রয় করে অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নির্দেশমত চলে, সমর্পিতচিত্ত হয়ে, তাঁর করুণা-কৃপা-বারিতে-নিজ মনরূপ ময়লা-আয়নাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে রামজীর বিমলকীর্তির ব্যাখ্যা করছি যা ধর্ম,অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়ক।

সুতরাং এই ধর্ম সভায় যজ্ঞ, হরিনাম, ভজন ও মহারাসলীলা তথা শাস্ত্রীয় প্রবচন প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক সাধনতত্ত্ব আপনারা আশ্বাদন করলেন। ইহাই প্রকৃত মানবধর্ম। এই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আপনারা জীবন ধন্য করুন। আপনারা স্বীয় সনাতন আত্মস্বরূপ জাগৃত করুন। আমাদের মধ্যেই অমৃতভাণ্ড রয়েছে। অস্তমুখী হউন, অবশ্যই গুরুকৃপায় আশ্বাদন করতে পারবেন। এই দেব দুর্লভ মানবজীবনকে সার্থক করুন।

শ্রী তুলসীদাসজী মহারাজ হিন্দী ভাষায় দেবদুর্লভ মানবজীবনের সার্থকতা বিষয়ে রামচরিতমানসে খুবই সুন্দর কথা বলেছেনঃ—

“ বড়ে ভাগ্য মানুষতনু পাবা।

সুরদুর্লভ সদ গ্রস্থন গাবা।।”

অনেক জন্মের সৌভাগ্য, সুকৃতি ও বহুপুণ্য ফলে আমরা চৌরাশিলক্ষ যোনী ভ্রমণ করতে করতে আজ মানব জন্মে এসেছি। দেবতারাও তপস্যা করে এই জন্ম

প্রাপ্ত হন না। তাই একে দেবদুর্লভ জন্ম বলা হয়। তাই আমার অনুরোধ এবং আগ্রহ এই যে আপনারা দিব্য এই মানবজীবন জমিতে এমন সুন্দর গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রবীজ বপন করুন, যাতে সুফল প্রাপ্ত হয়ে ত্রিতাপদন্ধ জীবন সার্থক হয়। এক ভক্তের সুরে বলছিঃ—

“সহজে কি হয় কখন পাখন্ড দলন রে?

সুখ শয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন,

সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে?

অশ্রুপাত করে বীজ করবে বপন,

যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্তন রে!”

প্রভুর কার্যে হয় যদি এ দেহ পতন

তবে পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে।।

শ্রীকাঠিয়া বাবা চ্যারিটেবল সোসাইটি নিউ দিল্লী কর্তৃক আয়োজিত একদিবসীয় বিরাট সনাতন ধর্ম সম্মেলন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ইহাতে সহস্রাধিক ভক্তগণ উপকৃত হলেন। সকলের প্রতি শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাগত আচার্য্যদের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। শ্রীগুরুপরম্পরার আচার্য্যদের জয়ধ্বনি প্রদান পূর্বক মহামহোৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

- অখিলভারতীয় বিরাট ধর্ম সম্মেলন কী জয়
- শ্রী নিম্বার্কচার্য্য ভগবান্ কী জয়
- শ্রীশ্রী নাগাজী মহারাজজী কী জয়
- শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী কী জয়
- শ্রীশ্রীসত্তদাস কাঠিয়াবাবাজী কী জয়
- শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজজী কী জয়
- শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরা কী জয়
- সমস্ত ভক্ত মণ্ডলী কী জয়
- আজ কে আনন্দ কী জয়
- ধর্ম কী জয় হো
- সত্যসনাতন ধর্ম কী জয় হো
- সনাতন হিন্দু ধর্ম কী জয় হো
- মানব ধর্ম কী জয় হো
- অধর্ম কা নাশ হো
- বিশ্ব কা কল্যাণ হো
- গোমাতা কী জয় হো
- গোধন কী রক্ষা হো
- জয়-জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম-সীতারাম।।

ওঁ তৎ সৎ।



দিব্য বাণী

- কুস্তবোগে কোটি কোটি ভক্তগণসহ ধর্মাচার্য্য ও সাধকদের সমুপস্থিতি সত্যই মৃত মানুষকে অমৃতলোকে উপনীত করে। যদি আমরা মনে করি যে কুস্ত অর্থাৎ একটি অমৃতপূর্ণ কলস, তবে উহা হইতে এ শিক্ষা পাই যে — মৃতশরীর রূপ কলসের মোহ ত্যাগ করে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া অথবা সমর্পিত চিন্ত হওয়া — ইহাই কুস্তের যথার্থ তাৎপর্য্য ও রহস্য।
- অন্তর্মনসে অসতের পরাজয় ও পূর্ণসত্য এবং শাস্ত্রত আনন্দের অভিব্যক্তি বা আনন্দনই হইল কুস্তের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ভক্ত ভগবানের সন্দ্বন্ধটি অখণ্ড। অদ্বৈত দ্বৈতাত্মক এবং অদ্ভুত মধুর লীলাবিলাস। অপরিসীম লীলামহিমার প্রকাশ। ইহা ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না, ইহা অনুভূতি সাপেক্ষ।
- তাঁহার বংশী সর্বদাই বাজে। যাঁহার কান আছে তিনিই শুনিতে পান। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করেন।

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

দেবর্ষি নারদজী ও ভাগবতের মহিমা

শ্রী সুরেশ্বর দাস

দেবর্ষি নারদজী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের মধ্যে ভাগবত ভক্তি প্রেমের পরমাচার্য্য রূপে সন্তঃ ভক্ত সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। শ্রী ভগবানের অনন্ত লীলায় শ্রীমান নারদজীর মহিমা সর্বশাস্ত্রে স্বর্ণাঙ্করে স্বর্ণোজ্জ্বল হইয়া আছে। বিশাল বুদ্ধিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসকেও রসময়ী লীলা সমন্বিত শ্যামসুন্দরের অনুপমচরিত রচনা করিবার প্রথম নির্দেশ প্রদান করেন পরমাচার্য্য শ্রীমন্ নারদজী। বীণাবাদন নিরত লোককল্যাণ বিগ্রহ শ্রীমন্ নারদজীর অনুপ্রেরণাতেই বেদব্যাসজী ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় আত্মায় পূর্ণ শান্তি ও পরম সন্তোষ লাভ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাভ্যে সপ্তাহ শ্রবণবিধি সহিত ভক্তি দেবীর দুঃখদূরীকরণে লোককল্যাণগুরু শ্রীমন্ নারদজীর অনুপম অবদান ক্রমাধ্বয়ে বর্ণিত হইতেছে।

বৈষ্ণব কুলতিলক আচার্য্য শিরোমণি শ্রীমন্ নারদজী মহারাজ সর্বোত্তম লোক জানিয়া এই পৃথিবী পর্যটন করিতে আগমন করেন। ব্রহ্মবিদ্যার জন্মভূমি এই ভারতের পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী, গোদাবরী, হরিদ্বার শ্রীরঙ্গ, সেতুবদ মাদি তীর্থে ভ্রমণ করেন। কিন্তু জনজীবনে ভাগবত ধর্ম, সত্য, বৈরাগ্য, সরলতা, সদাচার অবলোকন না করিয়া তিনি নিজ অসুত্বকরণে অত্যন্ত ব্যাথা অনুভব করিলেন। শ্রীহরি ভক্তি বিমুখ জীবের দুঃখ দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণগুণগান পরায়ণ মহামুনি নারদজী লীলা পুরুষোত্তম পরম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিজড়িত ব্রজভূমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রী যমুনা তটবর্তী স্থানে শোকান্বিত অবস্থায় ষোড়শবর্ষীয়া এক যুবতী স্ত্রীকে বিস্মিত নেত্রে পরিদর্শন করিলেন। অনুপম

সৌন্দর্য্যশালিনী সেই যুবতীর পার্শ্বে জড়াতুর বৃদ্ধ পুরুষ দুই মূর্ত্তি অচৈতন্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। যাহাদের চৈতন্য প্রদানে প্রযত্নশীল ছিলেন সেই রমণীরত্ন। শত সহস্র সেবিকাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন সেই মহাভাগ্যবতী। পরদুঃখে কাতর নারদজী কৌতুহলবশতঃ সেই স্ত্রীরত্নের নিকটস্থ হইলে তিনি মহাত্মা দেবর্ষি নারদজীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনম্র চিত্তে বলিতে লাগিলেন।

হে পবিত্রকীর্তি ব্রহ্মপুত্র নারদজী, আজ বহু সৌভাগ্যের ফলে আপনার শ্রীচরণ কমলের দর্শন লাভ করিয়াছি। আপনার লোককল্যাণময় বিগ্রহ দর্শন করিলেই জীবের ভাগবত ধর্ম-রুচি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষণকাল আমার সন্নিহিত অবস্থান করুন। মদীয় শোকান্বিত মনোভাবের সঙ্গত কারণ শ্রবণ করিয়া মানসিক সন্তোষ এবং অনাবিল শান্তি প্রদান করুন। লীলাবিহারী শ্রীভগবানের অমোঘ ইচ্ছাতেই আপনার মঙ্গলময় বিগ্রহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

স্বভাবতই ধর্ম পরায়ণ শ্রীমান নারদজী প্রসন্নচিত্তে সেই দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎসঙ্গে দুই বৃদ্ধ পুরুষ সহ দেবীর সেবায় নিরত কমলনয়নী দেবীদেরও পরিচয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সেই স্ত্রীরত্ন আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ভক্তিদেবী নামেই আমি বিশ্বভূবনে প্রসিদ্ধ হইয়া আছি। জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামী মদীয় পুত্রদ্বয় কালের করাল প্রভাবে জড়াতুর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা আদি দেবীগণের দ্বারা সেবিত হইলেও হে তপোধন, আমি অপার শান্তি ও অনাবিল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তখন বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীমান নারদজী বলিতে লাগিলেন হে স্বাধিব, আমি স্বীয়

হৃদয়ে জ্ঞান দৃষ্টির মাধ্যমে তোমার দুঃখের কারণ অবলোকন করিতেছি। হে ভক্তিদেবী, দারুণ কলিযুগের দুষ্কর প্রভাবে যোগমার্গ, তপস্যা, সদাচার ধ্যান, ধারণা, ঈশ্বর প্রণিধান আদি সমস্তই অবলুপ্ত প্রায়। কেবল পরম মহিমায় মহিমাম্বিত শ্রীবৃন্দাবনধামের প্রেমাঙ্গুস্পদ সংযোগের ফলেই তুমি নবীন তরুণী অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। পরন্তু তোমার পুত্রগণের কোন গ্রাহক ইহা উপলব্ধ নাই, তন্মিমিত্ত তাহাদের বৃদ্ধাবস্থা নিয়ত বর্তমান।

অতঃপর ভক্তিদেবী আর্তস্বরে আচার্য্য নারদজীকে বলিতে লাগিলেন সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও মহাজন পরীক্ষিত কেন কলহপূর্ণ পাপযুক্ত কলিযুগকে জীবিতাবস্থায় ছাড়িয়া দিলেন। এই তামসযুগের আগমনে সমস্ত বস্তুর সার না জানি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে? করুণাময় শ্রীহরিই বা কেমনে মলিনতায় যুক্ত এই কলিযুগকে দর্শন করিতেছেন? হে মুনিবর, আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, তবে আপনার জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত শ্রবণ করিয়া বড় শান্তি লাভ করিয়াছি।

ভক্তিদেবীর সন্তোষ সম্পাদন নিমিত্ত পূজ্যপাদ নারদজী বলিতে লাগিলেন — এই ভুলোক ত্যাগ করিয়া যেদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমধামে গমন করেন, সেই দিন হইতেই সমস্ত সাধনের বাধা স্বরূপ এই কলহপূর্ণ কলিযুগের প্রকাশ হইয়াছে। হে দেবী, দ্বিধিজয়ের সময় রাজা পরীক্ষিতের দৃষ্টিতে কলিযুগ দীনের ন্যায় শরণাপন্ন হইলে ভ্রমরের সমান সারগ্রাহী রাজচিহ্নে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ভাগবত পরায়ণ রাজা কলিযুগকে বধ করার সংকল্প ত্যাগ করেন। তবে এই কলিযুগের একটি মহান গুণ এই যে, তপস্যা, যোগ এবং সমাধির মাধ্যমে যে ফল লাভ দুর্লভ, শ্রীহরিনাম সংকীর্ণনের মাধ্যমে সেই ফল অতি সহজে লাভ করা যায় এই যুগে। দেবর্ষি নারদজীর এইরূপ বচনামৃত শ্রবণ করিয়া ভক্তিদেবী বড়ই বিস্মিত হইলেন।

ভক্তিদেবী বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীমান নারদজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্যের কারণেই আপনার ন্যায় স্বনামধন্য সন্ত-

মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। হে মহামুনি, আপনার একবার মাত্র উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া কুমার প্রহ্লাদ মায়াপতি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হন। আপনার মহান কৃপায় মহামতি ধ্রুব ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হন। আপনার মঙ্গলাঙ্গুস্পদ স্বরূপকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি।

আচার্য্যপাদ নারদজী ভক্তিদেবীর সন্তোষ সাধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, হে দেবী তুমি শোকাঙ্ঘিত মনোভাব পরিত্যাগ পূর্বক লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রী কৃষ্ণের শ্রীচরণকমল চিস্তন কর যিনি কৌরবদের অত্যাচার থেকে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন এবং ব্রজ সুন্দরীদের প্রসন্নতার নিমিত্ত রাসলীলা রচনা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু হে দেবী, তুমি শ্রীভগবানের প্রাণাধিক প্রেমাঙ্গুস্পদ তত্ত্ব, তোমার দিব্য উপস্থিতির কারণ করুণাময় অতি নীচ জাতির গৃহেও স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুক্তির সাধনস্বরূপ, কিন্তু সকল অবগুণের আকর এই কলিযুগে কেবল অচলা ভক্তির দ্বারাই জীব মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হয়। পরমানন্দ ও পরম চৈতন্যের স্বরূপ শ্রীহরি নিজ সত্য স্বরূপের দ্বারা তোমার সৃজন করেন। হে ভক্তিদেবী তুমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং পরম সৌভাগ্যবতী। শ্রীভগবানের আঞ্জানুসারে তুমি ভক্তদের পোষণ কর।

হে দেবী, শ্রীহরি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া মুক্তিকে তোমার দাসীরূপে প্রদান করেন এবং এই জ্ঞান-বৈরাগ্যকে পুত্ররূপে। অতঃপর তুমি মুক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে সাথীরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই ধরণীতলে সত্যযুগ হইতে দ্বাপর পর্যন্ত অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলে। কলহপূর্ণ কলিযুগের প্রভাবে তোমার দাসী মুক্তি পাখণ্ড রোগে আক্রান্ত হইলে তোমার আঞ্জায় পুনরায় বৈকুণ্ঠলোকে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞান-বৈরাগ্যকে পুত্ররূপে মানিয়া নিজের সহিত রাখিলেও কলিযুগের প্রভাবে উপেক্ষিত হওয়ার কারণে তাহার জড়াতুর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি তুমি নিশ্চিত অবস্থান কর। তোমার পুত্রগণের নবজীবন প্রদান

করিবার উপায় চিন্তা করিতেছি। হে সুমুখি, এই কলিযুগে জীব তোমার দিব্য স্বরূপের সহিত যুক্ত হইলেই পরম করুণাময় শ্রীভগবান স্বীয় অভয়- আনন্দময় ধাম প্রদান করেন। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই কলিযুগও ধন্য। হে ভক্তিদেবী অন্য সমস্ত ধর্মকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ না করিয়া কেবল ভক্তি বিষয়ক মহোৎসবকে আগে রাখিয়া যদি আমি লোকসমাজে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি শ্রীহরির যথার্থ দাস নহে। হে দেবী, শ্রী ভগবান তপ, বেদাধ্যয়ন জ্ঞান, কর্মের বিভিন্ন সাধনাদির বশীভূত নহেন, পরম মঙ্গলময় কেবল ভক্তি দ্বারাই সহজে প্রসন্ন হন — এই বিষয়ে গোপীগণ উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ। যে সমস্ত লোক ভক্তিদ্রোহী, তাহারা ত্রিভুবনে কেবল পরিতাপ প্রাপ্ত হন। পূর্বকালে ভক্তকে তিরস্কার দ্বারা মহামুনি দুর্বাসাও অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হন।

আচার্য্য নারদজীর এইরূপ মাহাত্ম্য পূর্ণ নির্ণয় শ্রবণ করিয়া ভক্তিদেবী বলিতে লাগিলেন, হে দেবর্ষি আমার প্রতি আপনার নিশ্চল প্রীতি। আমি সর্ব্বদাই আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করিব। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, আপনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। আপনি ক্ষণকালের মধ্যেই আমার শোকসস্তাপ দূর করিয়াছেন। কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পুত্রগণের সচেতনতা প্রদান করিলে আমি নিশ্চিত হই।

ভক্তিদেবীর করুণাপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া আচার্য্যপাদ নারদজী বেদধ্বনি, পুনঃপুনঃ গীতাপাঠ, বেদান্তঘোষের দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চেতনা প্রদান করিতে আন্তরিকভাবে প্রযত্নশীল হন। কিন্তু সমুদায় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন মহামুনি নারদজী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বৃদ্ধাবস্থা দূর করিবার উপায় চিন্তা করতঃ পরম করুণাময় শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় আকাশবাণী প্রকাশিত হইয়া দেবর্ষি নারদজীকে এক আশ্বাস দান করে। হে দেবর্ষি, আপনার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সফল হইবে। তন্নিমিত্ত আপনার এক সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সন্ত শিরোমনি মহানুভাব তত্ত্বদর্শী

মহাজনআপনাকে এই সৎ কর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবেন।

তৎপর নারদজী অত্যন্ত চিন্তাতুর অবস্থায় বৃন্দাবন আগমন করিলেন। জ্ঞান-বৈরাগ্যকে জাগাইবার জন্য সুনিশ্চিত ব্রত ধারণ পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যা সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কোটি সূর্য্য সম তেজস্বী সনকাদি মুনীশ্বরগণকে অবলোকন করিলেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদজী মুনীশ্বরগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মহাত্মাগণ, আপনারা পরমযোগী, বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান। আপাত প্রতীয়মান দৃষ্টিতে দেখিতে পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় প্রতীত হইলেও আপনারা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম নৈস্টিক ব্রহ্মচার্য্য ব্রতধারী পরম জ্ঞানী মহাজন।

হরিশরণম্ (শ্রীভগবানই আমাদের একমাত্র রক্ষক) এই মহামন্ত্র সর্বদা আপনাদের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়, তন্নিমিত্ত কালপ্রেরিত বৃদ্ধাবস্থা আপনাদের দিব্য জীবনকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বকালে আপনাদের ক্রান্তি মাতেই শ্রীভগবান বিষ্ণুর দ্বারপাল জয়-বিজয় অনতিবিলম্বে মর্তলোকে আসুরিক প্রবৃত্তি নিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং আপনাদেরই মহতী কৃপায় পুনরায় বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিল। হে পরমর্ষিগণ, আপনাদের দিব্য দর্শনে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। স্বভাবতই পরোপকার করিতে আগ্রহী মহাত্মাগণ, কিরূপ সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে— এতৎবিষয়ে আকাশবাণীর মমার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তৃত বর্ণনা করুন।

দেবর্ষি নারদজীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সনকাদি মহর্ষিগণ বলিতে লাগিলেন— হে বিরক্ত শিরোমনি, শ্রীকৃষ্ণদাসের শাস্ত্র পথ প্রদর্শক, ভক্তিয়োগের ভাস্কর নারদজী, ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদ্ধারের নিমিত্ত এক সরল উপায় পূর্ব হইতেই নিধারিত হইয়া আছে। ব্রহ্মর্ষিগণ ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত এক দিব্য ও উজ্জ্বলমার্গের বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আকাশবাণীর মাধ্যমে সৎকর্মের যে শুভ সংকেত আপনি শ্রবণ

করিয়াছেন, ইহার স্বরূপ আমরা প্রকাশ করিব। আপনি সমাহিত চিত্তে ইহা শ্রবণ করুন।

হে তপোনিধি নারদজী, মহামান্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শ্রীমদভাগবদপরায়ণ ভক্তি জ্ঞান যজ্ঞকেই সৎ কন্মের প্রকৃষ্ট স্বরূপ বলে নির্ধারণ করিয়াছেন, যাহা শুকাদি মহানুভাবগণের দ্বারা প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের লীলা সমন্বিত শ্রীমদভাগবদ মহাপুরাণের পবিত্র শব্দ শ্রুতিগোচর হইলেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কষ্ট দূর হইবে এবং ভক্তিদেবীর আনন্দ বর্ধিত হইবে।

পরমর্ষি সনকাদি ঋষিগণের কথামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রীহরিদাস নারদজী বলিতে লাগিলেন— জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জড়াবস্থা দূরীকরণার্থ আমি বেদ-বেদান্তের নিমল শব্দধ্বনি এবং গীতা পাঠ আদি শ্রবণ করাইয়াছি। কিন্তু এতৎ সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রীমদভাগবত শ্রবণের মাধ্যমে কিরূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্য পুনরায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইবেন— তাহা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়াছি। কারণ সেই মহাপুরাণের প্রত্যেক শ্লোক ও পদে বেদেরই সারাংশ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আপনারা শরণাগত বৎসল এবং আপনাদের দিব্যদর্শন কখনও নিষ্ফল হইবার নহে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক আমার মনের এই সংশয় নিবারণ করুন।

তৎপর মহর্ষি সনকাদিগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীমদভাগবতের দিব্য কথামৃত বেদ ও উপনিষদের সারতত্ত্ব দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ইহার প্রতিটি শব্দ ও প্রকৃতি অতি উত্তম। দেবভোগ্য পবিত্র দুধের মধ্যে ঘৃত অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে, দুধকে দই পেতে মাখন তুলিয়া তাহা হইতে যখন বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রকাশ হয় তখনই সেই ঘৃত দেবতা সহিত সকলের স্বাদবর্ধক হয়। তদ্রূপ বেদের সারতত্ত্ব সংগ্রহের মাধ্যমে শ্রী বেদব্যাসজী শ্রীমদভাগবত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চেতনা প্রদান এবং সন্ত - ভক্ত জনমানসে এই দিব্য ভাগবত ধর্মের সংস্থাপন। হে ভক্তিয়োগের প্রতিপাদক নারদজী

পূর্বকালে বেদ বেদান্তের পারগামী এবং গীতাদি শাস্ত্রের রচয়িতা শ্রী ব্যাসজী যখন ক্ষুদ্রমনে অজ্ঞান সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছিলেন, তখন আপনিই চতুঃশ্লোকে শ্রীমদভাগবদ উনাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণান্তর ব্যাসদেবজীর সর্বপ্রকার অসন্তোষ দূরীভূত হইয়াছিল। সুতরাং শোক, দুঃখ বিনাশক শ্রীমদভাগবদ কথামৃত ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্বাভাবিক চেতনায় চেতনান্বিত করিবে ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। সনকাদি মহর্ষিগণের জ্ঞানযুক্ত প্রবচন শ্রবণ করিয়া তপোনিধি নারদজী বলিতে লাগিলেন, হে মহানুভব সিদ্ধ পরমর্ষিগণ, আপনাদের দিব্য দর্শন মাত্রে জীবের সম্পূর্ণ পাপ তৎকাল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। আপনারা শেষজীর সহস্রমুখে উচ্চারিত ভগবৎকথামৃত রসসুধা নিরন্তর পান করেন— আমি প্রেমলক্ষণাভক্তি প্রকাশের নিমিত্ত আপনাদের শরণাগত। এক্ষণে আমি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্বাভাবিক অবস্থা বিকাশের নিমিত্ত শ্রীমদভাগবত কথামৃত দ্বারা উজ্জ্বল জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করিব। হে মহর্ষিগণ, এই দিব্যজ্ঞানযজ্ঞ কোন্ পবিত্রস্থানে অনুষ্ঠিত — তাহা আমি জানিতে আগ্রহী। এই পবিত্র কীর্তিযুক্ত শাস্ত্র শ্রবণ করিবার বিধি-নিয়ম কিরূপ তাহা আমি বিস্তৃত জানিতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী।

যোগবেত্তা নারদজীর এইরূপ প্রার্থনাশ্রবণান্তর পরমর্ষি সনকাদি বলিতে লাগিলেন, আপনার বিনয় বিনম্র বচনে আমরা পরিতুষ্ট। তপোভূমি হরিদ্বারের গঙ্গাতটবর্তী আনন্দ ঘাট নামক মনোরম স্থান, যাহা প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যমন্ডিত। একান্ত প্রদেশে স্থিত এই পবিত্র স্থানেই শুভারম্ভ করিতে হইবে এই ভাগবদ-জ্ঞানযজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণের অসীম কৃপায় অবশ্যই ভক্তিদেবী জড়াজীর্ণ অবস্থায় পতিত জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহিত তৎস্থানে উপস্থিত হইবেন এবং শ্রীমদ ভাগবদ রসামৃত দ্বারা পরিপ্লুত হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহ স্বীয় জীবন প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ করিবেন।

ভাগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ সনকাদিগণ ভক্তিরসের

ভাস্কর শ্রীমন্ নারদজী সহ গঙ্গাদেবীর সুরম্য উপকূলে উপস্থিত হইলেন। ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন আদি ঋষিগণের সহিত রসিক শেখর সন্ত-ভক্তগণ সকলেই এই পবিত্র স্থানে ভাগবতশ্রবণের নিমিত্ত প্রসন্নচিত্তে আগমন করিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে বৈষ্ণব বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী অগ্রে বিরাজমান হইলেন। সর্বাগ্রে উপবিস্ত হইলেন আপন আসনে ভক্তির আচার্য্য শ্রীমন্ নারদজী।

অতঃপর বিরক্ত শিরোমণি সনকাদি ঋষিগণ প্রেমাপ্লুত চিত্তে শ্রীমদ্ভাগবদ শাস্ত্রের দিব্য ও পবিত্র কীর্ত্তিযুক্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকথামৃত সদা-সর্বদা-শ্রবণ-আস্বাদন দ্বারাই মানব নিষ্পাপ ও পবিত্র হইতে পারে। হে পরম বুদ্ধিমান যোগনিধি নারদজী সত্যভাষণ এবং ব্রহ্মচার্য পালনপূর্বক এই দিব্য শাস্ত্র শ্রবণ করিলে জীবের ইহকাল ও পরকাল পরম কল্যাণ যুক্ত হয়। কিন্তু এই কলিকালে মনের অসংযম রোগের বাহুল্যতা এবং আয়ুর অল্পতার কারণে সপ্তাহ শ্রবণ বিধিই মহানুভবগণ কর্ত্তক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবদ সপ্তাহ ভক্তি জ্ঞান যজ্ঞ তপস্যা, যোগ ও সমাধি হইতেও শ্রেষ্ঠতম

ফল এইকালে উৎপাদন করিয়া থাকে। পরম ধাম যাত্রার প্রাক্কালে লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও স্বীয় শক্তি ভাগবত প্রেম সমুদ্রে সংস্থাপন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবদ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শব্দময়ী মূর্ত্তি বলিয়া পরমহংসগণ কর্ত্তক বিবেচিত হইয়াছে।

এমনিভাবে পরমর্ষিগণ কর্ত্তক সপ্তাহ শ্রবণের মহিমা কীর্ত্তন করিলে সভামধ্যে এক আশ্চর্য্য চমৎকার অনুষ্ঠিত হয়। তরুণী অবস্থা প্রাপ্ত বিশুদ্ধ প্রেমরূপা ভক্তিদেবী জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামী পুত্রগণ সহিত “শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব ” এইরূপ ভগবৎনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবদ কথার অর্থ হইতে প্রকাশিত হইলেন। সনকাদি ঋষিগণের আন্তরিক ইচ্ছায় ভক্তিদেবী নিত্য নিরন্তর ভাগবত ভক্তের হৃদয়ে নিবাস করিতে লাগিলেন। যাহার হৃদয়ে শ্রীহরিভক্তিপ্রেমের সমুজ্জ্বল তত্ত্ব বিদ্যমান এই বিশ্বভুবনে অত্যন্ত নির্ধন হইলেও তিনিই পরম ধন্য। কেননা ভক্তিপ্রেমের বাঁধনে বাধিত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরমধাম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপ্রেমে পরিপ্লুত হৃদয়েই নিত্য নিবাস করেন।



দ্বিতীয় বাণী

- কুন্তলযোগে কোটি কোটি ভক্তগণসহ ধর্মাচার্য্য ও সাধকদের সমুপস্থিত সত্যই মৃত মানুষকে অমৃতলোকে উপনীত করে। যদি আমরা মনে করি যে কুন্তল অর্থাৎ একটি অমৃতপূর্ণ কলস, তবে উহা হইতে এ শিক্ষা পাই যে — মৃতশরীর রূপ কলসের মোহ ত্যাগ করে অমৃতধরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া অথবা সমর্পিত চিত্ত হওয়া — ইহাই কুন্তলের যথার্থ তাৎপর্য্য ও রহস্য।
- অন্তর্মানে অসতের পরাজয় ও পূর্ণসত্য এবং শাস্ত্রত আনন্দের অভিব্যক্তি বা আস্বাদনই হইল কুন্তলের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধটি অখণ্ড। অদ্বৈত দ্বৈতাত্মক এবং অদ্বৈত মধুর লীলাবিলাস। অপরিসীম লীলামহিমার প্রকাশ। ইহা ভাবার দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না, ইহা অনুভূতি সাপেক্ষ।
- তাঁহার বংশী সর্বদাই বাজে। যাহার কান আছে তিনিই শুনিতে পান, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করেন। তাই তাঁহার আকর্ষণ সর্বব্যাপী — বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদর্লভঃ।

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

সুখ ও দুঃখ

ডঃ দীপক নন্দী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এক্ষণে জীবের দুঃখের মূল কারণগুলির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়ার বশে জীবের ১। আবদ্ধ চিৎ, ২। অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি হেতু অনাত্মতে আত্মবোধ ('আমি', 'আমার' ইত্যাদি দেহাত্মবোধ জনিত বিচার) ও অনিত্যতে নিত্য বোধ; এই গুলিই জীবের দুঃখের কারণ।

১। আবদ্ধ চিৎ : যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বর জগদ্ব্যাপার সাধন করেন তাঁহার সেই স্বরূপভূত শক্তিকে শাস্ত্রে 'মায়া' নামে অভিহিত করা হয়। মায়ার অর্থ 'পরিমিত' বা 'পরিচ্ছিন্ন' করা। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা ভগবান নিজে অপরিমেয়, অনন্ত, অব্যক্ত, অরূপী থাকিয়াও পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন রূপবিশিষ্ট জগৎকে অবিকৃত আপনাতে (শ্রীশ্রী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকা পৃ. ১৬) প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাই তাঁহার মায়া শক্তি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের বিমিশ্রণই মায়ারূপ ভগবৎ শক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "দৈবী হেত্যা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান মায়ার গুণময়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

এই মায়াশক্তির প্রভাবে জীব যে নিজে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অংশমাত্র এবং জ্ঞাতা স্বরূপ তাহা বিস্মৃত হইয়া ভোগ্য (দৃশ্য) স্থানীয় জাগতিক বস্তুনিচয়ের এবং নিজশরীরের প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি ক্লেশ ভোগ করে।

জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা পরব্রহ্মের সূক্ষ্ম চিৎ অণু বা চিদংশ। চিৎ অণু মানে

চৈতন্য অণু বা জ্ঞান অণু যিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ বিজ্ঞানময় (বৃঃ ৩।৩।৭)। জীবাত্মা ভিতর বাহির সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন (জ্ঞান স্বরূপ) (বৃঃ ১।৫।১৩)। এই সব বাক্যের দ্বারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে আমাদের বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, সেই জ্ঞান হইতে জীবের স্বরূপভূত জ্ঞান পৃথক; সেই জ্ঞান জ্যোতিঃ স্বরূপ স্বয়ং প্রকাশমান ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান নহে (বেঃ কাঃ পৃ. ৩)।

জীবের জ্ঞানটি অনুভব জ্ঞান। ইহাকে দর্শন বা দৃকশক্তি ও বলা হয়। জীব জ্ঞাতৃত্ব ধর্মযুক্ত ("জ্ঞাতৃত্ববস্তুং...বেঃ কাঃ ১ম শ্লোক) অর্থাৎ জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান বা অনুভব কর্তা। যেমন কাহারও শক্তি থাকিলে তিনি শক্তিমান। সেই রকম জ্ঞান স্বরূপ (ধর্মী) জীবের জ্ঞানই ধর্ম। শ্রুতি (বৃ ৪।৩।৭) অনুপরিমাণ জীবকে জ্যোতিঃ স্বরূপ বিজ্ঞানময় বলিয়াছেন। এই জ্যোতিই অনুভব জ্যোতি।

জীব শক্তি স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম অনুস্ভাব হইলেও ইহা প্রকৃতি বিকশিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জাগতিক পদার্থের রূপ নিজ জ্ঞানের বিষয় করিতে সমর্থ; অতএব জীবকে স্বরূপতঃ অনুস্ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গুণ সম্বন্ধে তিনি বিভূ হইবার যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃ. ১৬২)। এমনিতেও বহুঘটনা দ্বারা জীবমুক্ত মহাপুরুষদের অন্তর্যামিত্ব প্রমাণসিদ্ধ। ধ্যানমাত্রের ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষেরা দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ করিতে পারেন, জীবনমুক্ত পুরুষদের এই গুণ শাস্ত্রে প্রমাণসিদ্ধ। এছাড়াও ঋষিদের অনেককে ত্রিকালজ্ঞও বলা হয়। এই জন্যই জীবের অনুভব জ্ঞানকে বিভূ বলা হয় এবং ইহা সর্ববিষয়ক অনুভব সম্পন্ন বা

সর্ববিষয় প্রকাশক। “নিত্যং বিভুং” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে জীবের জ্ঞানরূপ গুণকে বিভূ বলা হইয়াছে (বেঃ কাঃ পৃ. ১৭ লাঃ ৭)। কিন্তু ঈশ্বরের ময়াশক্তির প্রভাবে জীবের আত্মজ্ঞান পরিমিত হইয়া নিজ দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া যায়। ময়ার দুর্দমনীয় প্রভাবে জীবের স্বীয় চিৎস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে। সুতরাং জীবও অচেতনবৎ হইয়া পড়েন এবং অচেতনরূপে প্রতিভাত দেহেই তাঁহার আত্মজ্ঞান আবদ্ধ থাকে। ইহাই জীবের বন্ধাবস্থা। এই স্বরূপজ্ঞানের অভাবের নামই অবিদ্যা। জীব ঈশ্বরের অংশ হওয়ায় ঈশ্বরের সহিত তাঁহার ভিন্নাভিন্ন বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বদ্ধজীবের জ্ঞানে ভেদাভেদ সম্বন্ধের কেবল ভেদাংশই পরিগৃহীত হয়। এই ভেদ জ্ঞান প্রবর্তক অজ্ঞানকেই ‘অবিদ্যা’ নামে আখ্যাত করা হয়। ইহাকে অসত্য জ্ঞান ও বলে।

বহুশ্রুতি (তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য) পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে সুখময় ও আনন্দময় ইত্যাদি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। সুখ এবং আনন্দ একই অর্থবাচক। এই শ্রুতিগুলি হইতে বোঝা যায় যে সদ্ভ্রম্ম আনন্দময়। এই আনন্দ অচেতন আনন্দ নহে পরস্তু সচেতন আনন্দ। আনন্দ নিজে নিজেকে বোধ করিতে পারে না। আনন্দের একজন বোধকা বা অনুভব কর্তা থাকা চাই। ব্রহ্মের এই অনুভব শক্তিই চিৎশক্তি। আবার যদি আনন্দ আছে কিন্তু বোধকা চিৎশক্তি নাই, তবে সেই আনন্দের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তাহা নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়। আবার যদি বোধকা শক্তি বা চিৎ শক্তি আছে কিন্তু আনন্দ নাই, তবে সেই চিৎ শক্তি কে বোধ করিবে? সেই চিৎশক্তি বা অনুভব শক্তি অপ্রয়োজনীয় অতএব অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। এই জন্যই ব্রহ্মের আনন্দময়তা ও চিন্ময়তা এই দুইটি inseparable entity (গুরুশিষ্য সংবাদ পৃ. ১৯৩ খ); অর্থাৎ চিন্ময়তা থাকিলেই আনন্দময়তাও আছে; আবার আনন্দময়তা থাকিলেই চিন্ময়তাও আছে। এই জন্যই সদ্ভ্রম্ম চিদানন্দময়। আমরা জীবকে পূর্বে চিৎস্বরূপ

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কারণ জীব বলিতে ব্রহ্মের চিৎকণাকেই বোঝায়। ইহার অর্থ এই নয় যে জীব আনন্দস্বরূপ নন। ব্রহ্মের অংশ হওয়ায় জীবও চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের আনন্দময় চিদংশ।

বন্ধাবস্থায় জীব নিজের দেহকেই ‘আমি’ বা নিজের আত্মা বলিয়া মনে করেন এবং জীবের অনুভব শক্তিও পরিমিত হইয়া দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভবেই সীমিত হইয়া যায়। মুক্তাবস্থায়, জীবের নিজ স্বরূপভূত এবং দৃশ্য জগৎ, এই উভয়ের চিন্ময়তা ও আনন্দময়তা জীবের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। চৈতন্যের প্রকাশে আনন্দ কিভাবে বর্ধিত হইতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত একটি কাঙ্ক্ষনিক ঘটনা হইতে কিঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে।

মনে করা হউক যে আপনি একটি ভাস্কর্য্যকলা প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছেন। আপনি তথায় দেখিলেন যে একটি পাথরের (খোদাই করা) অপূর্ব সুন্দর নারী/পুরুষ মূর্তি নানা ধরণের অলংকার ইত্যাদি পরিহিত হইয়া এক অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আপনি এই মূর্তিটি দেখিয়া মুগ্ধ ও হতবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যদি দেখেন যে এইটি একটু নড়িয়া চড়িয়া সত্যিই নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গে যেন বাজনাও বাজিতেছে, তাহা হইলে আপনি চমৎকৃত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে চাহিবেন না। একটু পরে নৃত্য থামাইয়া মূর্তিটি পুনঃ জড় অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে আপনার স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। যেন আপনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্বপ্নে তো এমনটা হইতেই পারে, কিন্তু বাস্তবে যদি এমনটা হয় তাহা হইলে আপনার আকর্ষণ ও আনন্দ বাড়িয়া যাইবেনা নাকি?

জীব শক্তির প্রকাশের তারতম্যের দ্বারাই শ্রীভগবান এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক জীব—

“যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্”।
ক্ষত্রক্ষত্রজঙ্গসংযোগাৎ তদ্বিক্রি ভারতর্ষভ”।।

(গীতা ১৩/২৬) অর্থাৎ “হে ভারতর্ষভ (অর্জুন), স্বাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে জানিবে”।

অতএব এই সংসারে গুণবিকার সমন্বিত যাহা কিছু আমরা দর্শন করিতেছি, স্বাবর অথবা জঙ্গম, চেতনা অথবা অচেতন, সবই জীব। চেয়ার-টেবিল, হাতা-খুস্তি, ঘর-বাড়ী, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা দর্শন করি বা অনুভব করি সবই জীব।

সত্ত্বগুণ জ্ঞানাত্মক ও লঘু; রজোগুণ চলনাত্মক, ক্রিয়াশীল; তমোগুণ পূর্বোক্ত দুই গুণের অবরোধক, মোহাত্মক ও গুরু; তাহা আলস্য স্থিতিশীলতা ও জড়তাপ্ররূপ। সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রকাশের উপরই চৈতন্যাত্মক জীব শক্তির প্রকাশ নির্ভর করে।

বালুকা ও প্রস্তরাদিতে তমোগুণের অত্যন্ত আধিক্যহেতু জীব শক্তির প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিতে খুবই কম, এগুলি অপেক্ষা বৃক্ষে জীব শক্তির প্রকাশ কিছু বেশী, বৃক্ষ অপেক্ষা কীট ইত্যাদিতে, কীট অপেক্ষা পাখীতে, পাখী অপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানুষে, মানুষ অপেক্ষা নাগ, গন্ধর্ব যক্ষ প্রভৃতি দেবগণে অধিক; তাঁহাদিগের হইতে ইন্দ্রে অধিক, ইন্দ্রে অপেক্ষা প্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভে এই ক্ষেত্রজ বা জীবশক্তি অধিক প্রকাশিত (বিষ্ণু পুরাণ ৬ষ্ঠ অংশ ৭ম অঃ ৬০-৬৮)।

জীব শক্তি এবং তদন্তর্গত অনুভব শক্তি যদি বেশী হয় এবং সেই অনুসারে জীবদেহও উন্নততর হয় তাহা হইলে আনন্দোপলব্ধিও বেশী হয়। এই জন্যই পশু অপেক্ষা মানুষের আনন্দ উপলব্ধি অনেক বেশী। মানুষ অপেক্ষা নাগ, গন্ধর্ব যক্ষ ইত্যাদি দেবগণে অধিক, তদপেক্ষা স্বর্গলোকাদির দেবগণের ক্রমশঃ আরও, আরও অধিক। এইভাবে হিরণ্যগর্ভাদি লোকে আনন্দ আরও অনেক অধিক (তৈঃ উঃ ব্রহ্মানন্দ বঙ্গী ২/৮/২-৬)।।

২। অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি হেতু, অনাত্ম্যতে আত্মবোধ ও অনিত্যতে নিত্যবোধ; জীবের দুঃখের আরেকটি কারণ :

সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত প্রকৃতিলীন পুরুষের স্বীয় আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের জ্ঞান অথবা আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ জ্ঞান হয় না। তিনি শুধু দৃকশক্তিরূপে সূক্ষ্ম আনন্দময় অবস্থায় থাকেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরেচ্ছায় রজোগুণ উদ্বোধিত হওয়ায় সত্ত্ব ও তমঃ গুণ প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের প্রভাব এই অবস্থায় বেশী থাকে এবং সত্ত্বাত্মক জ্ঞান বৃত্তি মাত্র তখন ঐ পুরুষের দর্শনের বিষয় হয়। তমোগুণ তৎকালে অতি মৃদুভাবে থাকিয়া ঐ পুরুষের জ্ঞানবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ আবরিত করিয়া রাখে যাহাতে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান না হয়। এই জ্ঞানবৃত্তির সমষ্টিকে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব বলে এবং উহাই এই তত্ত্বাধিষ্ঠিত পুরুষের দেহ বলিয়া কল্পিত হয়, ইহাকে প্রজ্জাভূমিও বলে (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃ. ১৭০)। ইনিই সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্ম ইত্যাদি বলিয়া কথিত হইলেন।

পুনরায় রজোগুণ প্রভাবে তমোগুণ আরও কিছু বাড়িয়া মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের প্রজ্জাকে আবৃত করে। তিনি আর তখন তিনি যে মহত্তত্ত্বরূপ বা বুদ্ধিতত্ত্বরূপ দেহ হইতে অতীত বা আলাদা সেই জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যান। তিনি তখন বুদ্ধিরূপ দেহের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দেহকেই ‘আমি’ বা অহংভাবাপন্ন হইলেন। এই অহং ভাবের সঙ্গে বুদ্ধিতে ‘আমি’, ‘আমার’ ইত্যাদি অভিমানাত্মক বৃত্তি ও যুক্ত হয়। এই অহং বুদ্ধিযুক্ত পুরুষকেই অহংতত্ত্ব বলে।

ঈশ্বরেচ্ছায় কালক্রমে পুনরায় রজোগুণের শক্তি দ্বারা অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ সম্যক পরিচালিত হইলে অহংতত্ত্বের সত্ত্বাংশ, রাজসাংশ ও তামসাংশের আধিক্যানুসারে ইহাদিগের নানাবিধ পরিণাম ঘটিয়া থাকে। জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বিশেষরূপে নির্দেশ করিতে গিয়া সাংখ্যদর্শনকার (এবং সাংখ্যদর্শনের ঠিক অনুরূপ পৌরাণিক গণ পুরাণ সকলে সর্বত্র

[(গুরু-শিষ্য সংবাদ পৃ. ২৫)] বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক বুদ্ধিতত্ত্বই বিকার প্রাপ্ত হইয়া অহং তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয় এবং অহংতত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়া একদিকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ এবং ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে মন ও দর্শন শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি ইত্যাদি পঞ্চ কমেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে পূর্বেক্ত শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বর্তমান থাকে। এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার প্রণালী “ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা” গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তত্ত্বসকলের বিমিশ্রণ দ্বিবিধভাবে হয়; সমষ্টিভাবে বিমিশ্রণ ও ব্যষ্টিভাবে বিমিশ্রণ। এক্ষণে তত্ত্ব সকলের ব্যষ্টিভাবে অনন্ত বিমিশ্রণে উৎপন্ন অনন্ত জীব সকলের মধ্যে মনুষ্যরূপী একটি জীবই আমাদের আলোচ্য বিষয়। একটি মানুষের দুঃখের আন্তরিক কারণ অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য।

মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট পুরুষ কমেন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া ঐ কমেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ, স্পর্শাদি (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃ. ১৭৮) পঞ্চবিধ তন্মাত্র স্বীয় আয়ত্বাধীন করিয়া তাহার সহিত অভিমান-বৃত্তি দ্বারা একতাপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রাত্মক রূপে তাঁহার যে দেহটি স্বকীয় রূপে পরিকল্পিত হয় তাহাতে তিনি অভিমানাঙ্গক-আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া প্রকাশিত হইলেন। ইহাই তাঁহার সূক্ষ্মদেহ। মায়ার প্রভাবে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত পুরুষ সর্বাংশে এই দেহকেই তিনি নিজে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে তাঁহার শক্তিমাত্র বলিয়া মনে করেন। সূক্ষ্মদেহেই জীবের আত্মবুদ্ধি স্থূলদেহ অপেক্ষাও বেশী থাকে। অতঃপর নিয়তির বশে ও তৎসাহায্যে এই সূক্ষ্মদেহধারী জীব পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্থূলদেহধারী জীবরূপে পরিণত হইলেন।

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনটি তত্ত্বকে একত্র অন্তঃকরণ বৃত্তি বলে। সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ(জীব) তাঁহার অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে চালিত করিয়া স্থূলদেহ পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতৃগর্ভে সূক্ষ্মদেহধারী জীব এক বিন্দু পঞ্চভূতাত্মক পিণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন। মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে এই বিন্দুবেৎ পিণ্ড বাড়িতে থাকে। এই ভৌতিক পিণ্ডে পঞ্চমহাভূত মিশ্রিতভাবে বর্তমান আছে। এই স্থূলদেহে (পিণ্ডে) যে বায়বীয় (fluid) অংশ আছে, তাহাতে মরুত্ত্বের (মারুতিক তড়িৎ) আধিক্যবশতঃ ঐ দেহ মধ্যে স্পর্শগুণ সূক্ষ্মতমভাবে ঐ বায়বীয় অংশেই স্থিত আছে। সুতরাং জীব প্রথমে স্বীয় পাণি, ত্বক ও উপস্থ ইন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা স্থূলদেহস্থ ঐ বায়বীয় মরুৎদংশকে আয়ত্ত করিয়া অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা তাহাকে আত্মরূপে গ্রহণ করেন। বায়ু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থূলদেহে অবরুদ্ধ থাকে; সুতরাং জীব প্রথমে বায়ুস্থিত মরুৎদংশের সূক্ষ্ম স্পর্শগুণকে পানীন্দ্রিয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া স্পর্শশক্তি ও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বায়বীয় মরুৎদংশের সহিত মিলিত হইলেন, মিলিত হইলে অভিমান-বৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সংযুক্ত হয়। সুতরাং তিনি ঐ মরুৎতে স্বকীয় বুদ্ধিযুক্ত হইলেন। জীব কর্তৃক আত্মবুদ্ধিতে গৃহীত মরুৎই ‘মুখ্য প্রাণ’ নামে আখ্যাত হইলেন। পরন্তু দেহস্থিত বায়ুর মরুৎদংশের সহিত জীব এইরূপে একতা প্রাপ্ত হইয়া তদবলম্বনে বায়ুর সহিতও একতাপ্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়শক্তির প্রেরণাধীন হইয়া দেহস্থ বায়ু পঞ্চবিধকর্ম সম্পাদন করে এবং তদনুসারে তাহার প্রাণ, অপান, সমান, ধ্যান ও উদান এই পঞ্চবিধ নামকরণ হয়। এই পঞ্চবিধ প্রাণ- বায়ুর সাহায্যে জীব সম্যক স্থূলদেহের অপরাপর ভৌতিকাংশের সহিত মিলিত হইয়া তদাত্মতা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে অংশে যে ইন্দ্রিয় বিশেষরূপে শক্তি প্রকাশ করে সেই অংশের নামও সেই ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হয়। যথা— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ইত্যাদি। এই সকল

বিশেষ বিশেষ যন্ত্র এবং সর্বশরীরগামী স্নায়ুসকল অবলম্বনে পূর্ণরূপে গঠিত স্থূলশরীরে পঞ্চবিধ প্রাণ স্বীয় স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং এতদুভয়-সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জীব বাহ্যবস্তু সন্দ্বন্দীয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

সূক্ষ্মদেহধারী জীব মাতৃগর্ভে কিভাবে স্থূলদেহ পরিগ্রহ করেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। সূক্ষ্মদেহ ভোগোযোগী নহে। স্থূলদেহেই ভোগ হয়। এইজন্য স্থূলদেহকে ভোগদেহ বলা হয়। অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া স্থূলদেহ অবলম্বন হয় বলিয়া সূক্ষ্মদেহের পরেই স্থূলদেহের সঙ্গে জীব একত্ব বোধ করেন।

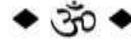
একটি মানব শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রন্দন করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ মাতৃগর্ভে যে প্রাণ বায়ুর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার অভাব।

“অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্”।
(গীঃ ৯।৩৩)

“মম্মনা ভব মদ্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তিবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ”।।
(গীঃ ৯।৩৪)

“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি”।। (গীঃ ৯।৩১)

ওঁ তৎ সৎ



দ্বিব্য বাণী

- সাংসারিক সুখ ভোগ ক্রমে নীরসতায় পরিণত হয় এবং শেষে ফুরিয়ে যায়, কিন্তু পরমাত্মার অবিনাশী সুখ সদা সরস থাকে এবং ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে।।
- আপন সুখের জন্য যে কর্ম করা হয় তা হল ‘অসৎ’, কিন্তু অপরের সুখের নিমিত্ত সম্পাদিত কর্ম ‘সৎ’। অসৎ কর্মের পরিণাম হল জন্ম মৃত্যু প্রাপ্তি আর সৎ কর্মের পরিণাম হল পরমাত্মা-প্রাপ্তি।।
- ভগবৎ প্রাপ্তিতে সব থেকে বড় বাধা— ভোগ ও সংগ্রহের বাসনা। অন্যের সুখে সুখী হলে ‘ভোগ’-এর বাসনা ও অন্যের দুঃখে দুঃখী হলে ‘সংগ্রহ’ করার ইচ্ছা দূর হয়।।

— স্বামী রামসুখ দাসজী

- সংসারে থেকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাকর ইত্যাদি সকলের জন্য যে সমস্ত কাজ করেন, তা ভগবানেরই সেবা জ্ঞান করে যদি করতে অভ্যাস করেন, তবে তাতেই সকলের প্রতি ক্রমশঃ সংসারে অনাসক্ত হয়ে যেতে পারবেন। তাতে স্বতঃই কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষাদি ইন্দ্রিয় বিকারও চলে যেতে থাকবে।

— শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

শ্রী স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা সাধনাশ্রম - গৌহাটি

শ্রী দীপক চক্রবর্তী

যোগীরাজ কাঠিয়া বাবা লীলা চতুর। তাঁর অনন্ত লীলা। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৪ তম আচার্য্য ব্রজবিদেহী মহন্ত অনন্ত শ্রীবিভূষিত রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শুভ তিরোভাব তিথিতে বহু প্রত্যাশিত নীলাচল পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীরাধাগোপীজনবল্লভ জিউর নববিগ্রহ। শ্রীগুরুদেবের অশেষ কুপায় গৌহাটিতে সুবিশাল সাধনাশ্রমের নির্মাণ কার্য অতি দ্রুত সম্পন্ন হল। অনন্ত শ্রীবিভূষিত নিম্বার্ক রত্ন স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ স্বহস্তে নববিগ্রহের শৃঙ্গার করেন। কী অপূর্ব - মনোহর রূপের প্রকাশ। শ্রীবিগ্রহের এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। দর্শন মাত্র উপস্থিত ভক্তদের নয়ন যুগল ধন্য হয়। আশ্রম প্রাঙ্গণ রাধাবিহারী জিউর জয়ধ্বনি ও কাঠিয়া বাবার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়। বেদ পাঠ, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, গোপাল যজ্ঞ, নাম সংকীর্্তন এবং বিভিন্ন শাস্ত্রীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশ দ্বার গৌহাটি, সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম গৌহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তীর্থ নগরীতে বহুদিনের শূণ্যতা পূর্ণ হল। তাছাড়া আশ্রম যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হল তা এক পবিত্র ক্ষেত্র। একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান। কালিকা পুরাণের মতে, তিনটি শৃঙ্গ নিয়েই নীলাচল পর্বত। এই মহাতীর্থে শ্রীস্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক মহাসৌভাগ্যের বিষয়। আশ্রমের পূর্বদিকে ভুবনেশ্বরী মহাপীঠ যা ব্রহ্ম পর্বত নামে পরিচিত। মাঝখানে মহামায়া সতীর যোনিপীঠ যাকে পৌরাণিক ভাষায় শিবপর্বত বলা হয়। আর পশ্চিমের পর্বতটি বরাহ বা বিষ্ণু পর্বত

নামে পৌরাণিক স্বীকৃত। এই বিষ্ণু পর্বতেই প্রতিষ্ঠিত হলেন বিষ্ণু স্বরূপ শ্রীরাধাগোপীজনবল্লভ জিউ।

গৌহাটির কাছারি বা পান বাজার পয়েন্ট থেকে যে রাস্তা লোকপ্রিয় বরদলই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তায় প্রায় ৭ কিঃ মিঃ আসার পর মালিগাঁও তিন আলি পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় ২ কিঃ মিঃ যাওয়ার পর ডান দিকে গেলেই পাণ্ডু টেম্পল রোড। আর পাণ্ডু টেম্পল রোড এ পৌঁছান মাত্রই নীলাচল পাহাড়ের প্রায় তিনশত ফুট উপরে 'শ্রীস্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সাধনাশ্রমের' মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে। আশ্রমের পাকা রাস্তা ভূমি সংলগ্ন পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে ব্রহ্মপুত্র নদ পশ্চিমমুখী প্রবাহিত। এতে আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আশ্রম থেকে চোখে পড়ে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেই 'ঐতিহাসিক শরাইঘাট সেতু'।

পাণ্ডু টেম্পল রোড বক্ররেখার মত ক্রমান্বয়ে নীলাচল পাহাড়ে উঠে এসেছে। যাকে আশ্রমের প্রবেশ পথ বলা যায়। আশ্রমের সিংহদ্বার থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই দ্বিতল ভবন। ভূমি সংলগ্ন ভবনে আছে সন্ত নিবাস, গ্রন্থাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয়। তার উপরের তলায় অষ্টকোনাকৃতি বাবাজী মহারাজের সাধন কক্ষ। সাধন কক্ষের ছাদে বসানো হয়েছে একটি চালা যুক্ত লৌহ নির্মিত অপূর্ব পুষ্পলতায় শোভিত দোলনা। এটা বাবাজী মহারাজের জন্যই নির্মিত হয়েছে। বাবাজী মহারাজের সাধন কক্ষ থেকে অল্প উপরে আবার পাকার সিঁড়ি চলে গেছে আর একটি দ্বিতল সুসজ্জিত ভবনের দিকে। এই ভবনটির ভূমি সংলগ্ন অংশে আটটি কক্ষে টাইলস লাগানো সুবিন্যস্ত ভক্ত নিবাস।

ভক্তনিবাস থেকে দুদিকে সিঁড়ি চলে গেছে নাটমন্দির ও শ্রীজীর মন্দিরে। কী অপূর্ব পাথরের পরিকল্পিত কাজ। সর্বত্রই মার্বেল পাথর ও টাইলসে সুসজ্জিত। নাটমন্দিরে প্রবেশ মাত্রই চোখে পড়ে বিদেশী যন্ত্রে ছাপানো শ্রীনিম্বার্কীয় পরম্পরার শ্রীহংস ভগবান থেকে বর্তমান ব্রজবিদেহী মহন্ত স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ পর্যন্ত অপূর্ব বাঁধানো চিত্র। দর্শন মাত্রই হৃদয়-মন্দির পুলকিত হয়।

মন্দিরের সম্মুখস্থ দরজার দুপাশে আবার শ্বেত পাথরের উপর লিখিত আছে শ্রীনিম্বার্ক পরম্পরার ৫৭জন আচার্যের নাম। যা ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে নির্মিত হয়েছে। মন্দির কক্ষের সিংহদ্বারের উপরে রূপালী অক্ষরে লেখা ‘শ্রীরাধাগোপীজনবল্লভো বিজয়তেরাম’। এই শব্দব্রহ্ম লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমার জ্যোতিতে যেন মন্দির প্রাঙ্গণকে আলোকিত করেছেন। মন্দিরের ভিতরে অপূর্ব কারুকার্যময় সিংহাসনে বিরাজমান সর্বজন প্রিয় শ্রীরাধাগোপীজনবল্লভ জিউর বিগ্রহ। সবকিছুই যেন দিব্যভাবে সুসজ্জিত। এই ক্ষুদ্র পরিসরে আশ্রমের শোভা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে এটা অনুভাবনীয় যে, নীলাচল পাহাড়ে তিনশত ফুট উপরে সাধনাশ্রম নির্মাণ এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। আর এই কর্মযজ্ঞে বহুজনের সাথে বিশেষত শিলং ও গৌহাটির গুরুগত প্রাণ ভক্তগণ মিলিত ভাবে তাদের

তন-মন-ধন প্রদান করেছেন। ভক্তদের সমবেত প্রার্থনায় এবং বাবাজী মহারাজের অহৈতুকী কৃপায় পূজিত হচ্ছেন শ্রীরাধাগোপীজনবল্লভ জিউ।

পরিশেষে তা বললে অত্যাঙ্কি হবে না এক অলৌকিক শক্তিতে প্রায় একবছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন তিনটি আশ্রম ও শ্রীবিগ্রহ। এই আশ্রম এয় হল শ্রীধাম দ্বারকায় শ্রী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম, আপার আসামের তিনসুকিয়াতে অনুরূপ একটি আশ্রম ও শ্রীবিগ্রহ এবং তীর্থ নগরী গৌহাটিতে শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সাধনাশ্রম। সর্বত্রই শ্রীগুরুগোবিন্দের অলৌকিক লীলা প্রকাশিত হয়েছে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয় :

“এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
সেবক জনের সেবায় সেবায়,
দুঃখীজনের বেদনে বেদনে,
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
সাগরে সাগরে গভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ’-পরে।”

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।
শ্রীগুরু কৃপাহিকেবলম্।।’



দ্বিব্য বাণী

- ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভগবানের থেকেও বড়। কারণ সর্বদা সর্বত্র বিরাজ করা সত্ত্বেও যে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তাঁকে বিশ্বাসে মেলে।।
- ভগবানের সাথে নিজের নিত্য সম্বন্ধটি চিনে নেওয়াই হল ভগবানের শরণাগত হওয়া, শরণ নিলে ভক্ত নিশ্চিত, নির্ভয়, নিঃশোক ও নিঃশঙ্ক হয়।।

— স্বামী রামসুখ দাসজী

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৭তম পরিব্রাজকাচার্য্য দয়াময় স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের মহান লীলা।

শ্রী রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সেই পরমতৃপ্তিকর পরমানন্দময় দিনটির কথা বহুদিন পরও একটু ও ভুলিনি। পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রামের ভাগ্যবান ভক্তের শ্রী অঙ্গনটি বাবার দর্শনার্থীদের পদভারে কম্পিত হচ্ছিল সেদিন। লোক সমাগমে পরিসরটি ভরে যাওয়ায় পাদপদ্মে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করার এতটুকু জায়গা ছিল না। আমি ও মরি বাঁচি এইবার প্রণাম করবই’ — এই দুরন্ত সাহসে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সহসা একজন গ্রাম্যবধু অশেষ চেষ্টায় তার ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে শান্তমনে শ্রীচরণে প্রণাম করলো। তারপর বালকটিকে প্রণাম করতে বলে নিজহাতে মস্তক নোওয়ালো। কিন্তু বালকটি বেঁকে বসলো — ‘সে প্রণাম করবে না’। এরপর মা সজোরে কয়েকবার চেষ্টা করলো প্রণাম করাতে কিন্তু সফল হলো না। বাবাজী মহারাজ এতক্ষণ বালকের বিপরীতমুখী কাণ্ডটি অনিমেয় নয়নে দেখছিলেন। সহসা বাবা ও শিশুসুলভ খেলায় মত্ত হলেন। অন্তরে কৌতুক রসটি গোপন রেখে বাহিরে রোষ নেত্রে প্রাণসম ত্রিদণ্ডটির অগ্রভাগ দিয়ে অবনত মস্তকে আঘাত করলেন। এই অলৌকিক দণ্ডলীলায় শিশুটি শান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রণাম করলো। বাবা ও বিজয়ের সুমধুর হাসিতে তৎক্ষণাৎ একটি ফল বালকটিকে দিয়ে দিলেন। অসুর শক্তি আজ পরাভূত হলো — মহান দৈব শক্তির কাছে। জয় কাঠিয়া বাবা।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রী রামদাসজী কাঠিয়া বাবা, শ্রী শ্রী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবা, শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবার নিরন্তন করুণা ধারায় ফস্ট-পুস্ট, বরপুত্র, সুযোগ্য উত্তর সুরি স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবা মহারাজ, ভক্তবর শ্রীরাম নারায়ণ ব্যানার্জী মহাশয়ের

গৃহে আগমন করবেন — এই আনন্দ বর্ধনকারী সংবাদে আমরা সবাই উল্লসিত হলাম। কারণ তাঁহার আগমনে আমাদের গ্রাম তথা-সমস্ত অঞ্চল — ‘পাণ্ডব বর্জিত দেশ’ — এই প্রবাদ বাক্য থেকে মুক্ত হবে, আর হবে ধন, ধান্যে, পুষ্পে ভরা দেশ। আর ধুলো হবে চন্দন চর্চিত।

তাই আমরা সিংগারী গ্রামের কতিপয় মানুষ, অন্তরের গুঢ়-বাসনা অন্তরে রেখেই যে পথ দিয়ে তিনি ভক্ত সমভিব্যাহারে শিষ্য শ্রীরমন বিহারী বাবুর বাড়ী আসবেন — সে পথ যে অসমতল তাহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মহারাজের সুকোমল, লাবণ্যময় দেহখানির কোথাও কোনও কষ্ট না হয় — সর্বাত্রেই তাহার দিকে নজর রাখলাম।

শ্রী অঙ্গনে মহারাজ যে জায়গায় এসে বসবেন — সে কুঞ্জটি একজন অল্প দক্ষ শিল্পীর দ্বারা নির্মিত হল। প্রাঙ্গণটি জল সিঞ্চন সহযোগে পরম পবিত্র করে রাখা হল। তারোপরি শীতল পাটী, কাপড় এবং কতিপয় চেয়ারের দ্বারা সাজানো হল যাহাতে ভক্তরা এসে তথায় বসেন। বাবার আসনরূপে একটি মজবুত সোফার ব্যবস্থা হল, তদুপরি একটি রেশমি বস্ত্রে সেটি আবৃত করে দেওয়া হল, যা আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো।

শুনেছি, স্বামীজি হরির — লুটে খুবই আনন্দ পান। তাই আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে সমকালীন ফল, বাতাসা, নকুলদানা বেসনের শক্তলাড্ডু ইত্যাদি বৃহৎ একটি টুকরীতে ভরে রেখে দেওয়া হল। ফুল চন্দন, তুলসীপত্র, গঙ্গাজল, ধুনোবাতি, গুরুবরনের ধূতি এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিও অভিজ্ঞ ভক্তের

দ্বারা সাজানো অবস্থায় ঠাকুর ঘরে রাখা হল — যাহাতে পূজোর সময় কোন ও অভাব বোধ না হয়। আমাদের অনভিজ্ঞ চিন্তা ভাবনায় আয়োজনটি চমৎকার হয়েছে এমত বোধ হল। তবু ও বৃকের ভিতর যে ধুক্ ধুকানি ছিল না তা বলার নয়। উদ্বেগ এবং ভয় এই দুই বস্তুর মিলনে ‘সম্ভ্রষ্ট’ নামক শব্দটি উধাও হয়ে গিয়েছিল আমাদের মন থেকে। শ্রীগীতায়— ‘উদবেগৈর্মুক্তঃ’ এই ভাগবদ্ উক্তিটি এজীবনে উপলব্ধি আর হল না। তবে স্বামীজী যে করুণাময়, আমাদের ক্রটি থাকলে ও ক্ষমা করবেন — এই বিশ্বাস আমাদের বুক ভরা ছিল।

গোধুলির শুভলগ্নে, স্বামীজি ভক্ত সমভিব্যাহারে, ‘জয় কাঠিয়া বাবা’ এই আকাশভেদী জয় ধ্বনিতে, গাড়ী করে ধীর গতিতে, শ্রী অঙ্গনে আগমন করলেন। আমরা সকলেই শঙ্খ ধ্বনি, উলুধ্বনি, পুষ্প প্রদীপ, সুগন্ধ বারি সিঞ্চন পূর্বক নিদ্দিষ্ট আসনে বসালাম। তৎপর মঙ্গল আরতি এবং হরিনাম যজ্ঞ শুরু হল। আমি অনিমীলিত নয়নে শ্রীরূপ দর্শন করে কৃতার্থ হচ্ছিলাম।

পরিব্রাজকাচার্য্য সম্যাসী, মস্তকে পিঙ্গল বর্ণের জটার ভার, শ্রী অঙ্গে কাঁচা সোনার দ্যুতি, লাবণ্যময় দীর্ঘবপুধারী, শ্রীহস্তে প্রাণ প্রতিম ত্রিদণ্ড, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন নেত্র যুগল, এই অপরূপ রূপ আমায় মোহাবিষ্ট করেছিল। তৎপর শ্রীহরিনাম শুরু হওয়ায় আমরা নামে মত্ত হলাম। উর্দ্ধবাহু, উল্লম্বফনাদি ও নামানন্দ হচ্ছিল। এই নামানন্দ মধ্যেই শ্রীগুরু বরণ পর্ব ও সমাপন হল।

স্বামীজি সেদিন, কি জানি কেন, করুণায় বিগলিত হয়ে শ্রীপাদ-যুগল প্রসারিত করে দিয়েছিলেন ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, বর্ণ-ধর্ম, জাত-পাত, আপন-পর, সুখী-দুঃখী আপামর জন সাধারণের মনস্কামনা পূরণার্থে।

ভাগ্যবেশে, আমি আগেও দু-একবার দর্শন করে তৃপ্ত হয়েছি। কিন্তু পাদপদ্ম স্পর্শ করার অধিকার পাই নি। আজ সেই বাঁধাটুকুও অপসারিত করে দিয়েছেন — গ্রাম্য, অশিক্ষিত, অমার্জিত, ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন, অবহেলিত জনসাধারণের সহজ মুক্তির জন্য।

বলতে বাধা নেই, আজ ধর্মের সংজ্ঞা-শহরেই সীমাবদ্ধ। সেখানে শিক্ষা, বিনয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্ম এবং গুরুসেবার প্রাচুর্য্য। তথাপি সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীজির অপারিসীম দয়ায়-শহর এবং থামের ব্যবধান ঘুচে-একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা মহারাজের দয়ায় ধন্য হয়েছি, পেয়েছি আত্মতৃপ্তি।

তৎপর শ্রীহরি লুটের বর্ষা শুরু করলেন বাবা-আচমকা। শিলাবৃষ্টির মতই সকলের মাথায়, কপালে, মুখে, বৃকে, হাতে অনবরত বর্ষন শুরু হলো। একদিকে চিনির মণ্ডা, বাতাসা, ফলমূলের বৃষ্টি, অন্যদিকে হরিনামের জোয়ার ক্ষুদ্র শ্রী অঙ্গনটি ভাসিয়ে একাকার করে দিয়েছিল। মহাপুরুষের আগমনে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গমালা আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই অন্তর-বাহির স্পর্শ করে মোহাবিষ্ট করেছিল। আমরা সেদিন ভাষা হারিয়ে মহারাজের করুণাধারায় অবগাহন করে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। জয় কাঠিয়া বাবা। আমরা অকিঞ্চন, তথাপি পাদপদ্মে প্রার্থনা-জন্ম-জন্মান্তরে আমরা যেন পাদপদ্ম সেবার অধিকার পাই। অবশেষে, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ব্যানার্জী, শ্রী প্রদীপ সরকার, শ্রী তমাল কর এবং শ্রী রমন বিহারী সিনহা মহোদয় সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কৃতার্থ হলাম — যেহেতু তাঁহাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমাদের মহারাজ দর্শন সম্ভব হয়েছিল।



দ্বিব্য বাণী

- শরীররূপী তরীতে গুরুকে মাঝি বানাইয়া সংসার সাগরে অবস্থান করিলে শীঘ্রই তোমরা সংসার সাগর পার করিয়া আত্মস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।— শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

গীতার আলোকে ভগবত প্রাপ্তি

শ্রী সত্যেন্দ্র চন্দ্র দে

পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-সর্বনিয়ন্তা-সৃষ্টিকর্তা শ্রীভগবান জগত এবং তৎসমুদয় অনন্তকোটি ভূতবর্গ অর্থাৎ অনন্তকোটি প্রাণীজগত সৃষ্টি করেই তিনি ক্লান্ত হননি। ভগবান হচ্ছেন জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং সর্বনিয়ন্তা। তিনি সর্বনিয়ন্তা রূপে ব্রহ্মাণ্ডের জন্মলগ্ন থেকে সর্বক্ষণ মহাব্যস্ত আছেন। তাঁর এই মহাব্যস্ততার কারণ তাঁরই সৃষ্টি মায়ামোহের প্রভাব। কারণ তিনি যে ভাবে জীবকুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান জীব তারই মায়ামোহের প্রভাবে-অজ্ঞানতার প্রভাবে চলে উল্টো পথে। এই উল্টোপথ থেকে জীবকে বিশেষ করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত মনুষ্য নামের জীবকে সঠিক পথে-সত্যিকার পথে আনতে তাই তাকে সময় সময় পৃথিবীতে আসতে হয়। সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছে করলে তাঁর এই মায়ামোহকে নষ্ট করে জীবকে সহজে সঠিক পথে আনতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তাহলে যে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য-তাঁর লীলা-খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তিনি তা করেন না। তিনি কষ্ট করতে রাজী কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য নষ্ট করতে রাজী নন।

ভগবান জীব বিশেষ করে মনুষ্যজাতির গতিবিধি সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য সৃষ্টির প্রথম থেকেই সচেতন আছেন। তিনি এই কাজের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন শক্তিতে, বিভিন্ন স্থানে নিজে অবতীর্ণ হয়ে আসছেন। তিনি কখন ষোলকলায়, কখন বারকলায় আবার কখন বা কলা রূপে বা অবতার রূপে এসে মানব জাতিকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে চলেছেন। অন্যদিকে তিনি সৎ গুরুরূপে সর্বদাই জীব উদ্ধারের নিমিত্ত ঘরে ঘরে — গাঁয়ে গাঁয়ে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। কথায় বলে — ‘মহতের কার্য হয় তরিতে পামর-কোন কার্য নাই তবু যান পর ঘর।’ মহাজনরাও বলে গেছেন — “গুরু

কৃষ্ণ হন শাস্ত্রের বিচারে গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তজনে।”

শ্রীভগবান নিজে অবতার রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে সৃষ্টি করেছেন — উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, পঞ্চমবেদ শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি। এই সব কিছুতেই দেখানো হয়েছে জীবের নরকগামী হওয়ার কারণ এবং অমৃতধামে যাওয়ার উপায়। তথায় বর্ণিত হয়েছে মানুষ ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’। তাই অমৃত ধামই হচ্ছে জীবের আসল বাসস্থান। মানুষ ইচ্ছা করলে অমরত্ব লাভ করে অমৃত ধামে বাস করতে পারে। তা হলে আর তাকে মর জগতের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এই সংসার মর জগত, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগের জগত। এখানে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা-রোগ যন্ত্রণা-দারিদ্রের যন্ত্রণা প্রভৃতি অসংখ্য ধরণের যন্ত্রণা তাকে অহরহ ভোগ করতে হয়। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে-জগতপিতা হিসাবে শ্রীভগবানের তা একদম ভাল লাগে না। তাই তিনি গুণাতীত হয়েও শাস্তিতে নেই। এই জন্যই তিনি চান ভোগাসক্ত জীব-অজ্ঞানজীব দুঃখকষ্টের সংসার থেকে চলে আসুক চির শান্তির ধামে-অমর ধামে-অখণ্ড সন্তোষ ভোগের ধামে। তাই উপরোক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহে তিনি এই অমৃত ধামে যাওয়ার সন্দেশ পরিবেশন করেছেন। তবে এই অমৃত ধামে জীব ইচ্ছা করলেই যেতে পারে না। তার জন্য তাকে অবশ্যই বিশেষ বিশেষ গুণ আয়ত্ত্ব করতে হয়। যেমন- শ্রীমদ্ভাগবত গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৫৫নং শ্লোকে ভগবান নিজে বলেছেন —

“মৎকর্মকৃন্মাৎপরমো মদ্বক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।”

অর্থাৎ — “অনাসক্ত মোর ভক্ত কর্মী মোর তরে।

সর্বজীবে বৈরহীন প্রাপ্ত হয় মোরে।।”

এখানে শ্রীভগবান ভোগাসক্ত-পাপাসক্ত বদ্ধ জীবদের চারিটি সোপান অতিক্রম করতে বলেছেন। তা হলেই তারা সর্ব প্রকার বন্ধন মুক্ত হয়ে তাঁকে পেয়ে যাবেন। ফলে তাদের আর কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে না। এই চারিটি সোপান হল- ক) অনাসক্তি, খ) তাঁর ভক্ত হওয়া, গ) তাঁর জন্য কর্ম করা এবং ঘ) নিবৈর হওয়া।

ক) অনাসক্তি : উক্ত ৫৫ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মূল কথা তথা গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য জীবকে ভগবত প্রাপ্তির পথের নির্দেশের কথাই ব্যক্ত করেছেন। ইহাই গীতার মূল কথা-সার কথা। ভগবত প্রাপ্তির প্রথম সোপান অনাসক্তি। অনাসক্তি মানে আসক্তি হীনতা অর্থাৎ কোন প্রকার ফলের আসা না করে কর্ম করে যাওয়া। কেননা আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ-সংসার বন্ধনের কারণ। গীতার অন্যত্র বলা হয়েছে — “*আসক্তিতে জন্মে কাম-কামে ক্রোধ আনে*”। (গীতা ২/৬২) আর ইহাই অশান্তি এবং সর্বপ্রকার দুঃখ ভোগের কারণ। ভক্ত যখন তার করণীয় কর্ম-নিত্য কর্ম ভগবানের কর্ম হিসাবে বিবেচনা করে চলতে অভ্যাস করে তখন এক সময় সে আসক্তি বিহীন হয়ে যায়। ইহাকেই নিষ্কাম কর্মী বলে। এই নিষ্কাম কর্মই একদিকে যেমন ভক্তকে সংসারে সুখী করে অন্যদিকে তেমনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তাই তো গীতায় বলা হয়েছে- ‘*মা ফলেষু কদাচন*’। এই অনাসক্তি স্তরে ভক্ত দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে (অভ্যাসযোগেন তাতো ...), শাস্ত্র জ্ঞান আয়ত্বের ফলে এবং শ্রীগুরুর কৃপার ফলেই পৌঁছতে পারেন।

এই কর্মফল ত্যাগের কথা গীতায় ভগবান বার বার উল্লেখ করেছেন। গীতায় ২য় অধ্যায়ের ৫১নং শ্লোকে তিনি বলেছেন -

“*বুদ্ধি যোগে যুক্ত হয় জ্ঞানীগণ যবে।*

ফলত্যাগে (ফলং ত্যক্তা) মুক্ত হয়ে বিষ্ণু পদ লভে।”

আবার গীতায় ৩য় অধ্যায়ের ৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে।

‘*অনাসক্ত কর্মী য়েবা সেই মহাজন।*’

এই অধ্যায়ের ১৯ নং শ্লোকে ভগবান আবার বলেছেন-

“*কর্মে যদি অনাসক্ত (তস্মাদসক্তঃ সততং কার্ষ্যং কর্ম ...)* হয় তব মন।

তাহাতেই পাবে মুক্তি পাবে মোক্ষ ধন।”

গীতার মূল কথা-ভক্তের সর্বদা ভাবা উচিত যে-সে সর্বদা কর্তব্যবুদ্ধিতে এবং অনাসক্ত ভাবে ভগবানের কর্ম করছে- তাহলেই সে সহজে পার পেয়ে যাবে। এই কথাটি গীতার ১৮ শ অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোকেও বলা হয়েছে।

খ) তাঁর ভক্ত হওয়া : ভগবত প্রাপ্তির জন্য শুধু শুধু অনাসক্ত হলেই চলবে না। তাকে হতে হবে ভগবত ভক্ত। ভগবত প্রাপ্তির এইটি হল ২য় সোপান। ভগবত ভক্ত মানে ভক্ত ভগবানের দিব্য জন্ম, কর্ম, শক্তি প্রভৃতির ব্যাপারে অবহিত হতে হবে। তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে - মানিয়ে নিতে হবে যে একমাত্র ভগবানই পরমগতি, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়। এই রূপ স্থির করে ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত সমর্পিত চিন্তে সর্ব প্রকারে যথাসাধ্য কায়মনবাক্যে তাঁরই ভজনা করতে হবে। এ ব্যাপারে অতি অবশ্যই তাঁকে গুরু নির্দিষ্ট পথে সাধন ভজন করতে হবে।

এই ভাবে নিত্য কাল ধরে যদি কেহ ভগবানকে স্মরণ মনন ভজন করেন তবে তিনি অনায়াসে ভগবত কৃপা লাভ করবেন। গীতায় ৮ম অধ্যায়ের ১৪ নং শ্লোকে ভগবান ব্যক্ত করেছেন

“*অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।*

তস্যাংহ সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।”

অর্থাৎ “*নিত্যকাল একচিন্তে স্মরিলে আমারে।*

অনায়াসে সেই যোগী লাভ করে মোরে।”

ভগবত ভক্তরা প্রতিনিয়ত ধৈর্যের সহিত, বিশ্বাসের সহিত- ভগবত ভজন করে থাকেন। এইভাবে চলতে চলতে ক্রমে ক্রমে ভগবত কৃপায় তারা ভগবানের দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। আর এই জ্ঞানালোকেই তারা একসময় তাঁকে পেয়ে থাকেন। এই কথাটি ভগবান স্বয়ং

গীতার ১০ম অধ্যায়ের ১০ নং শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন।
যথা—

*“তেষাং সততযুক্তানাং-ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।।”
("যুক্ত হয়ে প্রীত মনে ভজিলে আমায়।
দান করি সেই জ্ঞান যাতে মোরে পায়।।")*

একমনে একপ্রাণে নিত্যযুক্ত ভক্তরা ভগবানের
সাধনভজন করতে করতে ভগবান যে পেয়ে থাকেন তা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২২নং এবং ৩৪নং
শ্লোকে (মামেবৈষ্যসি...) ব্যক্ত করেছেন।

অবশেষে গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৬৫ নং শ্লোকে
কৃপালু ভগবান, ভক্তবৎসল ভগবান সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক
বলেছেন—

*“মম্মনাভব মদ্রক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু।
মামেবৈষ্যসি সতাং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।”
অর্থাৎ “মম্মনা মদ্রক্ত হও মোরে কর নমস্কার।
আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার।।”*

ঠিক এই জন্যই ভগবানকে ভক্তের ভগবান বলা
হয়। ভগবান বিরাট পুরুষ- অনন্তকোটি জীব সমন্বিত
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা এবং নিয়ন্তা। সেই বিরাট
এবং সর্বশক্তিমানকে লাভ করা কীটাপু কীট জীবের পক্ষে
মোটাই সম্ভব নয়-ইহাই বাস্তব সত্য। সেই স্থলে স্বয়ং
সেই বিরাট ভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন- ভক্ত হও
আমি নিজে এসে দর্শন দান করব এবং করেও চলেছেন
তাই। এর প্রমাণ সিদ্ধ সাধকরা। আমরা জানি ভগবান
নিজে এসে নাগাজী মহারাজের মাথার কাটা খুলে
দিয়েছিলেন আর শ্রীরাধারানী সোনার বাটি দিয়ে তাঁকে
দুধ খাইয়েছিলেন। সুতরাং ইহা ভগবানের কৃপালু আর
দয়ালু রূপ বৈ আর কি? শাস্ত্র শাস্ত্রান্তে এরূপ আরও
হাজারো দৃষ্টান্ত আছে বৈকি!

গ)শ্রীভগবানের হয়ে কর্ম করা : এই শ্লোক মতে
ভগবতে প্রাপ্তির ওয় সোপান হচ্ছে ভগবানের হয়ে নিত্য
কর্ম সম্পাদন করা। একমাত্র ভগবত শক্তিতেই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে- ইহাই সার সত্য।

এই সত্যকে আঁকড়ে ধরে ভক্তের জীবন ধারণ করা উচিত।
শক্তি সাধনায় আছে...“তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে
বলে করি আমি” অর্থাৎ ভগবানই জীবকে দিয়ে সব কর্ম
করিয়ে নিচ্ছেন। সুতরাং গুহ্যতম জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের
শুদ্ধ ভক্ত হয়ে- সর্বদাই তাঁর শক্তিমন্ত্রের কথা মেনে নিয়ে
তাঁর হয়ে নিত্য কর্ম করা। ভগবান বলছেন- সর্বক্ষণ
এমনভাবে কর্ম করা উচিত যাতে সমস্ত দৈনন্দিন
কার্যকলাপগুলি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়।
কাপড়কাঁচা, ঝাড়ু দেওয়া, পাক করা প্রভৃতি প্রতিটি
নিত্যকর্ম পরিবারস্থ সদস্যদের জন্য করছি না ভেবে
পরিবারস্থ সদস্য রূপী নারায়ণের জন্য করছি ভাবা
উচিত। জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত যাতে
দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টাই শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়া আর
কোন চিন্তাই মনে উদয় না হয়। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা
করেছেন যে - যিনি এভাবে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ
করবেন তিনি অবশ্যই ভগবদ্বামে ফিরে যাবেন যেখানে
তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখোমুখি হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতে
পারবেন। অর্জুন ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই জন
প্রতিনিধি রূপে অর্জুনের ভগবান এই গীতার গুহ্যতম
জ্ঞান দান করেছিলেন। যাতে অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ
করে সকলেই ভগবদ্বামে যেতে পারেন।

বিষয়ভোগী জীবকুলকে লক্ষ্য করে ভগবান গীতার
৯ম অধ্যায়ের ৩৩ নং শ্লোকে বলেছেন—

*“ অনিত্যমসুখং লোকমিমাং প্রাপ্য ভজস্বমাম্ ।’
“অতএব এ অনিত্য সংসারে আসিয়া।
ভজন করহ মোর নিশ্চিন্তে বসিয়া।।”*

অর্থাৎ কিনা এই সংসার অনিত্য অসুখকর। ইহা
হতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ভগবানের ভক্ত
হয়ে ভগবানের নিমিত্ত কর্ম করে নিত্য ও সুখকর
অমৃতধামে চলে যাওয়া। জীবকে চিরন্তন সুখ লাভ করার
এই দিব্য (বাণীটি) পথটি গীতার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
সংসারে প্রচার করে গেছেন।

ভগবানের শরণাগত হয়ে ভক্ত যখন তাঁরই নিমিত্ত
সর্বদা কর্ম করে থাকেন তিনি চরমে পরম গতি লাভ

করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটি গীতার অন্তিম ১৮শ অধ্যায়ের ৫৬ নং শ্লোকে আর একবার ব্যক্ত করেছেন। যথা—

“ সৰ্বকৰ্মাণ্যপি সদা কুৰ্বাণো মদব্যাপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্ত্বতং পদমব্যয়ম্।।”

অর্থাৎ “মমাশ্রয়ে নিত্যকর্ম করি সমাপন। আমার কৃপায় লাভ হয় ব্রহ্মধন।।” ভগবান এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাইছেন-অনাসক্ত ভাবে যে ভগবানের শরণাগত হয়ে - তাঁর ভক্ত হয়ে তাঁর নিত্য কর্ম ভগবানের নিমিত্ত করতে থাকেন তিনি অন্তিমে তাঁরই প্রসাদে ব্রহ্মধন লাভ করে থাকেন।

ঘ) নির্বের হওয়া : ভগবত প্রাপ্তির ইহা হচ্ছে ৪র্থ সোপান। ইহার অর্থ এই যে ভগবত প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণভক্তকে সর্বভূতে নির্বের হতে হবে। কেন না সর্বভূতে ভগবান বিরাজিত। সুতরাং জীবের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা, বা বৈরভাব পোষণ করা উচিত নয়-করিলে ঈশ্বর প্রীতি হয় না। ভগবান তা ভালভাবে নেন না। লোক প্রীতি তথা ভূতপ্রীতি ও ঈশ্বর ভক্তি বস্তুত অভিন্ন। তাই গীতার

৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩১নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করে সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থাই থাকুন না কেন আমাতেই অবস্থান করেন এবং যথাসময়ে আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাই বলতেই হয়- গীতার আলোকে ভক্ত ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। মূল কথা হল এই যে - গীতা ভক্তকে ভগবানের ইচ্ছাধীন হয়ে জপ, দান, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম, প্রার্থনা এবং প্রণাম বা নমস্কার তথা নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে দাস্য ভাবে জীবন অতিবাহিত করে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে শিক্ষা দেয়। তাই গীতায় শেষবারের মত ভগবান বলেছেন-

“সৰ্বধৰ্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।”
(১৮/৬৬)

অর্থাৎ - ধর্ম্মা ধর্ম্ম বিচারের নাহি প্রয়োজন।
সর্ব পাপে মুক্ত হবে লইলে শরণ।।

ইহাই গীতার চিরন্তন তথা দিব্য জ্ঞান— ঈশ্বর প্রাপ্তির রাজপথ।



দ্বিব্য বাণী

- গুরু ও গোবিন্দে একবুদ্ধি রক্ষা করাই শাস্ত্রীর বিধি। গুরু ছাড়া গোবিন্দ নহেন। ভগবানই গুরুরূপে কৃপা করেন, অতএব উভয়ে একবুদ্ধি রাখিবে। ভগবৎ-মূর্তি বর্তমান রাখিয়া গুরুপূজা করিলে গুরুতে ভগবান হইতে অভিন্ন বুদ্ধি স্থাপিত হইতে আরও অসুবিধাই হইয়া থাকে।
- মাটিতে বসে জপ করা ঠিক নয়। জপ করতে করতে শরীরে যে শক্তি সঞ্চয় হয়, তা মাটির সঙ্গে সংস্পর্শে বেরিয়ে যায়। মাটির যে খুব বেশী বিদ্যুৎ-পরিবহন-ক্ষমতা আছে। তাই কুশাসন ও তার উপর কন্মলের আসন পেতে বসে জপ করবে।

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীরাধাগোপীজনবল্লভায় নমঃ

শ্রীমতী মীরা কর

আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী।
এসো এসো হৃষীকেশ ধরার ভারহারী।

উপরিউক্ত আহ্বানেই বোধহয় ধরা দিলেন
'হৃষীকেশ' নীলাচল পর্বতশিখরে মা কামাখ্যাদেবীর
ধামে শ্রীশ্রীরাধাগোপীজনবল্লভ নাম নিয়ে। ভক্তের
ডাকে সাড়া না দিয়ে উনি থাকেন না, তাই ঐ অঞ্চলের
ভক্তগণের ঐকান্তিক আর্তি ও প্রচেষ্টার ফলে
গৌহাটী শহরের অনতিদূরে পাণ্ডু টেম্পলঘাট এ
শ্রীশ্রী স্বামী ধনঞ্জয়দাস সাধনাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হলেন
শ্রীশ্রী রাধাগোপীজনবল্লভজীউ। অনন্তানন্ত
শ্রীবিভূষিত স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী
মহারাজজী স্বহস্তে শৃংগারাদি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে
ললিতা বিশাখা সখীদ্বয় সহ শ্রীশ্রী রাধাগোপীজন
বল্লভজীউর প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। এই
মধুরাতিমধুর উৎসবে শ্রীগুরুকৃপায় যারা উপস্থিত
ছিলেন তারা তো ধন্যই, আর যারা শুনেছেন এবং
জানতে পেরেছেন তারা ও ধন্য।

প্রতিষ্ঠা মহোৎসবের দিনকয়েক পূর্বহতেই
গৌহাটীবাসী ভক্তদের মধ্যে কি উৎসাহ এবং
উদ্দীপনা ছিল মহোৎসবকে সার্থক করার জন্য তা
অবশ্যই প্রশংসনীয়। ভক্তগণ প্রত্যেকে যে যার দায়িত্ব
পালনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। শ্রীশ্রী বাবাজী
মহারাজ ও উৎসবের দিন দশেক পূর্ব হতেই গৌহাটী
শহরে অবস্থান করতঃ উৎসবের কাজকর্ম দেখাশোনা
এবং সম্পূর্ণ উৎসবের প্রতিটি দিক পরিচালনা করেন,
তাছাড়া বছর দুই যাবৎ উনি কতবার যে এসেছেন
গৌহাটীতে আশ্রম নির্মাণোপলক্ষ্যে এবং কি পরিশ্রম
করেছেন তা ঐ অঞ্চলের ভক্তগণই জানেন।
মহামহোৎসব সংক্ষিপ্ত হলে ও পূর্ণাঙ্গই ছিল।

এককুণ্ডীয় গোপাল মহাযজ্ঞ হয়েছিল, যজ্ঞের
পৌরহিত্যে ছিলেন আমাদের পরমপূজনীয়
পণ্ডিতমশাই (শ্রীযুক্ত অজিত কুমার চক্রবর্তী, ভড়া)।
উনি উৎসবের দিনকয়েক সপরিবারে গৌহাটীতে
(আশ্রমে) অবস্থান করেছিলেন এবং বাবাজী
মহারাজের কাছে থেকে উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত
করতে পূর্ণ প্রয়াস করেন। এহেন পণ্ডিতমশাইয়ের
উপস্থিতিতে ভক্তগণও খুব আনন্দিত হন। ইং ৮ই
জানুয়ারী ২০১৪ হতে গোপাল মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে
১১ই জানুয়ারী অনন্তশ্রী বিভূষিত স্বামী রামদাস
কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর তিরোভাব তিথিতে
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবের দিন পূর্ণাঙ্ঘতি হয়। ৮ই
জানুয়ারী থেকে ত্রিদিবসীয় ভাগবত কথারও
আয়োজন হয়েছিল। প্রতিদিন যজ্ঞ সমাপনান্তে প্রসাদ
গ্রহণপূর্বক ভক্তগণ ভাগবত কথায় বসতেন। ভাগবত
কিংকর শ্রী সত্যজিৎ শাস্ত্রীজী প্রাঞ্জল ভাষায় ভাগবত
পরিবেশন করেন।

আর ছিল অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন—

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে।

রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে
রাধে।।

ইং ১১ই জানুয়ারী, ২০১৪ সকলের প্রত্যাশিত
এবং বিশেষ আকর্ষণীয় মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা দিবস। সকাল
থেকেই আশ্রমপ্রাঙ্গণ ভক্তদের নৃত্যগীতে মুখরিত;
সবাই আনন্দে বিভোর আর সবার মন মন্দিরের
দ্বারোন্মোচনের অপেক্ষায়—এমনি এক শুভক্ষণে
মন্দিরের দ্বারোন্মোচন হল। শঙ্খ বাজছে, ঘণ্টা
বাজছে আর আরতি করছেন স্বয়ং বাবাজী মহারাজ।
এ দৃশ্য সত্যিই দিব্যদৃশ্য। এছাড়া বিগ্রহ দেখে সবারই

চক্ষুস্থির। এমন সুন্দর যুগল বিগ্রহ বুঝি আমরা আর কখনো দেখিনি। আমাদের প্রতিটি আশ্রমের মূর্তিই নয়নাভিরাম, তবে এই মূর্তির চাক্চিক্য যে অনেক বেশী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। —চোখ ফেরাতে মন চায় না। আর আমাদের বাবাজী মহারাজজীর স্বহস্তকৃত শৃংগারও ছিল অপূর্ব। শ্রীশ্রী রাধাগোপীজনবল্লভজীউ স্বমহিমায় বিরাজিত হলেন, আর আসনে রয়েছেন গোপালজী, গরুড়জী, মহাবীরজী, মা কামাখ্যাদেবীর চিত্রপট (গৌহাটী ধামের দেবী), শ্রী নিম্বার্ক ভগবান, অনন্ত শ্রী বিভূষিত স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ, অনন্ত শ্রী বিভূষিত স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ এবং অনন্ত শ্রী বিভূষিত স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর চিত্রপট।

নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীহংসভগবান থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরার সকলের চিত্র বিরাজমান রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা সকলেই স্বমহিমায় বিরাজিত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করছেন। মন্দিরের আলোকসজ্জাও দর্শনীয় ছিল যার প্রশংসা না করলেও ক্রটি থেকে যাবে। ভক্তের ডাকে ভগবান আসেন—তাই এই আশ্রমগড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোল। প্রতিষ্ঠা দিবসে কয়েক হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়েছেন। শহরের অনেক (যারা আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নন) লোক ঐদিন আমাদের নবনির্মিত আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মন্দিরের কারুকার্য তথা উৎসবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেক ভক্তজন উৎসবে সম্মিলিত হয়েছিলেন, তাছাড়া গৌহাটী তথা আসামের অন্যান্য জায়গা থেকেও বহুভক্ত উৎসবে সম্মিলিত হয়েছিলেন।

এই অঞ্চলে একটি আশ্রমের খুব প্রয়োজন ছিল

যা আমাদের পরমারাধ্য বাবাজী মহারাজ সার্থক করলেন। ভক্তদের এখন আনন্দের সীমা নেই। আশ্রমে দুজন সাধু রয়েছেন। ভক্তগণ সর্বদাই আশ্রমে আসেন এবং সপ্তাহে একদিন করে সম্মিলিত সংঘও হয়।

আশ্রম প্রাপ্তনের উপরের ধাপে নাটমন্দিরে শ্রীশ্রী রাধাগোপীজনবল্লভজীউ, মধ্যে শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজজীর ভজন কুটীর, যার পাশেই ভক্তগণকে দর্শনদানোপযোগী একখানা বুলবারান্দা ও রয়েছে। নীচে প্রবাহিত হচ্ছেন ব্রহ্মপুত্র নদ— এ এক অপূর্ব শোভা! তাই নির্দিধায় বলা যেতে পারে শ্রীশ্রী রাধাগোপীজনবল্লভজীউ মন্দির, শ্রীশ্রীগুরু মন্দির আর ব্রহ্মপুত্র নদ, এ আরেক ত্রিবেণী সঙ্গম' ই বটে!

বাবাজী মহারাজ কয়েকবছরের মধ্যে পুরী, বাংলাদেশ, দ্বারকা, তিনসুকিয়া এবং গৌহাটীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণেশ্বর (কোলকাতা) আশ্রম নির্মাণাধীন, পাঞ্জাব প্রদেশে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর জন্মস্থান লোনাচমেরিতেও স্মৃতিমন্দির নির্মাণাধীন রয়েছে, এ সবই তিনি করছেন—ভক্তজনহিতায়। শ্রীশ্রী নিম্বার্কধারার প্রচার প্রসার কল্পে।

আমাদের সম্প্রদায়ের প্রচার কিছুকাল পূর্বেও বড় একটা ছিল না। স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমন্নিম্বার্ক ভগবানকে আপামর জনসাধারণ জানতে পারছেন এই প্রচার প্রসারের মাধ্যমে তথা প্রতিটি আশ্রমের মাধ্যমে। বাবাজী মহারাজজীর অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশে এবং বিদেশেও শ্রী নিম্বার্ক বিজয় বৈজয়ন্তী স্বমহিমায় উদ্ভীন হচ্ছে, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

শ্রীগুরু কৃপাহিকেবলম্।

হরি ওঁ তৎসৎ

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

নিম্বার্কীয় সাধনে মঙ্গলারতি স্তোত্র : তাত্ত্বিক মহিমা

শ্রী শেখর পুরকায়স্থ

নিম্বার্কীয় সাধনপদ্ধতিতে প্রাতঃ কালে যে মঙ্গলারতি স্তোত্র পাঠ বা গীত হয় তা অপরিসীম তাৎপর্যবহ। শ্রী ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের মহিমা প্রকাশক এই স্তুতি মানব মাত্রেরই পরম মঙ্গলপ্রদ ও ত্রিতাপ দুঃখে জর্জরিত এই সংসার সাগর হতে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম বলে বেদান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। গোপালতাপনী উপনিষৎ পাঠে আমরা জানতে পারি সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মাকে যখন ভগবৎ তত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে পরম দেবতা এবং তাঁকে অর্থাৎ গোবিন্দকে জানতে পারলেই যে গোবিন্দজ্ঞান থেকে মৃত্যুভয় দূরীভূত হয় এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে তৎকৃত বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠ স্তবের (নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতিতে যা মঙ্গলারতি স্তোত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে) দ্বারা প্রীত হন তা সহজভাবে ব্যক্ত করেছেন :

“ তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং

বৃন্দাবন সুরভূরুহতলাসীনং সততং

সমরুদগগোহহং

পরময়া স্তুত্যা তোষামি।”

অর্থাৎ যিনি বৃন্দাবনধামে কল্পদ্রুমমূলে উপবিষ্ট, যিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য অর্থাৎ একমাত্র, সেই পঞ্চপদাত্মক সচ্চিদানন্দ মূর্তিকে আমি মরুদগগসহ স্তবশ্রেষ্ঠ দ্বারা প্রীত করি।

সুতরাং স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা যাঁকে ‘স্তবশ্রেষ্ঠ’ বলে অভিহিত করেছেন সেই স্তবের আনন্দ মন্দাকিনীতে অবগাহন করে শ্রীভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি মানবজীবনকে অর্থবহ করে তুলবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতেই পারেনা।

তাই পণ্ডিতজনেরা এই বিশেষ স্তোত্রটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা ভগবতানুরাগী পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি :

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।

যিনি বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বসংসারের যিনি স্থিতি ও লয়ের কারণ, যিনি বিশ্বেশ্বর ও বিশ্ব, সেই গোবিন্দকে নমস্কার করি।

‘গোবিন্দ’ শব্দের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল ‘গো’ শব্দে জ্ঞান এবং বিদ্ অর্থে জানা, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যাঁকে জানা যায়, তাঁর নাম গোবিন্দ।

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।

কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

যিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, যিনি পরমানন্দময়, গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ, সেই গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

‘কৃষ্ণ’ শব্দের ব্যাখ্যা আমরা এরকম পেয়ে থাকি, ভক্তজনের ক্রেশ ও পাতকরাশি যিনি কর্ষণ (দূর) করেন, তাঁর নাম কৃষ্ণ। অথবা কৃষ - কৃৎস্ন, ন-আত্মা, যিনি জীববৃন্দের আত্মস্বরূপ, তিনিই কৃষ্ণ। অথবা ক-ব্রহ্মা, ঋ- অনন্ত, য-শিব, ন-ধর্ম, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করেন, যিনি অনন্ত, যিনি শিবরূপে সংহারকারী এবং যিনি ধর্মময় তাঁকেই কৃষ্ণ বলা হয়।

গোপীনাথ - ‘গোপী’ - প্রকৃতি বা মায়া, অর্থাৎ মায়ার যিনি স্বামী বা নাথ তিনিই গোপীনাথ।

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।

নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ।।

যিনি কমললোচন, তাঁকে নমস্কার, যিনি কমলমালী তাঁকে নমস্কার, যিনি কমলনাভি তাঁকে নমস্কার, যিনি কমলাপতি তাঁকে নমস্কার করি।

এখানে কমললোচন বা কমলনেত্রের 'কমল' শব্দটি সত্ত্বগুণাঙ্কিকা মায়াকে সূচিত করছে। এর তাৎপর্য এই যে, চক্ষু ব্যতীত যেমন কোন কিছুই দেখতে পাওয়া যায়না, তদ্রূপ মায়ার আশ্রয় ব্যতীত এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি হতে পারে না। মায়ার আশ্রয়েই ব্রহ্ম এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন।

'কমলামালী' বলতে আদ্যা মায়াকে মালা বলা হচ্ছে। এই আদ্যামায়া যাঁর মালাস্বরূপ, তাঁকে কমলমালী বলা যায়। মালা ধারণ করলে যেমন সুশ্রী দেখায়, মায়ার আশ্রয়ে ব্রহ্মও সেইরূপ সকলের হৃদয়রঞ্জন হয়ে থাকেন। মায়ার আশ্রয় আছে বলেই তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যায়।

'কমলনাভ' অর্থে যাঁর নাভিদেশে কমল (মায়াত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ) বিদ্যমান। নাভিদেশে যে চক্র আছে, তাতে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারিনী শক্তি বিরাজ করে থাকে।

আবার তিনি 'কমলাপতি' অর্থাৎ মায়াদীশ্বর। সুতরাং তিনি একই সঙ্গে সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম রূপে বিরাজমান।

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে।

রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

যিনি ময়ূরপুচ্ছের কিরীট দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শোভা পাচ্ছেন, যিনি সকলের নয়নাভিরাম, যিনি অকুষ্ঠ বুদ্ধি, যিনি রমার মানস হংস স্বরূপ, সেই গোবিন্দ ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

এখানে ময়ূরপুচ্ছের কিরীট বলার তাৎপর্য এই যে, কিরীটধারী নৃপতির্যে রূপ সকলের প্রধান, সেরূপ ইনিও কুটস্থ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে অভিহিত।

রমার মানসহংস স্বরূপ - হংসেরা যেমন মানস সরোবরে রমণ করে, ইনিও সেরূপ রমায় (মূল প্রকৃতিতে) রমণ করে থাকেন।

কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।

বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ।।

যিনি কংস বংশ ধ্বংসকারী, যিনি কেশি ও চানূর নামক অসুরকে সংহার করেছেন, বৃষভধ্বজ কর্তৃক যিনি পূজনীয় এবং যিনি পার্থের সারথি, তাঁকে নমস্কার।

'কংসবংশবিনাশায়' - কংসবংশধ্বংসকারী - আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যিনি মহামোহ ও বিষয় বাসনাদি নাশ করেন। আত্মতত্ত্ববিরোধী মহামোহকে কংস বলা যায়। মহামোহ যেখানে, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে সহচর রূপে বিষয় বাসনার মূর্তি সকল থাকে।

'পার্থসারথি'- দেহে যিনি সাক্ষিস্বরূপে বিরাজমান। পার্থ শব্দে জীবাত্মা এবং রথ শব্দে দেহ বুঝায়। সংগ্রামাদি যত কিছু কর্ম তৎসমস্ত পার্থ (জীবাত্মাই) সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাস্বরূপ, তাঁর সত্তায় কেবল রথ চালিত হয় মাত্র, তিনি স্বয়ং কোন কর্মে লিপ্ত নহেন। বস্তুতঃ জীবাত্মাই শরীরে থেকে সমস্ত কার্য সম্পাদন করে, পরমাত্মা কেবল সাক্ষি স্বরূপ।

বেনুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমাৰ্দ্দিনে।

কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে।।

বল্লভীনয়নাজোজমালিনে নৃত্যশালিনে।

নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।।

যিনি বেণুবাদনে তৎপর, যিনি গো পালনকারী, যিনি অঘাসুর মর্দনকারী, যমুনাকূলে গমন করতে যিনি চঞ্চল, যিনি চপলকুণ্ডল ধারণ করেন, গোপালনাগণের নয়নপদ্ম যাঁর মালাস্বরূপ, যিনি নৃত্যপরায়ণ, তাঁকে নমস্কার, যিনি প্রণতজন পালনকর্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

বেণুবাদনে তৎপর ভগবান স্বয়ং প্রণবরূপী, প্রণবধ্বনিকেই বেণুবাদন বা বংশীবাদন বলা যায়। যাঁরা সাধক, প্রণবধ্বনিতে তাঁদের চিন্ত আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই কারণে ব্রজপুরে ব্রজললনারা কৃষ্ণের বেণুনাতে আকৃষ্টচিত্তা হতেন। যে সকল সাধক ওঙ্কারনাদ হৃদয়ঙ্গম করে তাতে আকৃষ্ট হন, তাঁরা অনায়াসে ভগবৎ সমীপে গমন করতে সমর্থ হয়ে

থাকেন, কোনরূপ বিঘ্নই তাঁদের বাধা প্রদান করতে সমর্থ হয় না। সংসারের সকল বস্তুই তাঁদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হয়। গোপীরাও সেরূপ কৃষ্ণের (প্রণবরূপী ব্রহ্মের) বেণুবাদন শ্রবণমাত্র আকৃষ্ট হয়ে সেই ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হতেন। পতি-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবাদি কেহই তাঁদেরকে বাধা দিতে সমর্থ হতেনা। সুতরাং বেণুবাদন বলতে বেদ বা বেদস্বরূপ ওঙ্কার গান।

আবার তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অঘাসুর মর্দনকারী — ‘অঘ’ অর্থাৎ পাপ। জন্মজন্মান্তরে যে সকল পাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তাই ‘অঘ’ শব্দে অভিহিত। সেই পাপরাশি যিনি বিনাশ করেন, তিনিই অঘাসুর মর্দনকারী।

গোপালায় বা গোপালনকারী শব্দের অর্থ হচ্ছে - ‘গো’ শব্দে বেদ বুঝায়, যিনি বেদকে রক্ষা করেন, তিনিই গোপালনকারী।

কালিন্দীকুললোলায় - যমুনাকূলে গমন করতে যিনি চঞ্চল, এর তাৎপর্য এই যে, যিনি ভক্তহৃদয়ের উচ্ছ্বাস দেখার জন্য নিত্য উৎসুক। ভক্তহৃদয়ের উচ্ছ্বাসকেই যমুনা সলিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

লোলকুণ্ডলধারিণে - যাঁর কর্ণে চপল কুণ্ডল দোলায়মান। এর মর্মার্থ একরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্ম সগুণ অথবা নির্গুণ এ প্রশ্নের মীমাংসায় যেন বেদও দোলায়মান।

তারপর আছে ‘বল্লবীনয়নাভোজমালিনে’ - গোপললনাদিগের নয়নপদ্ম যাঁর মালা স্বরূপ - এর তাৎপর্য এই যে মায়াকেই গোপললনা বলে। উক্ত মায়াই ভগবানের মায়াস্বরূপ, অর্থাৎ মায়া আশ্রয় করেই ভগবান বিরাজিত।

‘নৃত্যশালিনে’ - অর্থাৎ যিনি নৃত্যপরায়ণ - এর তাৎপর্য এই যে, ভগবান মায়া আশ্রয় পূর্বক এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে থাকেন, সুতরাং তিনি নর্তকস্বরূপ আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর নৃত্যভূমি। তিনি

মায়াস্বরূপ লীলা ধারণ করে নানারূপ নৃত্যদ্বারা জীবসমূহকে মায়াসংবদ্ধ করে রেখেছেন।

নমঃ পাপবিনাশায় শ্রী গোবর্দ্ধনধারিণে।

পূতনাজীবিতান্ত্রায় তৃণাবর্ত্তসুহারিণে।।

যিনি পাপহারী, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনাপ্রাণ সংহারী ও তৃণাবর্ত্ত ধ্বংসকারী, তাঁকে নমস্কার।

‘শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণে - অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারী - এর তাৎপর্য এই যে, গো অর্থে বেদকে বোঝায়, যে স্থানে বেদের বৃদ্ধি হয় তার নাম গোবর্দ্ধন। যিনি তা ধারণ করেন তাঁকেই গোবর্দ্ধনধারী বলা হয়। যে স্থলে বেদের পুত শব্দ (ওঙ্কারের) পুতশব্দ সমুচ্চারিত হয়, কোনরূপ বিঘ্নই সেখানে উপস্থিত হতে পারে না, এই কারণেই যখন ইন্দ্র কর্তৃক ব্রজে মুঘলধারে বারিবর্ষণাদি হয়, তখন গোবর্দ্ধনশ্রিত গোপগোপীদিগকে কোনপ্রকার ক্রেশপ্রাপ্ত হতে হয়নি। সুতরাং একমাত্র বেদই (ওঙ্কারই) সাংসারিক বিপদনাশে সমর্থ।

‘পূতনাজীবিতান্ত্রায়’ - পূতনা প্রাণ সংহারী। ‘পূত’ অর্থাৎ পবিত্র, ‘না’ - যা নয়, সুতরাং যা পবিত্র নয় কপটতায় পূর্ণ। অপবিত্রতা বা কপটচিতার ধর্মপথের বিঘ্নকারী, কাজেই ধর্মপথে বিঘ্নস্বরূপ পূতনাকে ভগবান বিনাশ করে থাকেন।

‘তৃণাবর্ত্তসুহারিণে’ - তৃণাবর্ত্তধ্বংসকারী, ঘূর্ণিত বায়ুকেই তৃণাবর্ত্ত বলা হয়। ইন্দ্রিয়, মন যখন চঞ্চল হয়, তখনই অন্তর্জগতে তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্যতীত একে দমন করার উপায় নেই। এক কথায় যড়রিপুদমনকেই তৃণাবর্ত্তসংহার বলা যায়। শ্রীভগবানের প্রসাদে অন্তর্জগতে ঐরূপ তৃণাবর্ত্ত বিনষ্ট হয় বলেই তাঁকে তৃণাবর্ত্ত ধ্বংসকারী বলা হয়।

নিম্ফলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।

অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।।

যিনি নিম্ফল (মমতাবিরহিত), যিনি মোহধ্বংসী, বিশুদ্ধ (নিম্ফলুয), অপবিত্রগণের (পাতকীদিগের) শত্রু এবং যিনি অদ্বিতীয় ও মহান, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।

আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো।।

হে পরমানন্দ! তুমি প্রসন্ন হও। হে পরমেশ্বর!
তুমি প্রসন্ন হও, হে প্রভো! আমি আধিব্যাধিরূপ
ভুজঙ্গ কর্তৃক সন্দষ্ট হয়েছি, আমাকে তুমি পরিত্রাণ
কর।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।

সংসার সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো।।

হে কৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজন
মনোহর! আমি সংসার সাগরে নিমগ্ন হয়েছি। হে
জগদ্গুরো! আমাকে উদ্ধার কর।

‘রুক্মিণীকান্ত’ বলতে মূল প্রকৃতিকেই রুক্মিণী
বলা হয়। যিনি মূল প্রকৃতির ঈশ্বর তিনিই
রুক্মিণীকান্ত।

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন।

গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব।।

হে কেশব হে ক্লেশহরণ! হে নারায়ণ! হে
জনার্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব!
আমাকে তুমি উদ্ধার কর।

এখানে কেশব অর্থাৎ- ‘ক’ শব্দে জল। সুতরাং
জলে যিনি প্রলয়কালে শববৎ বিচরণ করেন, তিনিই
কেশব। যখন প্রলয়ে বসুন্ধরা জলে নিমগ্ন হয়, তখন
যিনি ক্ষীর সাগরে শয়ান থাকেন, তিনিই কেশব।
অথবা ‘ক’ শব্দে ব্রহ্মা, ‘ঈশ’ শব্দে রুদ্র, যিনি ব্রহ্মা ও
রুদ্রকে স্বরূপে আনয়ন করেন, তিনিই কেশব।
‘নারায়ণ’- নরসমূহকে নার বলে। যিনি নর সমূহকে
আশ্রয় পূর্বক অবস্থিত তাঁকেই নারায়ণ বলা হয়ে
থাকে। অথবা ‘নার’ শব্দে মুক্তি এবং ‘অয়ন’ শব্দে

প্রাপ্তি, অর্থাৎ যাঁর থেকে মুক্তি লাভ করা যায় তাঁকেই
নারায়ণ বলে অভিহিত করা হয়। ‘জনার্দন’-‘জন’
শব্দে লোকসমূহ আর ‘অর্দন’ শব্দে সংহার করা,
অর্থাৎ যিনি শিবরূপে অন্তকালে লোকসমূহকে সংহার
করেন, তাঁকেই জনার্দন বলা হয়ে থাকে। অথবা ‘জন’
শব্দে জন্ম এবং ‘অর্দন’ শব্দে সংহার। সুতরাং যিনি
ভক্তগণের জন্ম দূর করে মোক্ষ প্রদান করেন, তিনিই
জনার্দন। কিংবা ‘জন’ শব্দে লোক এবং ‘অর্দন’ শব্দে
প্রার্থনা, সুতরাং মানবগণ যাঁর নিকট পুরুষার্থ প্রার্থনা
করে তাঁকেই জনার্দন বলা হয়। অথবা ‘জন’ নামক
অসুরকে যিনি সংহার করেছিলেন তাঁকে জনার্দন বলা
হয়।

‘মাধব’ - ‘মা’ শব্দে লক্ষ্মী অথবা মায়া এবং
‘ধব’ শব্দে পতি যিনি সেই লক্ষ্মী বা মায়ার পতি,
তিনিই মাধব।

পরিশেষে বলা যায়, নিম্বার্ক সাধনানুরাগী
সাধারণ ভক্তগণ আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী যে
ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক অতীব সুললিত নান্দনিক
সৌন্দর্য্যে এবং ভক্তি রসে আবেগময় চিত্ত শান্তিকারী
সংসার সমুদ্রপারগামী এই শ্রেষ্ঠ মঙ্গলারতি স্তোত্র
রাত্রি প্রভাতে প্রতিদিন পাঠে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে
আমাদের ঐকান্তিক ব্যাভিচারিণী ভক্তিলাভ হতে
পারে। শ্রীভগবানের সর্বগুণ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত
ললিতকলায় বিভূষিত গভীর তাৎপর্যবাহী এই
শ্লোকটি পাঠ করবার উপযোগিতা আমাদের
মানসপটে যেন উৎসাহ দান করে ও পঙ্কিল ত্রিতাপ
দঙ্ক মানবজীবনকে নির্মল ভক্তিতে আশ্রিত ক’রে ক্ষুদ্র
গণ্ডিবদ্ধ খণ্ড মানব জীবনকে বৃহৎ অখণ্ড জীবনে
পরিণত করে, শ্রীভগবৎ চরণে এই প্রার্থনা।



দ্বিব্য বাণী

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

ছান্দোগ্য উপনিষদ

অধ্যাপিকা কল্পনা রায়

সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায় আছে। তার শেষ আটটি অধ্যায়ই ছান্দোগ্য উপনিষদ নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কর্মাঙ্গ উপাসনার কথা বলে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে প্রকৃত ব্রহ্মোপদেশ আরম্ভ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল এরূপ কর্মাঙ্গ উপাসনা দ্বারা চিন্তের মলিনতা ও চাঞ্চল্য দূর হওয়ার পর ব্রহ্মা বিষয়ে উপদেশ দিলে তা কার্যকরী হতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম খণ্ড)

আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদ (একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান) আরুণি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞ পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, 'তুমি কি সেই আদেশের কথা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ৬/১/৩ যে উপদেশ দ্বারা অশ্রুতবিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাতবিষয় জানা যায়।

পুত্র বলিলেন - 'পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন না। যদি জানিতেনই তবে বলিলেন না কেন? সুতরাং আপনিই আমাকে তাহা বলুন।'

পিতা বলিলেন, 'সৌম্য, তাহাই হউক।'

শ্বেতকেতু পিতার নিকট হইতে সৃষ্টি বিষয়ক যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ঋষি সনৎকুমার নারদের নিকট ভূমাতত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রজাপতির মত ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সৎস্বরূপ হইতে তেজ, জল ও অন্নের সৃষ্টি)

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বীতিয়ম্।

(৬/২/১)

প্রথমে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংরূপে বর্তমান ছিল।

তদৈক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি তন্ত্বেজোহসৃজত।
তদ্ব্বেজ ঐক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি। তদপোহসৃজত।

(৬।২।৩)

সেই সৎ-স্বরূপ সংকল্প করিলেন— 'আমি বহু হই, তারপর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজও সংকল্প করিল, 'আমি বহু হই।' সেই তেজ জল সৃষ্টি করিল। তা আপ ঐক্ষত বহুঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত

(৬/২/৪)

সেই জল সংকল্প করিল, 'বহু হই।'

সেই জল অন্ন সৃষ্টি করিল।

তৃতীয় খণ্ড

(আদি দেবত্রয়ের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি)

সেই সংস্বরূপ দেবতা সংকল্প করিলেন —

'আমি এই জীবাঙ্কারূপে এই তিন দেবতাতে (তেজ, জল ও অন্ন নামক দেবতাতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি।'

চতুর্থ খণ্ড

(অগ্নি-সূর্যাদি সমুদয় বস্তুতে আদি দেবত্রয়ের অবস্থিতি)

অগ্নির যে রক্তবর্ণ তাহা তেজের রূপ; শুক্রবর্ণ জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ অন্নের রূপ। সুতরাং অগ্নি হইতে অগ্নিত্ব চলিয়া গেল। সমস্ত বিকারই শব্দাত্মক নামমাত্র। এই তিনটি রূপই কেবল সত্য।

সূর্যের যে লোহিতবর্ণ তাহা তেজের রূপ, তাহার

শুক্লবর্ণ জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ অগ্নির রূপ। এইভাবে সূর্য হইতে সূর্যত্ব চলিয়া গেল। সব বিকারই শব্দাত্মক, নামমাত্র। এইরূপ তিনটিই সত্য।

যাহা কিছু অজ্ঞাত মনে হইত, তাহাও যে এই দেবতাদেরই (অর্থাৎ তেজ, জল ও অগ্নিরই) সমষ্টি - মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ সে কথা বুঝিয়াছিলেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড

(আদি দেবত্রয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাক্যের উৎপত্তি)

অন্নভুক্ত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। অগ্নির স্থূলতম অংশ হয় পুরীষ, মধ্যমভাগ-মাংস এবং সূক্ষ্মতম অংশ হয় মন।

জল পীত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। জলের স্থূলতম অংশ হয় মূত্র, মধ্যম অংশ রক্ত এবং সূক্ষ্মতম অংশ হয় প্রাণ। ঘৃত প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থভুক্ত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম অংশ অস্থি হয়, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্-এ পরিণত হয়। অতএব মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।

অষ্টম খণ্ড

(দৃষ্টান্ত দ্বারা 'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা)

পিতা আর্কণির নিকটে শ্বেতকেতু সেই সংস্করণকে জানিয়াছিলেন।

অন্ন ছাড়া এই দেহের মূল কোথায়? অন্নরূপ অঙ্কুর দ্বারা ইহার কারণস্বরূপ জলকে জানিতে হইবে। এই জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা মূলস্বরূপ তেজকে জানিতে হইবে। এই অঙ্কুররূপ তেজ দ্বারা সংস্করণ মূলকে জানিতে হইবে। সংস্করণই এই চরাচরের মূল, আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা।

পিতা শ্বেতকেতুকে একটি বটবৃক্ষের ফল ভাঙিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু ফলের ভিতরে অণুর মত সব বীজ দেখিলেন। পিতার আদেশে অণুর মত একটি বীজকে ভাঙিলে শ্বেতকেতু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতা পুত্রকে বলিলেন, বীজের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে,

তাহা দেখা যাইতেছে না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই বিরাট বটবৃক্ষ রহিয়াছে।

এই যে সূক্ষ্মতম সংস্করণ, ইহাই সমস্তজগতের আত্মা, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। পিতা বলিলেন, 'তৎত্বমসি' তুমিই তিনি। যিনি গুরুর উপদেশ পাইয়াছেন তিনি জানেন — 'যতদিন দেহ হইতে মুক্ত না হইবে ততদিনই দেবী, তাহার পর আমি সংস্করণকে (ব্রহ্মাকে) লাভ করিব।

সপ্তম অধ্যায়

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—ভূমাতত্ত্ব

নারদ সনৎকুমারের নিকট মন্ত্রবিৎ এবং আত্মবিৎ হইতে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার বলিলেন — যদি মানুষ সুখ পায় তবেই কর্ম করে। সুখ না পাইলে করেনা। এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে উৎসুক হওয়া দরকার।

সনৎকুমার বলিলেন,

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাঞ্জে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।

সনৎকুমার বলিলেন — যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; অঞ্জে সুখ নাই। ছান্দোগ্যের ভূমা-তত্ত্ব বিশেষভাবে অধীতব্য। উপনিষদের সর্বজনবিদিত কথা — যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায় — তাহাই অঞ্জ। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর যাহা অঞ্জ তাহাই মরণশীল। সনৎকুমার বলিলেন — ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় আবশ্যিক হয়না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালম্ব।

সেই ভূমা সর্বময়। সেই ভূমাই নিম্নে, তিনিই উর্ধ্বে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে - তিনিই এই সমস্ত কিছু। ইহার পর আত্মদৃষ্টিতে উপদেশ— আত্মাই নিম্নে, আত্মাই উর্ধ্বে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মা বামে — আত্মাই এই সমস্ত। যিনি এইভাবে দেখেন, মনন করেন, এইরকম বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মত্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট হন।

আর যে ইহা ছাড়া অন্যরকম জানে, সে অন্যের অধীন হয় এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমস্ত লোকে তাহার গতি সীমিত হয়।

ভূমাতত্ত্ববিদ সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন।

অষ্টম অধ্যায়

প্রজাপতি একসময়ে বলিয়াছিলেন — ‘যে আত্মা পাপরহিত, জরা-মৃত্যু-শোকরহিত, ভোজনেচ্ছা এবং পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া জানেন তিনি সমস্ত লোক ও সকল কাম্যবস্তু লাভ করেন।’

লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনিয়া দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশ এক বৎসর ব্রহ্মার্চ্য নিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন প্রজাপতি তাঁহাকে অশরীরী-আত্মার বর্ণনা দিয়াছিলেন। মরণশীল এবং মৃত্যুগ্রস্ত শরীরে অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। আত্মা

যখন শরীরে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার স্বতন্ত্রসত্তা অনুভব করা যায় না, লোকে কেবল দেহই দেখে, ইহার অতিরিক্ত যে আত্মা নামে এক বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না। প্রসন্নতাপ্রাপ্ত এই আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যে দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া যায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল যন্ত্র মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ দর্শন শ্রবণ আত্মাণাদি করে না, করেন আত্মা। ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ সেই আত্মাকেই উপাসনা করেন।

ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবগণকে এই তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে যান, তাঁহাকে আর জন্মলাভের জন্য ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ওঁ তৎসৎ ওঁ।

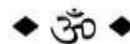


গুরুভক্তি

শ্রী রাজা সরকার

দুষ্ট লোকের দুষ্ট বুদ্ধি
টেনে আনে অশুভ শক্তি।
আনে গৃহে মধুর শাস্তি
ধার্মিক লোকের গুরুভক্তি।
দুষ্ট লোকের দুষ্ট চিন্তা
ক্ষতি করার বাসনা।
ধার্মিক লোকের শুভ চিন্তা
‘শুদ্ধ আত্মার’ সাধনা।
কৃপা যদি থাকে গুরুর
কে বা করবে ক্ষতি।

শিষ্যের ভার গুরু লয়
যদি থাকে গুরু ভক্তি।
ধর্মের জয় যেখানে আছে
ধর্ম পথে যাও।
কু-কর্মের কু-ফল
তাহা জেনে নাও।
যথা ধর্ম তথা জয়
সবাই তাহা জানে।
কলিযুগে এই উপদেশ
কতজনে তাহা মানে।



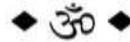
শ্রী নামের মহিমা

শ্রীমতী সুনন্দা সিংহ

কোন একজন দীক্ষা নিল শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে,
বলল গুরুকে দীক্ষা তো নিলাম ডাকি কখন তোমাকে?
বড় ব্যস্ত থাকি তাই নাম নেবার সময় নাই,
কি করে নাম জপব উত্তর তোমার কাছেই চাই।
গুরু বল্লেন মল মূত্র ত্যাগের সময় নিশ্চয় একা থাকো,
তখনই না হয় আমার নাম একটুখানি ডাকো।
একদিন হনুমানজী যাচ্ছেন উড়ে আকাশপথে,
রাম নাম কে জপছে ধ্বনি এলো কর্ণেতে।
নীচে নেমে দেখেন মল ত্যাগ করছে একজন,
নিবিষ্ট মনে রামনাম জপছে সে তখন।
আমার প্রভুর নাম নিচ্ছে বসে নোংরা স্থানে,
ক্রোধে থাপ্পড় দিলেন হনুমান লোকটির বদনে।
তারপর গেলেন হনুমান শ্রী রামচন্দ্র যেখানে,
প্রণমি তাঁহারে তাকালেন প্রভুর শ্রী বদনের পানে।
বিস্মিত হনুমান প্রভুর গালে থাপ্পড়ের দাগ দেখে,
জিজ্ঞাসেন প্রভু কার এ সাহস মেরেছে আপনাকে?
শ্রীরামচন্দ্র বলেন হনুমান, তুমিই মেরেছ আমায়,

ভক্তের অন্তরে বসবাস করি, তাও বলে দিতে হবে
তোমায়?

নোংরা স্থানে বসে নাম জপছিল যেজন,
আমারই আদেশে জপছিল সে গুরু প্রদত্ত ধন।
নামে শুদ্ধ হয় দেহ অন্তর প্রাণ মন,
সর্ববস্থায় নাম নেয়া যায় নামে বিশ্বাস হয় যখন,
মাথা হেট করে শুনছেন হনুমান কি দোষ করেছেন
তিনি,
প্রণমি চরণে বারবার বলছেন ক্ষমা কর প্রভু তুমি।
শ্রীরামচন্দ্র বলেন ক্ষমা চাও তার কাছে গিয়ে,
যার গালে তুমি মেরেছ থাপ্পড় সর্বশক্তি দিয়ে।
মলমূত্রের ভাণ্ড এ দেহ কি করে শুদ্ধ রাখি,
রসনাই পারে শুদ্ধ রাখতে নিত্য তাঁর নাম ডাকি।
নামী তুমি নাম রূপে এসে বসো আমার রসনায়,
শুদ্ধ থাকবে আমার দেহ শ্রীনামের মহিমায়।
(এ কবিতা শ্রীশ্রী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবার প্রবচনের
গল্প থেকে লেখা হয়েছে)



দ্বিব্য বাণী

- ভগবান্ কী পরিক্রমা বড় কঠিন। ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা মে বহোত দুঃখ ভোগনা পড়তা হয়। ভগবান্ কী পরিক্রমা সে গর্ভবাস ছুট জাত। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করনে কো নেহী পড়তা, অওর জনম নহী হোতা।

(ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা খুবই কঠিন। ইহাতে অনেক শারীরিক কষ্ট সহন করিতে হয়। তবে বিধিবিৎ একবার পরিক্রমা করিলে গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না।)

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

সরস্বতীর উৎস সন্ধানে

শ্রীমতী নিবেদিতা দাস (সরকার)

প্রণমামি সরস্বতী অনাদ্যা প্রকৃতি
বাক্যরূপে ত্রিজগতে যঁাহার বসতি.... (পদ্মপুরাণ)
যুগে যুগে সরস্বতীকে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে
মানা হয়। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী
দেবীর পূজা হয়। নানা পুরাণে এই দেবীর জন্ম
বৃত্তান্তের নানান ব্যাখ্যা মেলে। যুগে যুগে মানুষের
কল্পনায় লালিত হয়ে তিনি মৃন্ময়ী থেকে হয়ে উঠেছেন
চিন্ময়ী। পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী
তিথিতে প্রথম সরস্বতী পূজার প্রচলন করেন।

।। মাঘস্য শুক্লা পঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভ দিনেপি চ।।

এই মাঘী পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী
নামেও অভিহিত করা হয়।

“হয়মাপি শ্রীপঞ্চমীতি প্রসিদ্ধবেসন্তপঞ্চমীত্যেকে”...

(স্মৃতি সারোদ্ধার ৪র্থ দ্বার)

ইতিহাসবিদ ও পুরাণকারদের হাত ধরে
স্মরণাতীত কাল থেকে সরস্বতীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে
হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। আর্থযুগে তিনি ছিলেন
নদীরূপে— নদীতমে সরস্বতী পরবর্তীতে হলেন দেবী—
তারপরে হলেন জ্যোতিময়ী—তন্ত্রে দেখা দিলেন
মাতৃকামূর্তিতে।।

কালিকাপুরাণমতে, ব্রহ্মার মানসলোক থেকে জন্ম
নেন সরস্বতী। আবার ইনিই হলেন সায়ংসন্ধ্যার
ধ্যানরূপী বেদমাতা গায়ত্রীদেবী।।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদ সৃষ্টি
করেছিলেন। বেদের আর এক নাম ।।‘শব্দ’।। তাই
বাক্ বা শব্দের অধীশ্বরী সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আছেন
বেদের মধ্যেই।

“।।বেদরাশি ঃ স্মৃতো ব্রহ্মা সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা।।”

সুতরাং যিনি বেদমাতা গায়ত্রী, তিনিই সাবিত্রী
আবার তিনিই বাগদেবী সরস্বতী। (মৎসপুরাণ)

পদ্মপুরাণ মতে, ‘যেহেতু ব্রহ্মার হৃদয়াসন থেকে
উদ্ভূত সরস্বতী তাই তিনি হলেন “শ্বেতস্মরাধরা নিত্য
শ্বেতগন্ধানুলেপনা”— আবার তিনিই নদীরূপে
প্রবাহিতা পঞ্চধারায়। এরা হলেন সুপ্রভা, কাঞ্চনা, প্রাচী,
নন্দা ও বিশালা। এই জন্যই ব্রহ্মতীর্থ পুষ্কর হ্রদে সরস্বতী
‘পূতাৎ পূতাত্মা’।।

পুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ লেখা হয়
সব থেকে শেষে। এখানে সরস্বতীর জন্মবৃত্তান্তের একটি
চমকপ্রদ কাহিনী আছে— ব্রজধামে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের
সাথে বিরাজ করছেন। আত্মাদিত শ্রীরাধার অন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীরাধার বচনসুধা পান করছেন,
এমন সময় সহসা শ্রীরাধার মুখারবিন্দ থেকে অতি
লাবণ্যময়ী অনিন্দ্যসুন্দরী শুভ্রা সরস্বতী কন্যারূপে জন্ম
নিলেন। শ্রীরাধার মুখ থেকে জন্ম নিয়েই কন্যা সতৃষ্ণ
নয়নে কাম-মদিরাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ঘন ঘন
নেত্রপাত করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ, অখিলেশ্বর,
নিখিলেশ্বর, সর্বগুণাকর সর্বেশ্বরের কিছুই অজানা
ছিলনা। তিনি দেবীর মনোভাব বুঝতে পেরে দেবীকে
হিত বাক্যে প্রবোধ দিয়ে বোঝাতে লাগলেন — যেহেতু
শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা , প্রেমে বলবতী,
সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কাউকে
গ্রহণ করা সম্ভব না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তারই অপর স্বরূপ,
সর্বগুণাধার, সুদর্শন কমলনয়ন শ্রীনারায়ণকে পতিত্বে
বরণ করে নেওয়ার জন্য সরস্বতীকে অনুরোধ করলেন।
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সরস্বতী লাজনম্র বাচনে
নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করায় অসম্মতি প্রদান
করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে শান্ত করার জন্য

এবং নারায়ণের আর এক স্ত্রী (অপর স্ত্রী লক্ষ্মী) হওয়ার সম্মতি আদায় করার জন্য সরস্বতীকে বর প্রদান করলেন, বললেন — প্রতি বর্ষে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা করবে সবাই। আর ঐ দিনে সুবর্ণফলক তৈরী করে চন্দন লিপ্ত করে ভক্তিভরে কেউ অঙ্গধারণ করলে তাঁর সর্ব মনস্কামনা পূরণ হবে।

এই বর প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম দেবী সরস্বতীর পূজা করেন। পুরাণ অনুসারে — শ্রীকৃষ্ণ দেবী পূজার জন্য সংগ্রহ করেন মাখন,দই,ক্ষীর, খই, তিল, লাড্ডু,ইক্ষুরস,গুড়,মধু,শর্করা,আতপচাল, মিষ্টি, নারকেল, সুস্বাদু কুল,পাকা কলা, মিষ্টান্ন, পরমান্ন,আদা, কেশর,ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি নৈবেদ্যাদি সজ্জিত করে ভক্তিয়ুক্ত অন্তরে বসলেন সরস্বতী পূজায়। তারপর পদ্মাসনে বসে, আরম্ভ করলেন সরস্বতীর ধ্যান — তাঁর শ্রীমুখে স্মুরিত হল —

সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সন্মিতাং সুমনোহরাম্।

কোটিচন্দ্র প্রভাজুষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহাম্।।

বহিঃশুদ্ধ শুক্লবাসাং সন্মিতাং সুমনোহরাম্।

রত্নসারেন্দ্র নির্মাণ বরভূষণ ভূষিতাম্।।

শ্রীকৃষ্ণের পূজা পেয়ে প্রীত সরস্বতী তার প্রতি বাসনা পরিত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকটে চলে গেলেন। নারায়ণ সরস্বতীর প্রার্থনা পূর্ণ করে তাকে বসালেন ধর্মপত্নীর আসনে। নারায়ণের তিন ধর্মপত্নী — লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। একদিন পরস্পরকে অভিষাপ প্রদান করে মর্ত্যধামে তিন নদী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী রূপে অবতরণ করেন।

এই নদীরূপা সরস্বতী আবার পুরাণে এসেই হলেন বিগ্রহবতী। তন্ত্রমতে বাগ্‌দেবী হলেন বর্ণেশ্বরী। তার হাতে বর্ণময়ী অক্ষ মালা (অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত) আর দেবী হলেন নাদ বিন্দুময়ীঃ।

সরস্বতীর মাতৃকামূর্তিই তন্ত্রে প্রকটিত ঋগ্বেদে। সরস্বতীকে যেমন নদীশ্রেষ্ঠা, দেবী শ্রেষ্ঠা বলা হয়েছে, তেমনি মাতৃশ্রেষ্ঠাও বলা হয়েছে। শুধু হিন্দু তন্ত্রেই নয়, বৌদ্ধ তন্ত্রেও এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধগণ

যে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্ঘ্যবজ্রসারদা মূর্তির ধ্যান দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে দেবীর মাতৃভাবটিই প্রাধান্য পেয়েছে। আবার তন্ত্রে ‘মহানীল সরস্বতীর’ কথা ও আছে। এই মহানীল সরস্বতীর আরাধনা করলে বাক্‌শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তন্ত্রসারে আছে — ‘ ‘লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীল সরস্বতী”’।

প্রপঞ্চসারে দেবী সরস্বতী নটি শক্তির অধিকারী- মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিদ্যেশ্বরী।।

শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনী অনুসারে সরস্বতীর কাছে একসময় মেঘবলি দেওয়ার প্রচলনও ছিল। আবার দেবী সরস্বতীকে পুরাণকাররা বড় বৈদ্য হিসেবেও দেখিয়েছেন। যখন অসুরদের প্ররোচনায় ইন্দ্র তার বল-বীর্য সব হারিয়ে ফেলেন তখন স্বর্গের বৈদ্যদ্বয় (অশ্বিনীকুমার দ্বয়) এবং তাদের স্ত্রী সরস্বতীর প্রচেষ্টায় ইন্দ্র তার বলবীর্য ফিরে পান।

বিশ্বজগৎ সৃষ্টির রহস্য চিন্তা করতে করতে বৈদিক ঋষিরা দেবদেবীর তত্ত্ব এনে উপস্থাপিত করলেন, শক্তিরূপে চিন্তা করলেন দেবীদের আর পরমপিতা ব্রহ্মাকে চিন্তা করা হল ঐশ্বা হিসেবে, বিষু হলেন পালনকর্তা আর শিব হলেন রুদ্র বা সংহারকর্তা, আর বাক্‌ ছাড়া ব্রহ্মাকে কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ ।। বাগ্‌ বৈ ব্রহ্ম ।। যদিও নারদীয় পুরাণ অনুসারে বাক্‌ কখনো ব্রহ্মাণী, কখনো বৈষ্ণবী আবার কখনো শিবশক্তি। ঋগ্বেদে বাক্‌ চার প্রকার, তিন প্রকার বাক্‌ গুহাতে নিহিত। চতুর্থ বাক্‌ বা তুরীয় বাক্‌ যা আমাদের মুখের কথা। ‘জাগ্রত’ অবস্থায় বাক্‌ হল বৈখরী - (ব্রহ্মার কন্যা) আবার এই বাক্‌ যখন ব্রহ্মশক্তি হিসেবে প্রকাশিত হয় তখন তিনি ব্রহ্মপত্নী। ‘অজ্ঞান’ অবস্থায় বাক্‌ হল মধ্যমা- (বিষ্ণুপত্নী), সুযুপ্তি অবস্থায় বাক্‌ হলেন পশ্যন্তি (রুদ্রশক্তি)। সুতরাং সরস্বতী একাধারে বাগ্‌দেবী, বাগ্‌বাদিনী, বাঙ্ঘয়ী, তিনি বীণাপানি, হংসবাহিনী মহাশ্বেতা।

ইনি সরবৎ অর্থাৎ সূর্যের পত্নী ও কন্যা। সরবৎ শব্দের আর এক অর্থ হল প্রচুর জলবিশিষ্ট নদী। বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বৈদিক সভ্যতা। ওই নদীর রূপে কল্পনা, অনুযঙ্গ পদ্ম কচ্ছপ, হাঁস, জ্ঞান ও কলার স্মারকে অধিকান্ত পুস্তক, কলম ও বীণা। দক্ষিণ ভারতে সরস্বতীর বাহন হাঁস বা সিংহ নয় ময়ূর।। সরস্বতী বীণা বাজিয়ে আর্ত, শ্রান্ত মানুষের ক্লান্তি দূর করে মানুষের মনকে নির্মল আনন্দে ভ'রে তোলেন। জ্ঞানের অধীশ্বরী রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। সরস্বতী হংসবাহিনী—জলমিশ্রিত দুধ পানের সময় হাঁস জল থেকে দুধ পৃথক করতে পারে, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ সংসারের পঙ্কিল বস্তু বর্জন করে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ

করেন। সরস্বতী — সরস্বান — সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই এই দেবীর অর্চনা মূলত সূর্যের গতিপথ নির্ভর, পুরাণ মতে নানাভাবে আমরা সরস্বতী দেবীকে নানা শক্তিরূপে বন্দনা করলেও পরিশেষে বলতে পারি।। জ্ঞান-রূপ-জ্যোতিই হলেন স্বয়ং সরস্বতী।। কারণ সরস্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ হল 'জ্যোতি'—সরস্বতী জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় আলোকিত করেন। তাই আমরা প্রার্থনা করি —

অসতো মা সদগময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যুর্মাহমৃত গময়।।

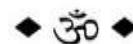


শ্রীগুরুবন্দনা

শ্রীমতী মৌমিতা রায় বসু

ওরে,কে কোথা আছিস, ছুটে চল ত্বরা
শ্রীগুরুর রাঙা চরণতলে.....
দিন বৃথা যাবে, প্রাণ খালি রবে
রাঙা পদে যদি ঠাই না মিলে।
শ্রীগুরুদেবের আঁখি দুটি হতে
সদাই স্নেহের আশীষ বারে,
বরাভয় তাঁর ভক্ত মনের
যতেক কালিমা - কলুষ হরে।
শ্রীমুখেতে তাঁর মৃদু মৃদু হাসি
কৃষ্ণকথায় বিরাম নাই,

শ্রীচরণ তাঁর মুক্তিপ্রদায়ী
অস্ত্রিমে যেন শরণ পাই।
শ্রীভগবানই সাক্ষাৎ এসে
শ্রীগুরু রূপেতে দিলেন ঠাই,
ভক্ত - বাঞ্ছা-কল্পতরু
গুরু - গোবিন্দে প্রভেদ নাই।
এই অধমের কিছু নাই প্রভু...
অনন্ত কোটি প্রণাম নাও;
তব পদে মতি, ভগবানে রতি,
শরণাগতির আশীষ দাও।



আশ্রম সংবাদ

- শ্রীকাঠিয়া বাবা কা স্থান, শ্রীধাম বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর নিত্যসেবা পূজা, সাধুসেবা, গো সেবা, উৎসব ও ভাঙারাদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভব্য শৃঙ্গার, ফুলবাংলা, অখণ্ড প্রসাদ সেবা, দরিদ্র নারায়ণ সেবা, বজ্রাদি বিতরণ আদি আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক কার্যসমূহ যথাবিহিত রূপে চলছে।
- ২০১৪ সালের দোলপূর্ণিমাতে ১৬/০৩/২০১৪ শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম O.N.G.C. বাঁধাব ঘাট আগরতলায় পরমপূজ্য কাকাজী শ্রীস্বামী পুরুষোত্তমদাসজী মহারাজজীর নবনির্মিত মন্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা মহোৎসব শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজজীর পুণ্য উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় অসংখ্য লোকের উপস্থিতি উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।
- ২০১৪ সালের জুলাই মাসে আমাদের বাবাজী মহারাজ অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর সমুপস্থিতিতে ভক্ত মহানগরী শিলচরে মহারাজজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শংকর সেনের অর্থব্যয়ে শিলচরস্থ “রাজীবভবনে” বিবিধ আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ০৫/০৭/২০১৪ তারিখ থেকে ১২/০৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে শ্রীমদ্ভাগবত- সপ্তাহ ও শ্রীগোপালযজ্ঞাদি সপ্তাহব্যাপী হয়। ঐ দিব্য দিনগুলিতে আপনাদের উপস্থিতিতে উৎসব সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।
- ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের বাবাজী মহারাজ অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর সমুপস্থিতিতে ভক্ত মহানগরী করিমগঞ্জে, শ্রীকাঠিয়াবাবা চেরিটেবল ট্রাস্ট কর্তৃক অর্থব্যয়ে করিমগঞ্জ কলেজের পেছনে সুবিশাল মাঠে বিবিধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ৬/১২/১৪ তারিখ থেকে ১৩/১২/১৪ তারিখ পর্যন্ত বাবাজীর আবির্ভাব মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ, শ্রীগোপাল মহাযজ্ঞাদি সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ দিব্য দিনগুলিতে আপনাদের উপস্থিতিতে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।
- শ্রীশ্রী স্বামী ধনঞ্জয়দাসকাঠিয়াবাবাজীর তিরোভাব উৎসব ২০১৫ সালের ১৭ই এপ্রিল (শুক্রবার) চতুর্দশী তিথিতে কাঠিয়াবাবা কা স্থান, গুরুকুল রোডে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি।
- ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই (শুক্রবার) শ্রীশ্রী স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজীর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব গৌহাটী কাঠিয়াবাবাজীর আশ্রমে সাড়ম্বরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি।
- আগামী ২০১৫ সালের আগস্ট মাসের ২৫ তাং থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তাং পর্যন্ত পুণ্যভূমি নাসিকে মহারাষ্ট্রে গোদাবরীতটে মহাকুস্তমেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে প্রত্যহ সাধুসেবা ও ৩টি পুণ্যতিথিতে শাহী স্নান হবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নাসিক কুণ্ডে নিম্নলিখিত স্নানের তারিখ নিশ্চিত হয়েছে --
প্রথম শাহী স্নান - ২৯শে আগস্ট, ২০১৫ (শনিবার) রক্ষাবন্ধন উৎসব
দ্বিতীয় শাহী স্নান - ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ (রবিবার) অমাবস্যা
তৃতীয় শাহী স্নান - ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ (শুক্রবার) ঋষিপঞ্চমী
বিঃদ্রঃ - নাসিক কুণ্ডে খুব বৃষ্টি হয়। তাই ছাতা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
- ১৪২২ সনের ফাল্গুন মাসে (ইং ২৩শে মার্চ, ২০১৬)

বুধবার দোলপূর্ণিমা তিথিতে শিলিগুড়িস্থিত ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম ও নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের উপস্থিতি সর্বতোভাবে কামনা করি।

শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব উপলক্ষে “শ্রীনিম্বার্ক প্রসাদ” নামক পত্রিকা প্রকাশিত হবে। যথাসময়ে সংগ্রহ করবেন।

- ভারতের দক্ষিণে রামেশ্বরে জমি ক্রয় করা হয়েছে। প্ল্যান পাশও হয়ে গেছে। আগামী জুন/জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীশ্রীভগবদিচ্ছায় নির্মাণকার্য শুভারম্ভ হবে। ওই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।
- আগামী ২০১৬ সালের এপ্রিল / মে মাসে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীতে পুণ্যসি প্রাতটে পূর্ণকুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সময় নানাবিধ শাস্ত্রীয় কার্যক্রম সহ প্রত্যহ সাধুসেবা, নর-নারায়ণ সেবা, ঔষধ বিতরণ, বস্ত্রবিতরণ, আদি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি।
- কিছু কিছু ভক্তদের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমহারাজজী ২০১৭ সালের এপ্রিল / মে মাসে ইউরোপ টুরে যাওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছেন, তিনি ইউরোপে- ইটালী, প্যারিস, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, নিস, ফ্রাঙ্কফট, লণ্ডন ও অন্যান্য ইউরোপের বিবিধ জায়গায় ভক্তগণ সহ যাবেন। তাই সেখানে যারা যেতে ইচ্ছুক মহারাজজীর সহিত তারা নিম্ন ফোন নম্বরে যোগাযোগ রাখিবেন। সম্পর্ক সূত্র - ০৯৮৭৪৪৫২৬৫৮
- আসামের করিমগঞ্জে একটি বিশাল জমি ভক্তগণ ক্রয় করেছেন। তথায় একটি বিশালাকার আশ্রম নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। শীঘ্রই উহা ফলবর্তী হবে। এখন সমস্তই ভগবদিচ্ছা।
- ২০১৫ জানুয়ারী মাসে লামডিং, আসামে শ্রীশ্রী ১০৮

স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর পরম পৌরহিত্যে সপ্তদিবসব্যাপী ভাগবত সপ্তাহ, শ্রীগোপালযজ্ঞ ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ণাদি সকলের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তৃত সংবাদ বাসুদেব পত্রিকায় ছাপানো হবে।

- পুরী, অশোকনগর, শিলিগুড়ি ও মানিকবাজার আশ্রমে শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে নিঃশুল্ক এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
 - পাঞ্জাবে অমৃতসর হইতে কিয়দূরে অবস্থিত শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা স্বামী রামদাসজীর জন্মস্থান লোনাচমেরী গ্রামে কাঠিয়াবাবাজীর স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিমন্দির সম্প্রতি নির্মাণাধীন আছে। ঐ দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।
 - শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, কলকাতা প্রতি বৎসর মানব তীর্থ প্রাইমারী স্কুল, কাকদ্বীপে ছাত্রছাত্রীদের জন্য চেয়ার-টেবিল, খাতা-কলম, কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দান বাবদ হাজার হাজার টাকা খরচ করে।
 - শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, কলকাতা, মানিকবাজারে শ্রীরাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে বেশ কয়েক বছর যাবৎ নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু কম্পিউটার, ল্যাপটপ, খাতা-কলম প্রদান ও শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনকক্ষ নির্মাণাদি প্রভূত সেবামূলক কার্য করছে। আপনাদের অবগতির নিমিত্ত জানানো হল।
 - হরিদ্বার, লামডিং, তিনসুকিয়া, কৈলাশহর ইত্যাদি আশ্রমগুলিতে সেবা-পূজাদি কার্য সুষ্ঠুভাবে চলছে।
 - দক্ষিণেশ্বরে প্রস্তাবিত কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রমের নির্মাণ বিষয়ক কাজ ও অন্যান্য প্রচার-প্রসারমূলক কাজ ধীরে ধীরে চলছে।
- এই স্থলে সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের নির্মাণাধীন কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রমটি দক্ষিণেশ্বর মৌজার মধ্যেই পড়েছে। এই আশ্রমের

পেছন দিক হইতেই আড়িয়াদহর সীমা আরম্ভ হয়। তাই আমাদের আশ্রমটি দক্ষিণেশ্বরের সীমাতেই পড়েছে, আড়িয়াদহ সীমায় নয়। তাই আশ্রমের ঠিকানা হবে :-

স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সাধনাশ্রম

১১ নং ইউ. এন. মুখার্জী রোড,

পোঃ - দক্ষিণেশ্বর

কলিকাতা - ৭০০ ০৭৬

আমরা ভুলবশতঃ আড়িয়াদহ আশ্রম বলি, আড়িয়াদহ'র স্থানে দক্ষিণেশ্বর স্থিত আশ্রম বলতে হবে।

- শ্রী কাঠিয়া বাবা কা স্থান, শ্রীধাম বৃন্দাবনের ত্রৈভাষিক (বাংলা - হিন্দি - ইংরাজী) মুখপত্র “শ্রীনিম্বার্ক জ্যোতি” র গ্রাহক হবার জন্য বৃন্দাবনের ঠিকানায় পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যোগাযোগের ফোন নম্বর : ০৫৬৫-২৪৪২ ৭৭০।
- যাহারা শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান, শ্রীধামবৃন্দাবন থেকে সেবাপূজা বা উৎসবাদি বিষয়ক একাধিক পত্র

পান বা কোন পত্র পান না, দয়া করে সম্পূর্ণ ঠিকানা (পিন কোড ও ফোন নম্বর সহ) লিখে পত্র মাধ্যমে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

- যে সকল ভক্তজন আশ্রমের সাধুসেবার জন্য অর্থাদি সাহায্য পাঠাতে চান, তারা নিম্নলিখিত A/C - এ টাকা পাঠাতে পারেন।
Thakurjee Sri Sri Vrindaban Beharijee
A/C. No. : 10684298672.
SBI, Vrindavan
Branch Code : 2502, IFSC – SBIN0002502
- যাহারা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থিত কাঠিয়াবাবা কা স্থানে মহারাজজীর নিকট পত্র দিয়ে অথবা অর্থ পাঠিয়ে প্রাপ্তি সংবাদ হেতু অপেক্ষা করেন, তাহারা পত্রে বা মানি-অর্ডার কুপনে ফোন নম্বরটি অবশ্যই লিখবেন-কৃপা পূর্বক। আপনাদের এইরূপ সহযোগিতায় আমরা ধন্য হব।

নিবেদক

শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট
শ্রীধামবৃন্দাবন



দ্বিব্য বাণী

- কুস্তযোগে কোটি কোটি ভক্তগণসহ ধর্মাচার্য্য ও সাধকদের সমুপস্থিতি সতাই মৃত মানুষকে অমৃতলোকে উপনীত করে। যদি আমরা মনে করি যে কুস্ত অর্থাৎ একটি অমৃতপূর্ণ কলস, তবে উহা হইতে এ শিক্ষা পাই যে — মৃতশরীর রূপ কলসের মোহ ত্যাগ করে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া অথবা সমর্পিত চিত্ত হওয়া — ইহাই কুস্তের যথার্থ তাৎপর্য্য ও রহস্য।
- অন্তর্মানে অসতের পরাজয় ও পূর্ণসত্য এবং শাস্ত আনন্দের অভিব্যক্তি বা আনন্দনই হইল কুস্তের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধটি অখণ্ড। অদ্বৈত দ্বৈতাত্মক এবং অদ্ভুত মধুর লীলাবিলাস। অপরিসীম লীলামহিমার প্রকাশ। ইহা ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না, ইহা অনুভূতি সাপেক্ষ।

— শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

নাসিক কুস্ত সংবাদ

তাং ০১।০৫।১৫
শ্রীকাঠিয়াবাবাকাস্থান
গুরুকুল রোড
পো- বৃন্দাবন
জিলা- মথুরা
পিন নং- ২৮১১২১
ফোন নং-(০৫৬৫) ২৪৪২৭৭০

পরমপ্রীতিভাজনেষু - ভাজনীয়াষু

আপনাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে এইবার ২০১৫ সালের শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তিথি, গ্রহ, নক্ষত্র ও পলাদির জ্যোতিষবিষয়ক গণনানুসার সিংহরাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের সংযোগ থাকায় মহারাষ্ট্রস্থিত নাসিকে গোদাবরীর দিব্য রাতুলতটে তপোবনে কুস্তযোগ সম্পন্ন হবে। প্রতি কুস্তমেলায় শ্রীকাঠিয়া বাবা কা স্থান গুরুকুল রোড শ্রীধামবৃন্দাবনের পক্ষ থেকে অখিল ভারতীয় চার সম্প্রদায় খালসা স্থাপিত হয়। এই খালসায় অব্যাহত সাধু-সন্তদের সেবা সম্পাদিত হয়, যাহা বহু অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ। এইবার পবিত্রতোয়া গোদাবরীতে ৩টি শাহীস্নান হবে। তাই আপনারা যথাসময়ে নাসিকে উপস্থিত থেকে দিব্য শাহী স্নান করে জীবনযাত্রা ধন্য করুন, এই আমরা ইচ্ছা করি। নাসিক কুস্তে শাহীস্নানের তারিখ ও তিথি নিম্নলিখিত —

- প্রথমস্নান — ২৯ শে আগষ্ট, শনিবার, শ্রাবণী পূর্ণিমা।
- দ্বিতীয়স্নান — ১৩ ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, কৃষ্ণা অমাবস্যা।
- তৃতীয়স্নান — ১৮ ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ঋষি পঞ্চমী তিথি।

কুস্তের ঠিকানা :-

অখিল ভারতীয় চতুঃ সম্প্রদায় শ্রীমহন্ত
স্বামী রাসবিহারী দাসজী কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ
C/o. অখিল ভারতীয় চতুঃসম্প্রদায় খালসা
বৈরাগী ক্যাম্প, তপোবন নাসিক কুস্তমেলা
পোঃ - নাসিক মহারাষ্ট্র, পিন নং ৪২২০০২

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-

- নাসিক কুস্তে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। তাই সঙ্গে ছোট ছাতা রাখা দরকার ও প্রয়োজনীয় প্লাস্টিক সীট বিছানার নীচে পাতার জন্য থাকলে ভাল।
- নাসিক তপোবনে আমাদের বৈরাগী ক্যাম্প থাকে। সুতরাং, এই তপোবন শব্দ মনে রাখতে হবে। ক্যাম্প খুঁজতে কষ্ট হবে না।
- কেহই ৩টি শাহী স্নানের মধ্যে একাধিক স্নান করবেন না, এই অনুরোধ রহিল। কারণ নাসিকে জায়গা খুবই

কম থাকে বা সরকারের নিকট থেকেই অল্প জায়গা পাওয়া যায়। একাধিক স্নান করলে আমরা সকলকে ক্যাম্পে একসাথে জায়গা দিতে পারব না। সমস্যার সমাধান আপনাদেরই হাতে জানবেন।

- নাসিক কুস্ত থেকে ঠিক ৮ মাস পর উজ্জয়িনীতে মধ্যপ্রদেশে কুস্তযোগ হবে। আপনারা কয়জন ও কতদিন কুস্তে অবস্থান করিবেন এবং কোন স্নানে পৌঁছবেন, তাহা পূর্বে হতেই আমাদের জানালে আমাদের ব্যবস্থা করতে সুবিধা হয়।
- নাসিক কুস্তমেলায় কুস্তভূমিতে জায়গার অভাবে যদি কেহ বাহিরে ধর্মশালায়, গেস্ট হাউসে, বাতানুকুলিত ভালো হোটেলে থাকতে চান, তা হলে অতি সত্ত্বর নিম্নরূপ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
সত্যজিত চক্রবর্তী ফোন নং — ০৯৪২০৩৬৩৯০৭
- যারা কুস্তে নাসিকে 'চার সম্প্রদায় খালসা' খুঁজে পাবেন না বা খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত পরিক্রান্ত যদি হন তা হলে আপনারা ট্রেন হতে নেমেই বা সুবিধামত পরে নিম্ননম্বরে যোগাযোগ রাখলেই সহজেই খালসা খুঁজে পাবেন বলে মনে করি।

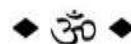
অনন্তদাস ফোন নম্বর — ০৮৮৯৯৮৪৯২০৩

- নাসিক কুস্তে তপোবনে 'চার সম্প্রদায় খালসা' টি খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল — নির্বাণ আখড়া, দিগম্বর আখড়া ও নির্মেহী আখড়া এবং ডাকোর খালসার নাম সকলেই জানেন। চির আচরিত নিয়মানুসারে এইসকল আখড়া গুলির সামনেই 'চার সম্প্রদায় খালসা' থাকবেই। প্রতি কুস্তেই চার সম্প্রদায় খালসা খুঁজে পেতে ভক্তদের অসুবিধা হয়। তাই বিশেষভাবে মার্গদর্শন করা হল। আশা করি আর কোনদিন চারসম্প্রদায়ের খালসা খুঁজতে অসুবিধা হবে না। নির্বাণী আখড়ার নাম সরকারীর স্তরে সকলেই জানেন।
- মানিকবাজারে স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা প্রাইমারী বিদ্যালয়ে একটি পঠন-পাঠন কক্ষ নির্মাণার্থে ৩ লক্ষাধিক টাকা শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট শ্রীধামবৃন্দাবন দান করেন।
- গঙ্গাসাগরের নিকট অবস্থিত কাকদ্বীপে তত্রস্থ একটি বিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন সংস্থাতে কাপড়, জামা, প্যান্ট ও অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি, চেয়ার-টেবিল, তথা Computer Laptop প্রভৃতি দান করেন শ্রীকাঠিয়া বাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কোলকাতা, যাহা শ্রীধামবৃন্দাবন কর্তৃক পরিচালিত।
- আমাদের -বাবাজী মহারাজ আগামী জুন মাসের ২০ তারিখ মরিশাস যাবেন ভক্তদের অনুরোধে ৭ দিনের জন্য। তথা হইতে ভারতে ফিরে তিনসুকিয়া,করিমগঞ্জ ও শিলিগুড়ী আশ্রমের কাজ পরিদর্শন করে জুলাই মাসের ৮ তারিখের পর গোপালধামে অবস্থান করবেন।
- শ্রী শ্রী রামদাসজী কাঠিয়া বাবাজীর পুণ্য জন্মস্থান শ্রীলোনাচমেরী গ্রামে কাঠিয়া বাবাজীর স্মৃতিমন্দিরের কাজ খুবই দ্রুতবেগে চলছে। স্মৃতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য ২০১৬ সালের মার্চ মাসে হবে আশাকরা যাচ্ছে। এখন সমস্তই শ্রীশ্রীভগবদিচ্ছা।
- করিমগঞ্জ স্থিত ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে করিমগঞ্জেই একটি দেড় বিঘা জমি খরিদ করা হয়েছে আশ্রম নির্মাণার্থে। কিছুদিনের মধ্যেই নির্মাণকার্য শুভারম্ভ হবে।

নিবেদক

শ্রীকাঠিয়া বাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

শ্রীধামবৃন্দাবন



শ্রীনিম্বার্ক ব্রতোৎসব প্রদীপ

বঙ্গাব্দ - ১৪২২ খৃষ্টাব্দ - ২০১৫-১৬ * শ্রীনিম্বার্কাব্দ - ৫১১০-৫১১১

বিশেষ নিবেদনঃ

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শিষ্যভক্ত অনুগামীগণ সমগ্র ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাস করেন। সকল স্থানে নক্ষত্র, পল, অনুপল (অর্ধরাত্র বেধবাদ) ইত্যাদির বিচারে সর্বদা মিল হয় না। তাই কোন একাদশী, গ্রহণ ও অন্যান্য উপবাসাদি বিষয়ে কোন মতান্তর উপস্থিত হলে তত্তৎ স্থানের আশ্রমের মহন্তজী অথবা নিজ নিজ গুরুদেবের নির্দেশানুসারে পালন করা বাঞ্ছনীয়। এইবার একাদশী তিথি এবং অন্যান্য তিথি ও ব্রতসমূহ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুসারে নির্ণীত হয়েছে।

বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষঃ

১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল, বুধবার, একাদশীঃ বরুথিনী একাদশী ব্রত। নববর্ষারম্ভ

৩রা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, শুক্রবার, চতুর্দশীঃ ব্রজবিদেহী ও চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্বভূরামদেবাচার্য্য দ্বারানুবর্তী ৫৬তম আচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজজীর তিরোভাব মহোৎসব।

৪ঠা বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল, শনিবার, অমাবস্যাঃ অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

বৈশাখ শুক্লপক্ষঃ

৭ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, মঙ্গলবার, তৃতীয়াঃ অক্ষয় তৃতীয়া, সত্যযুগাদ্যা। স্নান-দানাদিতে অক্ষয় পুণ্যালাভ। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা। রোহিনী নক্ষত্র যুক্ত বৈশাখী তৃতীয়ায় গঙ্গাস্নানে অনন্ত পুণ্যফল। তিল তর্পন ও যবের ছাতু প্রদেয়। পুরীধামস্থ শ্রীকাঠিয়া বাবা সেবাশ্রম ও কুঞ্জবিহারী ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস।

৯ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, পঞ্চমীঃ জগদগুরু আদ্যাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

১২ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল, রবিবার, অষ্টমীঃ শ্রীবিলাসাচার্য্যজী পাটোৎসব।

১৩ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল, সোমবার, নবমীঃ শ্রীশ্রী সীতা নবমী ব্রত।

১৬ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, দ্বাদশীঃ পূর্বতিথি বিদ্যা হেতু অদ্য একাদশী পালিত হইবে।

১৯শে বৈশাখ, ৩রা মে, রবিবার, চতুর্দশীঃ শ্রী নৃসিংহ চতুর্দশী তিথি। (সন্ধ্যা সময়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরজীর পঞ্চমৃত দ্বারা অভিযেক পূজন বিধেয়।)

২০শে বৈশাখ, ৪ঠা মে, সোমবার, পূর্ণিমাঃ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলযাত্রা, বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধ পূর্ণিমা।

জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষঃ

২৪শে বৈশাখ, ৮ই মে, শুক্রবার, চতুর্থীঃ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার আবির্ভাব তিথি।

২৬শে বৈশাখ, ১০ই মে, রবিবার, ষষ্ঠীঃ শ্রীশ্রী বামন ভট্টাচার্য্য পাটোৎসব।

৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে, বৃহস্পতিবার, একাদশীঃ অপরা একাদশী। শ্রীশ্রী ১০৮ গঙ্গামাতাজীর আবির্ভাব উৎসব।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, সোমবার, অমাবস্যাঃ অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষঃ

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে, শুক্রবার, চতুর্থীঃ শ্রীশ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্যজী পাটোৎসব।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে, রবিবার, ষষ্ঠীঃ জামাই ষষ্ঠী।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে, সোমবার, সপ্তমীঃ শ্রী স্বরূপাচার্য্যজী পাটোৎসব।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে, বৃহস্পতিবার, দশমীঃ গঙ্গাদশহরা, মাগঙ্গার ধরনীতলে অবতরণ। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ী স্বভূরাম দেবাচার্য্য দ্বারানুবর্তী ৫৫তম আচার্য্য ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায়ী শ্রীমহন্ত অনন্ত শ্রীবিশুযিত স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর শুভ আবির্ভাব মহোৎসব। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ কাঠিয়াবাবা কা স্থান আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবস।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯শে মে, শুক্রবার, একাদশীঃ নির্জলা একাদশী ব্রত।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা : পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।

আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষ :

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন, বুধবার, অষ্টমী : শ্রীপদ্মাকর ভট্টাচার্য্যজী পাটোৎসব।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন, বৃহস্পতিবার, নবমী : শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যজী পাটোৎসব।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন, শনিবার, দ্বাদশী : যোগিনী একাদশীর ব্রতোপবাস

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই জুন, মঙ্গলবার, অমাবস্যা : অমাবস্যার ব্রতোপবাস। মলমাস (অধিক মাস আরম্ভ)।

আষাঢ় শুক্লপক্ষ :

৬ই আষাঢ়, ২২শে জুন, সোমবার, ষষ্ঠী : রাত্রি ষঃ ১২।৪৯।৪৯ গতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তিঃ ও কামাক্ষ্যা মায়ের পূজা। অম্বুবাচী মধ্যে যতি, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজদিগের পাক দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষেধ, প্রয়োজনে বিধবারা ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন। কামাক্ষ্যা মায়ের মহাপূজা ও মেলা।

১০ই আষাঢ়, ২৬শে জুন, শুক্রবার, নবমী : অম্বুবাচী নিবৃত্তিঃ ষঃ ১।১৩।৫১মিঃ গতে।

১২ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, রবিবার, একাদশী : একাদশী ব্রতোপবাস।

১৬ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা : পূর্ণিমার ব্রতোপবাস।

আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষ :

২৬শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই, রবিবার, একাদশী : একাদশী ব্রতোপবাস।

৩০শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা : অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

আষাঢ় শুক্লপক্ষ :

১লা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, শনিবার, দ্বিতীয়া : শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

৯ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই, রবিবার, দশমী : শ্রী মাধবাচার্য্যজী পাটোৎসব। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উল্টোরথ।

১০ই শ্রাবণ, ২৭শে জুলাই, সোমবার, একাদশী : একাদশী ব্রতোপবাস।

১৪ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই, শুক্রবার, পূর্ণিমা : শ্রীশ্রী গুরুপূর্ণিমা মহামহোৎসব। গৌহাটীস্থিত স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবার সাধনাশ্রমে এইবার শ্রীশ্রী মহারাজজীর সমুপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ, শ্রীশ্রীগোপাল মহাযজ্ঞ, শ্রীহরিনাম সংকীর্তন, ভজন সন্ধ্যা আদি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হইবে।

শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ :

২৪শে শ্রাবণ, ১০ই আগস্ট, সোমবার, একাদশী : কামদা একাদশীব্রত।

২৮শে শ্রাবণ, ১৪ই আগস্ট, শুক্রবার, অমাবস্যা : অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

শ্রাবণ শুক্লপক্ষ :

৩১শে শ্রাবণ, ১৭ই আগস্ট, সোমবার, তৃতীয়া : শ্রীবলভদ্রাচার্য্যজী পাটোৎসব। ব্রজমহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মনোহর দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর আবির্ভাব তিথি। হরিয়ালী তিজ মহোৎসব। শ্রীধামবৃন্দাবনে ঠাকুর শ্রীবাঁকেবিহারীজীর বুলনযাত্রা প্রারম্ভ।

৮ই ভাদ্র, ২৬শে আগস্ট, বুধবার, একাদশী : একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান আশ্রমে পঞ্চদিবসব্যাপী বুলনযাত্রা ও রাসলীলা প্রারম্ভ।

১১ই ভাদ্র, ২৯শে আগস্ট, শনিবার, পূর্ণিমা : বুলন পূর্ণিমা। রক্ষাবন্ধন উৎসব। নাসিক কুস্তের প্রথম শাহী স্নানদিবস।

ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষ :

১৪ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, তৃতীয়া : শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহাপ্রয়াগতিথি।

১৯শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অষ্টমী : শ্রীকৃষ্ণ জন্মাস্তমী ব্রত।

২০শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, নবমী : শ্রীনন্দোৎসব।

২১শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, দশমী : দশমী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান আশ্রম হইতে সহস্রাধিক সাধু সহ শ্রীকাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর মথুরায় গমন ও অবস্থান।

২২শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, একাদশী : অজা একাদশী ব্রত।

[একাদশী তিথিতে মথুরাস্থিত ভূতেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করিয়া ব্রজটোরাশী ফ্রেশ পরিক্রমার শুভারম্ভ।]

অদ্য হইতে ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর সহস্রাধিক সাধুবৃন্দসহ ব্রজ পরিক্রমা শুভারম্ভ। দ্বাপর যুগাদ্যা।

২৬শে ভাদ্র, ১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অমাবস্যা : কুশোৎপাটনী অমাবস্যা। আংশিকগ্রাস সূর্যগ্রহণ। ভারতবর্ষে অদৃশ্য। গ্রহণ স্পর্শ - ঘঃ ১০।১২ মিঃ, গ্রহণ মোক্ষ ঘঃ ২।৩৬ মিঃ ভারতে অদৃশ্য থাকায় গ্রহণ অমাননীয়। নাসিক কুস্তুর দ্বিতীয় শাহী স্নান দিবস।

ভাদ্র শুক্লপক্ষ :

৩০শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী : গণেশ চতুর্থী উৎসব।

৩১শে ভাদ্র, ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, পঞ্চমী : ঋষিপঞ্চমী ও রক্ষা পঞ্চমী। অদ্য নাসিক কুস্তুর তৃতীয় শাহী স্নান দিবস।

১লা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, ষষ্ঠী : বলদেব ষষ্ঠী।

৩রা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, অষ্টমী : শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত পালিত হইবে। দিবা ১২টার সময় অভ্যেচক, আরতি সমাপনান্তে ফলাহার বিধেয়।

৬ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, একাদশী : একাদশী ব্রত।

৭ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, দ্বাদশী : শ্রীশ্রীবামন মহাদ্বাদশী ব্রত। শ্রীপদ্মাচার্য পাটোৎসব। অদ্যই আশ্রমে একাদশী পালিত হইবে।

১০ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, পূর্ণিমা : পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। ভারতবর্ষে খণ্ডগ্রাস দৃশ্য। গ্রহণ স্পর্শ ঘঃ ৬।৩৭মিঃ, গ্রহণ মোক্ষ ঘঃ ৯।৫৭মিঃ। গ্রহণস্পর্শের ৯ঘন্টা পূর্বে সূতক লাগিবে।

আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ :

১৬ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর, রবিবার, সপ্তমী : শ্রীশ্রীচতুর চিন্তামনি দেবাচার্য নাগাজী মহারাজজীর তিরোভাব তিথি। (ব্রজধাম পয়গ্রামে বিশালভাবে পালিত হইবে)।

১৯শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, বুধবার, দশমী : শ্রীভূরি ভট্টাচার্য্যাজী পাটোৎসব।

২০শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, একাদশী : ইন্দ্রিমা একাদশী ব্রত।

২৪শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, সোমবার, অমাবস্যা : অমাবস্যা, মহালয়া।

আশ্বিন শুক্লপক্ষ :

২৭শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া : শ্রীশ্রীভট্টাজী পাটোৎসব।

২রা কার্তিক, ২০শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, সপ্তমী : শ্রীশ্রী দুর্গাসপ্তমী, ব্রজবিদেহী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর ব্রজ পরিক্রমা সমাপনান্তে সহস্রাধিক সাধুসহ কাঠিয়া বাবা কা স্থানে প্রত্যাবর্তন।

৩রা কার্তিক, ২১শে অক্টোবর, বুধবার, অষ্টমী : শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমী।

৪ঠা কার্তিক, ২২শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, দশমী : শ্রীবিজয়া দশমী। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ কাঠিয়াবাবা কা স্থান আশ্রমে ব্রজবিদেহী শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজজী কর্তৃক কচুরী, লাড্ডু আদি পাঁচ প্রকার অখণ্ড প্রসাদ বিতরণ।

৬ই কার্তিক, ২৪শে অক্টোবর, শনিবার, দ্বাদশী : অদ্য একাদশী ব্রত পালিত হইবে।

৭ই কার্তিক, ২৫শে অক্টোবর, রবিবার, ত্রয়োদশী : শ্রীশ্যামাচার্য পাটোৎসব।

৯ই কার্তিক, ২৭শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা : পূর্ণিমা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। শ্রীকৃষ্ণের শারদরাসযাত্রা।

কার্তিক কৃষ্ণপক্ষ :

১৬ই কার্তিক, ৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, সপ্তমী : অর্ধরাতে গোবর্ধনগিরিস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে স্নান ও শ্রীকৃষ্ণ পূজা।

১৮ই কার্তিক, ৫ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, নবমী : শ্রীশ্রীশ্রী ভট্টাচার্য্যাজী পাটোৎসব।

২০শে কার্তিক, ৭ই নভেম্বর, শনিবার, একাদশী : রমা একাদশী ব্রত। শ্রীশ্রীমাধব ভট্টাচার্য পাটোৎসব।

২৩শে কার্তিক, ১০ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, চতুর্দশী : যম চতুর্দশী, চতুর্দশ দীপদানম্। চতুর্দশ শাকনিবেদনম্।

২৪শে কার্তিক, ১১ই নভেম্বর, বুধবার, অমাবস্যা : শ্যামাপূজা।

কার্তিক গুরুপক্ষ :

২৫শে কার্তিক, ১২ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ : অন্নকূট মহোৎসব। গোবর্ধন পূজা, গোপূজা। শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে দ্বিশতাব্দিক ব্যঞ্জনাঙ্গি রক্ষন পূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ প্রদান।

২৬শে কার্তিক, ১৩ই নভেম্বর, শুক্রবার, দ্বিতীয়া : ভাতৃদ্বিতীয়া।

২৯শে কার্তিক, ১৬ই নভেম্বর, সোমবার, শুক্লাপঞ্চমী : ব্রজবিদেহী ও চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্বভূরামদেবাচার্য্য দ্বারানুবর্তী ৫৬তম আচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবার শুভ আবির্ভাব মহোৎসব।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, অষ্টমী : গোপাষ্টমী, শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য্য পাটোৎসব, ব্রজমহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মনোহর দাস কাঠিয়াবাবার তিরোধান তিথি।

৩রা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর, শুক্রবার, নবমী : অক্ষয় নবমী, শ্রীহংস ভগবান ও সনকাদি ভগবানের প্রাকট্য দিবস ও শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা। ত্রেতা যুগাদ্যা। মথুরা বৃন্দাবন যুগল পরিক্রমায় অক্ষয় পুণ্যালাভ।

৫ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর, রবিবার, একাদশী : একাদশী ব্রতোপবাস।

৭ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর, মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী : শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ী স্বভূরাম দেবাচার্য্য দ্বারানুবর্তী ৫৫তম আচার্য্য ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায়ী শ্রীমহন্ত অনন্ত শ্রীবিভূষিত স্বামী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর তিরোভাব মহোৎসব।

৮ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নভেম্বর, বুধবার, পূর্ণিমা : রাসপূর্ণিমা, শ্রীনিম্বার্ক জয়ন্তী। অদ্য তিনসুকিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজী মহারাজের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস।

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষ :

৯ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ : কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ।

২০শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, সোমবার, একাদশী : উৎপত্তি একাদশী ব্রত।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১১ই ডিসেম্বর, শুক্রবার, অমাবস্যা : অমাবস্যা তিথি।

অগ্রহায়ণ গুরুপক্ষ :

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩ই ডিসেম্বর, রবিবার, দ্বিতীয়া : শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্য্য পাটোৎসব।

৩রা পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর, রবিবার, দশমী : শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আবির্ভাব তিথি।

৪ঠা পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, সোমবার একাদশী : মোক্ষদা একাদশী ব্রত ও গীতাজয়ন্তী উৎসব। নিম্বার্ক মতে একাদশী পরাহে।

৫ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, দ্বাদশী : অখণ্ডান দ্বাদশী। শ্রীশ্রীনারদ ভগবানের প্রাকট্য দিবস। বিদ্বা হেতু অদ্য একাদশী পালিত হইবে।

৮ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, পূর্ণিমা : কাত্যায়নী ব্রত সমাপন। শ্রীশ্রীকৃপাচার্য্যজী পাটোৎসব।

পৌষ কৃষ্ণপক্ষ :

১৫ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী, শুক্রবার, সপ্তমী : শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ী স্বভূরাম দেবাচার্য্য দ্বারানুবর্তী বর্তমান ৫৭তম আচার্য্য, ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ী শ্রীমহন্ত অনন্তশ্রীবিভূষিত পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর পুণ্য আবির্ভাব মহামহোৎসব। ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত ভক্তনগরী আসানসোলে এইবার শ্রীশ্রী মহারাজজীর পাবন সমুপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাঙ্ক জ্ঞানযজ্ঞ, শ্রীশ্রীগোপাল মহাযজ্ঞ, অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ আদি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইবে।

১৯শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, একাদশী : শ্রীশ্রী গোপাল ভট্টাচার্য্য পাটোৎসব।

২০শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী, বুধবার, মহাদ্বাদশী : অদ্য একাদশীব্রত পালিত হইবে।

২৪শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী, রবিবার, অমাবস্যা : আশ্রবকুল অমাবস্যা।

পৌষ গুরুপক্ষ :

২৯শে পৌষ, ১৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার, ষষ্ঠী : পৌষ সংক্রান্তি। মকর সংক্রান্তি। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান ও কপিলমুনির দর্শন লাভ ও পূজা। এইবার ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীমহারাজজী গঙ্গাসাগরে যাইবেন, এখন ভগবদিচ্ছা।

৫ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, বুধবার, একাদশী : শ্রীশ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী স্বভূরামদেবাচার্য্য পাঠানুবর্জী ৫৪তম আচার্য্য ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ী মহন্ত অনন্ত শ্রীবিভূষিত রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর শুভ তিরোভাব মহোৎসব। মহোৎসব দ্বাদশী তিথিতেই পালিত হইবে। গৌহাটী আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাগোপীজনবল্লভজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস।

মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীর আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি।

৯ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, রবিবার, পূর্ণিমা : পূর্ণিমা ব্রতোপবাস।

মাঘ কৃষ্ণপক্ষ :

২১শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, দ্বাদশী : অদ্য একাদশী ব্রত পালিত হইবে।

২৪শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার, অমাবস্যা : অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

মাঘ শুক্লপক্ষ :

২৯শে মাঘ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, শুক্লা পঞ্চমী : শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যজী পাটোৎসব। শ্রীদেবাচার্য্যজী পাটোৎসব।

৬ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, দ্বাদশী : পূর্বতিথি বিদ্বা হেতু অদ্য একাদশী ব্রত পালিত হইবে।

৯ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, পূর্ণিমা : মাঘীপূর্ণিমা তিথি। কলিযুগাদ্যা, স্নান-দানাদিতে অক্ষয় পুণ্যলাভ।

ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষ :

২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ, শনিবার, একাদশী : বিজয়া একাদশীব্রত।

২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ, মঙ্গলবার, চতুর্দশী : শ্রীশ্রী মহাশিবরাত্রি। শিব চতুর্দশী ব্রত। পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ। ভারতবর্ষে খণ্ডগ্রাস দৃশ্য। রাঃ শেষ ঘঃ ৪।৪৯মিঃ, গ্রহণস্পর্শের ৯ ঘন্টা পূর্বে সূতক লাগিবে।

২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, বুধবার, অমাবস্যা : অমাবস্যা ব্রতোপবাস। পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ। ভারতবর্ষে খণ্ডগ্রাস দৃশ্য। গ্রহণ মোক্ষ ঘঃ ১০।৫মিঃ

ফাল্গুন শুক্লপক্ষ :

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ, শনিবার, চতুর্থী : শ্রীবিষ্ণাচার্য্য পাটোৎসব।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ, শুক্রবার, দশমী : অশোকনগরস্থ কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম ও শ্যামসুন্দরবিহারীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব।

৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ, শনিবার, একাদশী : একাদশী ব্রতোপবাস।

৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ, বুধবার, পূর্ণিমা : দোলপূর্ণিমা। শিলিগুড়িহিত কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রমে আশ্রম ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা মহোৎসব। শ্রীগৌরান্দ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব ও পূজা এবং দ্বারকা (গুজরাট) আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাগোপীজননাথজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস।

চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ :

১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ, শুক্রবার, দ্বিতীয়া : শ্রীগান্ধল ভট্টাচার্য্যজী পাটোৎসব।

১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ, শনিবার, তৃতীয়া : শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট পাটোৎসব।

২১শে চৈত্র, ৪ঠা এপ্রিল, সোমবার, দ্বাদশী : মহাদ্বাদশী ব্রত। পূর্বতিথি বিদ্বা হেতু অদ্য একাদশী ব্রত পালিত হইবে। শ্রীশ্যাম ভট্টাচার্য্য পাটোৎসব।

২২শে চৈত্র, ৫ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী : মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী।

২৪শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা : অমাবস্যা ব্রতোপবাস।

চৈত্র শুক্লপক্ষ :

২৫শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল, শুক্রবার, প্রতিপদ : শ্রীকেশব ভট্টাচার্য্য পাটোৎসব।

৩০শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, বুধবার, সপ্তমী : শ্রীশ্রী বাসন্তীপূজা। চড়ক পূজা। জল সংক্রান্তি। তদুপলক্ষ্যে ছাতু ও জলপূর্ণ ঘট দানে সর্বপাপক্ষয় ফলপ্রাপ্তি।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুসারে শুভ সময়ের নির্ধার্ত :-

পঞ্চামৃত— বৈশাখ-৫।১২।১৬।১৭। জ্যৈষ্ঠ-৭।১৩।১৬। আষাঢ়-২।৩।৩০। শ্রাবণ-৭।৯। ভাদ্র-৩।৫। আশ্বিন-২৭। কার্তিক-২৬। অগ্রহায়ণ-৫। পৌষ-৩। মাঘ- ২।৯ ফাল্গুন- ৬।২৭। চৈত্র-৪।৬।

গৃহারম্ভ— বৈশাখ - ৯।১৬।১৭।

গৃহপ্রবেশ— বৈশাখ - ৯।১১।১৬।১৭।

দেবগৃহারম্ভ— বৈশাখ - ৯।১৬।১৭। জ্যৈষ্ঠ- ৫।৬।১৩।

দেবপ্রতিষ্ঠা— বৈশাখ - ৯।১৭। জ্যৈষ্ঠ- ৫।৬।১৩।

শিবপ্রতিষ্ঠা— বৈশাখ - ৯।১৭। জ্যৈষ্ঠ - ৫।৬।১০।

বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা— বৈশাখ-৯।১৬।১৭। জ্যৈষ্ঠ-৫।৬।১৩।

বিপণ্যারম্ভ— বৈশাখ-৫।৯।১২।১৬।১৭।২২।৩০। জ্যৈষ্ঠ-৫।১২।১৩।২৮। আষাঢ়-১।৩।১০।১৩।১৭।২২।২৩।২৪।২৬।২৭। শ্রাবণ-৫।৬।৭।৯।১০।১৪।২০।২৩।২৪। ভাদ্র-১।২।৫।১৬।১৯।২৩।২৬।২৭।২৯। আশ্বিন-৫।১০।১২।১৪।১৬।১৯। কার্তিক-৩।৭।২১।২২।২৬। অগ্রহায়ণ-৫।৯।১০।১৩।১৯।২০।২৭। পৌষ-৩।৪।৬।৮।১০।১৫।২০। মাঘ- ২।৫।৬।৯।১৩।১৪।১৬।২৮। ফাল্গুন-৪।১১।১২।২৬।২৭। চৈত্র-৪।৯।১০।১৪।২৫।২৮।

পুণ্যাহ— বৈশাখ-১।৫।৯।১২।১৬।১৭।২২।২৭।৩০। জ্যৈষ্ঠ-৫।৭।১৩।১৬।২৩।২৮। আষাঢ়-১।২।৩।১২।১৩।১৭।২০।২২।২৩।২৪।২৭। ৩০। শ্রাবণ-৫।৬।৭।৯।১০।১৪।১৬।২০।২৩।২৪।২৬। ভাদ্র-১।২।৩।৫।১২।১৬।১৯।২২।২৩।২৭।২৯। আশ্বিন-৫।৬।৭।১০।১২।১৯।২৬।২৭।২৮। কার্তিক-৩।৫।৭।১৫।২১।২২।২৫।২৬। অগ্রহায়ণ-১।২।৯।১০।১৩।১৯।২০।২২।২৭। পৌষ-৩।৪।৮।১০।১৫।১৮।২০।২১।২৮। মাঘ-২।৫।৬।৯।১৩।১৪।১৬।১৭।২৬। ফাল্গুন-৬।১১।১২।১৫।১৬।২৩।২৬।২৭। চৈত্র-৪।৯।১০।১৪।২০।২১।২৮।

শান্তিস্থায়ন— বৈশাখ-১।৫।৯।১২।১৬।১৭।২২।২৭।৩০। জ্যৈষ্ঠ-৫।৭।১০।১৩।১৬।২৩।২৮। আষাঢ়-১।২।৩।৬।১৩।১৭।২০।২২।২৩।২৪।২৭।৩০। শ্রাবণ-৫।৬।৭।১০।১৪।১৬।২৩।২৪।২৬। ভাদ্র-১।২।৩।৫।১২।১৬।১৯।২২।২৩।২৭।২৯। আশ্বিন-৫।৬।৭।১০।১২।১৬।১৯।২১।২৬।২৭। কার্তিক-৩।৫।৭।১৫।১৮।২১।২২।২৬। অগ্রহায়ণ-১।২।৫।৯।১০।১৩।১৯।২০।২২।২৭। পৌষ-৩।৪।৮।১০।১৩।১৫।১৮।২০।২১।২৮। মাঘ-২।৫।৬।৯।১৩।১৪।১৬।১৭।২৬। ফাল্গুন-৬।৯।১১।১২।১৫।২৩।২৬।২৭। চৈত্র-৪।৭।৯।১০।১৪।২০।২১।২৮।

গঙ্গাদিগ্গমনযোগ

পূর্ণিমাঙ্গন - বৈশাখ ১৯।২০(বৈশাখী), জ্যৈষ্ঠ ১৮ (জ্যৈষ্ঠী), আষাঢ় ১৬ (মল), শ্রাবণ ১৪(আষাঢ়ী/গুরু), ভাদ্র ১১(শ্রাবণী/ঝুলন/সৌভাগ্য/রাখী), আশ্বিন ১০ (ভাদ্রী), কার্তিক ৯(আশ্বিনী/কুমার/কোজাগরী), অগ্রহায়ণ ৮ (কার্তিকী/রাস/পত), পৌষ ৮ (মাগী), মাঘ ৮/৯ (পৌষী), ফাল্গুন ৯(মাঘী), চৈত্র ৯ (ফাল্গুনী/দোল/গৌর)।

অক্ষয়মাঙ্গন - বৈশাখ ৭, জ্যৈষ্ঠ ৩(মৌনি)/৯(বিজয়া)/৩১ (মৌনি), শ্রাবণ ৬/৩২, আশ্বিন ২ (বিজয়া)/২৪(মৌনি)/ অগ্রহায়ণ ২/২৮, পৌষ ২৬, মাঘ ২৪(মৌনি), ফাল্গুন ১ (বিজয়া)।

মহাস্তরমাঙ্গন - জ্যৈষ্ঠ ১৮, শ্রাবণ ৯/১৪/২১, ভাদ্র ২৯, অগ্রহায়ণ ৬/৮, কার্তিক ৪, মাঘ ৫, ফাল্গুন ১/২৫, চৈত্র ৯/২৭/।

ব্রহ্মস্পর্শমাঙ্গন - বৈশাখ ২/২৬, জ্যৈষ্ঠ ২৭, আষাঢ় ১৮, শ্রাবণ ১৯, ভাদ্র ৯, আশ্বিন ১১, কার্তিক ৪, অগ্রহায়ণ ৮, পৌষ ২/২৫, ফাল্গুন ১/২৫, চৈত্র ২৯।

পুন্যতরমাঙ্গন - জ্যৈষ্ঠ ১/২৫, আষাঢ় ২৮, ভাদ্র ১৮/২৫, আশ্বিন ২২, কার্তিক ১৬/২৩, পৌষ ১৬/২৩, মাঘ ২২, ফাল্গুন ১৭/২৪, চৈত্র ২২।

গোসহস্রীযোগমাঙ্গন - কার্তিক ২৩, ফাল্গুন ২৪।

যুগাদ্যমাঙ্গন - বৈশাখ ৭ (সত্যযুগাদ্য), ভাদ্র ২৪ (দ্বাপরযুগাদ্য), অগ্রহায়ণ ৩ (ত্রেতাযুগাদ্য), ফাল্গুন ৯ (কলিযুগাদ্য)।

সংক্রান্তিমাঙ্গন - বৈশাখ ৩১ (বিষ্ণুপদী), জ্যৈষ্ঠ ৩২ (যড়শীতি), আষাঢ় ৩১ (দক্ষিণায়ন), শ্রাবণ ৩২ (বিষ্ণুপদী), ভাদ্র ৩১ (যড়শীতি), আশ্বিন ৩০ (জলবিযুব), কার্তিক ৩০(বিষ্ণুপদী), অগ্রহায়ণ ৩০ (যড়শীতি), পৌষ ২৯ (উত্তরায়ণ/মকর/পৌষ/দধি), মাঘ ২৯(বিষ্ণুপদী), ফাল্গুন ৩০(যড়শীতি), চৈত্র ৩০ (মহাবিযুব)।

বিশেষ নিবেদন —
একাদশী ব্রতোপবাস ও সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সূতকাদি পালন বিষয়ে নিজ নিজ স্থানে পঞ্জিকা দেখিয়া তত্ত্বস্থানের আশ্রমের মহন্তজী কিংবা নিজ নিজ গুরুদেবের আদেশ অনুসারে করিতে হইবে। মহাদ্বাদশী থাকিলে একাদশীর পরিবর্তে দ্বাদশীর দিন ব্রত হইবে।



RULES

- The world-wide circulation of the philosophical thoughts of *Sudarshana Avatara* (the human incarnation of the divine Sudarshan Chakra) Sri Nimbarkacharya. His school of Dualism-Non-dualism (*Dwaitadwita Sidhanta*), the austere ascetic practices of the Nimbarka cult and immortal messages from Acharyas and elevation of auspicious banner of Nimbarka Movement is the principal goal of the magazine. To reveal the imperceptible harmony of various philosophical schools according to Adyacharya Sri Nimbarka and to attach everyone with the Nimbarka Movement and thus to uplift the human life to a divine one is the motivation of this pious effort. In spite of being the bulletin of Nimbarka Cult any article, without regarding the cults based on the discussion of self-realization, salvation, scriptures and spiritual awakening is published in this magazine. The articles should be non-controversial.
- The life time membership subscription is Rs. 1500 (Rupees One Thousand five Hundred only) for India and US \$125 for abroad. No option is available for any yearly or monthly subscription. The subscription can be made from any month of the year.
- The articles should be brief, unbiased, clearly written on one side of the page and should be submitted within Feb. 2015 for the no xerox copy will be entertained next issue.
- The editing, complete or partial removal of any portion of the article is completely up to the decision of the Editor. The non-nominated article should not be returned.
- Any information regarding the periodical please contact The Editor, Sri Nimbarka Jyoti, Sri Nimbarka Jyoti Karyalaya, Sri Gopal Dham, 46/39, S.N. Banerjee Road, Kolkata-14, Pin : 700014, Phone : 9331941655 or 9831338884, e-mail : srinimbarka.jyoti@gmail.com

Date of Publication : 21-04-2015 (Akshaytritiya)

INDEX

● Sri Sri Guru Parampara	78
● Editorial	79
● Ashrams of Sri Kathiababa Charitable Trust	81
● Life Sketch of Sri 108 Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj	82
● Life Sketch of Sri 108 Swami Dhananjay Das Kathia Babaji Maharaj	84
● Does GOD exist?	Dr. Santosh Dev 86
● Yogeshwar Sri Sri Babaji Maharaj and Gurvagyanuvritti	Smt. Nandarani Choudhury 89
● SRI GARIBDASJI V/s SRI PUSKARDASJI	Sri Prabhu Das 93
● Reflections on Devotion	Shri Manashdeep Dey 95
● Nimbarka Vedanta Beacons a New Light of Hope for all Mankind	Dr. Geeta Dutta 98
● Salutations	Smt. Parbati Nandy (Dutta) 101
● Ashram Sambad	102

SRI SRI GURU PARAMPARA

1. His Holiness Sri Hansa Bhagwan
2. ,, Sri Sanakadi Bhagwan
3. ,, Sri Narad Bhagwan
4. ,, Sri Nimbarka Bhagwan
5. ,, Sri Srinibasacharya Maharaj
6. ,, Sri Biswacharyaji Maharaj
7. ,, Sri Purusottamacharyaji Maharaj
8. ,, Sri Bilasacharyaji Maharaj
9. ,, Sri Swarupacharyaji Maharaj
10. ,, Sri Madhavacharyaji Maharaj
11. ,, Sri Balabhadracharyaji Maharaj
12. ,, Sri Padmacharyaji Maharaj
13. ,, Sri Shyamacharyaji Maharaj
14. ,, Sri Gopalacharyaji Maharaj
15. ,, Sri Kripacharyaji Maharaj
16. ,, Sri Devacharyaji Maharaj
17. ,, Sri Sundar Bhattacharyaji Maharaj
18. ,, Sri Padmanava Bhattacharyaji Maharaj
19. ,, Sri Upendra Bhattancharyaji Maharaj
20. ,, Sri Ramchandra Bhattacharyaji Maharaj
21. ,, Sri Baman Bhattacharyaji Maharaj
22. ,, Sri Krishna Bhattacharyaji Maharaj
23. ,, Sri Padmakar Bhattacharyaji Maharaj
24. ,, Sri Sraavan Bhattacharyaji Maharaj
25. ,, Sri Bhuri Bhattacharyaji Maharaj
26. ,, Sri Madhav Bhattacharyaji Maharaj
27. ,, Sri Shyam Bhattacharyaji Maharaj
28. ,, Sri Gopal Bhattacharyaji Maharaj
29. ,, Sri Balabhadra Bhattacharyaji Maharaj
30. ,, Sri Gopinath Bhattacharyaji Maharaj
31. ,, Sri Keshab Bhattacharyaji Maharaj
32. ,, Sri Gangal Bhattacharyaji Maharaj
33. ,, Sri Keshav Kashmiri Bhattacharyaji Maharaj
34. ,, Sri Shri Bhattacharyaji Maharaj
35. ,, Sri Harivyas Devacharyaji Maharaj
36. ,, Sri Swabhuram Devacharyaji Maharaj
37. ,, Sri Karnahar Devacharyaji Maharaj
38. ,, Sri Paramananda Devacharyaji Maharaj
39. ,, Sri Chatur Chintamani Devacharyaji (Nagaji) Maharaj
40. ,, Sri Mohan Devacharyaji Maharaj
41. ,, Sri Jagannath Devacharyaji Maharaj
42. ,, Sri Makhan Devacharyaji Maharaj
43. ,, Sri Hari Devacharyaji Maharaj
44. ,, Sri Mathura Devacharyaji Maharaj
45. ,, Sri Shyamal Dasji Maharaj
46. ,, Sri Hansa Dasji Maharaj
47. ,, Sri Hira Dasji Maharaj
48. ,, Sri Mohan Dasji Maharaj
49. ,, Sri Nena Dasji Majaraj
50. ,, Sri Indra Dasji Kathia Baba Maharaj
51. ,, Sri Bajrang Dasji Kathia Baba Maharaj
52. ,, Sri Gopal Dasji Kathia Baba Maharaj
53. ,, Sri Dev Dasji Kathia Baba Maharaj
54. ,, Sri Ram Dasji Kathia Baba Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)
55. ,, Sri Santa Dasji Kathia Baba Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)
56. ,, Sri Dhananjoy Dasji Kathia Baba Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)
57. ,, Sri Rash Behari Dasji Kathia Babaji Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)

From the Editor's Desk.....

Karma Yoga.... attainment of *moksha* (liberation) through worldly toil

For ordinary mortals *karma yoga* or diligent performance of worldly duties is outlined as a path leading towards deliverance of the soul. However, there are defined protocols governing Karma Yoga, for instance the performance of worldly duties without any sense of attachment and expectation of the fruits it may bear is imperative in this mode of *sadhana*. In Shrimad Bhagawa Gita, Lord Krishna thus explains the importance of *karma yoga* to Arjuna

*loke smin dvi-vidha nisòtòha
pura prokta mayanagha
jnana-yogena sankhyanamm
karma-yogena yoginam*

The Lord expounds how one may attempt to realize the self. Some may adopt the path of philosophical speculation whereas some others may feel inclined towards adopting the path of devotional service. However, the Lord is unequivocal about the fact that none can abstain from work or *karma*. Through renunciation alone one cannot attain *moksha*. No human could possibly refrain from action or *karma*, rather is bound in an ongoing process of action and reaction. Further the Lord throws light on how a sincere and detached performance of *karma*, is a superior form of *sadhana*.

*yajnarthat karmanòo nyatra
loko yamm karma-bandhanahò
tad-arthamm karma kaunteya
mukta-sangahò samachara*

The Lord explains how *karma* ought to be performed as a selfless service rendered towards Him, else the same may result in bondage or attachment to the material world. Therefore, the Lord advises Arjuna in the battlefield of Kurukshetra to perform his prescribed duties with no other intent but to appease Him. Such a mode of action would result in detachment from all concerns of failure and success and therefore rid the mind of all worldly engagements.

The *karma-yogi* is different from the common men, who are also engaged in some or the other form of activity, in that the former's attitude (*bhavana*) towards work is characterized by a sense of detachment which enables him to maintain equanimity under all circumstances. The essence of the matter is that the *karma-yogi*, by surrendering the desire of fruit, attunes himself to a better performance of action or *karma*. The work in itself is more meaningful to him rather than the impending benefits that the same may or may not deliver. For a *karma-yogi* every action, big or small, becomes a noble, spiritual, consecrated act. In this form of *sadhana* one is able to raise above all desires and expectations and thus the soul is conditioned towards attainment of *moksha*.

Like Arjuna in the battle field of Kurukshetra, ordinary mortals are often faced with dilemmas ... often ambiguity about the path to be pursued overwhelms human beings, particularly when one is faced with paradoxical situations. When the mind is incapable of

adjudging the correct path to be followed, escapism from the impending situation is often the call that one takes. Much like Arjuna, who wanted to abandon the war of Kurukshetra in order to escape the moral dilemma he found himself in at the prospect of having to massacre his kith and kin to win the war. However, as the Lord Himself emphasizes, there could be no escape from *karma*, and that it is absolutely necessary for one to plunge into action with the cognizance that it is one's bounden duty to perform the same. Nonetheless, it is important that the action is performed without any overt intent of success or gain. A degree of self control needs to be exercised in the performance of actions so as not to allow the mind to drift towards material gains. Therefore, every action must be performed as an act of sacrament and thus be free of all attachment to the result of the same.

In the present times most people have a distorted understanding of *karma-yoga*. The modern human understands action or *karma* in terms of goals and material achievements. The logic of consumerism, that is dominant in our world today, propels human beings towards material accumulation and sensory pleasures. This spirit of the modern world has brought about great unrest upon humanity. Everyone is engrossed in the rat-race to outperform the other in terms of material accomplishment, and in this process the human spirit is progressively degenerating. In the face of this trend one needs to recall the ideal of *karma-yoga*, as enshrined in Srimad Bhagawad Gita. If one perceives work or action as a mode of worship, one may be able to raise above the sense of competition and accomplishment that otherwise may guide human action. When such a mode of action is imbibed by human beings in their lives, they would undoubtedly find peace and solace which otherwise has abandoned modern life. The concept of work as worship of the Lord is not followed by the modern man. Nonetheless, by integrating the spirit of worship into everyday work the modern man may find a way out of his dilemma. The Lord had guided Arjuna out of his dilemma by delineating the path of *karma-yoga*. Although the context today has changed, the battle field we find ourselves in is of a different kind, the principles of *karma-yoga* remain as relevant today as they were then.

As we set out to complete the ninth edition of Sri Nimbarka Jyoti (the tri-lingual annual magazine of Sri Nimbarka Sampradaya), we pray for the relentless mercy of Sri Gurudeva to guide us out of the web of materialism that entangles our mind, body, thought and action. May He mentor us along the path of *karma-yoga*, so that we may be able to perform all activities of life without the desire for any material gain. May his watchful gaze steer us away from all unholy engagements... and towards celestial light.

Sri Nimbarka Jyoti is a humble attempt to propagate among all readers the philosophy and the ideals that are cherished by the Sampradaya. It is hoped that the light of knowledge preserved herein, illumines the life of all mortals of the *kali yuga* with divine radiance.

Jay Gurudev.....

Sri Narahari Das Shastri
Editor

Ashrams of Sri Kathiababa Charitable Trust

Sri Kathiababa ka Sthan, Sridham Vrindaban

Head Quarters
Sri Kathiababa ka Sthan
Gurukul Road, Sridham Vrindaban, Mathura, U.P.
Ph. : 0565 2442770

Branch Ashrams :

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Devpura, Haridwar, Uttaranchal
Phone – 01334-226730
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Baliapanda, Sipasurubali, Puri, Orissa
Phone – 06752-230244
- **Sri Nimbarka Smriti Sangrahalaya**
Gopal Dham, 46/39 S.N. Banerjee Road
Kolkata – 700014
Phone: ++91-9831338884, 9804237538
- **Sri Nimbarka Ashram**
Badhar Ghat Agartala, Ph. – 09436124615
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Vill-Daulatpur, PO:-Sendanga,
Ashok Nagar, North 24 Parganas, W.B.
Phone ++91- 9733658641
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Milan Mandir**
Vill+PO: Manik Bazar,
Bankura, Phone:++91-9434185554
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Ghoghomali Bazaar, Siliguri,
Phone: 9435037856
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa sevashram**
Kailasahar, assam
- **Sri nimbarka sadhanashram**
Murabasti, lamding, Assam
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Temple Road, Pandu, Guwahati-12, Assam
Phone:++91-9435042912
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Ashwini Dutta Road
Tinsukia, Assam,
Phone: - +91-9435037856
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
Rukmini Nagar, PO - Dwarka,
Opp. – Rukmini Mandir,
Gujrat, Pin - 261335
Phone : 09401352121
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
(Under Construction)
Bipin Paul Road, P.O. + Dist. : Karimganj
Assam
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
(Under Construction)
Sudukattam Patty, Olaikaddu Road,
P.O. - Rameswaram, Near Agni Tirtham,
Dist. - Ramnathpuram, Tamilnadu,
Pin - 263526, Phone : 09845959011
- **Sri Ramdas Kathiababa Smritimandir**
(Under Construction)
P.O. : Chameri, Vill. : Lona Chameri,
P.S. : (Tahasil) Aajnala,
Dist. - Amritsar, Punjab, Pin - 143103,
Phone – 09873243950
- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
(Under Construction)
11, Upendranath Mukherjee Road,
P.O. : Dakshineswar,
Kolkata-700076.
Phone – +91-9874452658

Life Sketch of Sri 108 Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj

From the last print.....

About this time at the earnest request of the people of Sylhet, in March 1922, Babaji Maharaj went to his own native district (Sylhet). There he attended and addressed a good number of public meetings. Consequently a large number of the people there then got themselves initiated by Babaji Maharaj.

In this connection it is worthwhile to mention here that immediately after assuming the position of Sri Mahanta, Babaji Maharaj became eager to sort out the reasons behind the fragmentation of the Vaishnava Sampradayas of the country. A candid analysis of the situation made it crystal clear to him that it was mainly because of different interpretations of the Bhagawad that there is no unity of thought and ideal among the Vaishnavas. Once he had found out the cause, he did not waste a single moment to address the task of solving the tangle. He strongly urged upon all the Vaishnavites of the country that since the Supreme Being is accessible through any of the existing forms of meditation and worship, sectarian outlook should not be allowed to stand as a bar against obtaining that particular aim of meditation. At the same time he also started writing books on Vedanta Philosophy and also on the views of the Nimbarkas in this regard in very simple language so that the cream of the thing could be understood even by any moderately educated person. Babaji Maharaj took up this task of unification of

the different wings of the Vaishnava Sampradaya in a purely missionary zeal. In all his speeches and writings, he sought to uphold the notion that instead of only self improvement and growth of spiritualism in individual life, the religious teachers, saints and monks should be more interested in looking after the moral spiritual development of the mass people who are mostly the helpless prisoners of passion, anger, vanity, lust etc. He also endeavored heart and soul to make it clear to all that salvation is a very difficult thing to achieve, without total surrender to the Guru none can get it. Guru is the only person on earth who knows the *Sat-Chit-Ananda*. His blessings are, therefore, essential for obtaining salvation. Thus in a very simple but convincing way, he tried to expound the ideas of the Vedanta Darshan as well as those of the Nimbarka School of thought.

In the year 1924, during Vraja Parikrama, Babaji Maharaj became seriously ill due to dysentery and fever. Before it got too late, he was brought back to Vrindaban for proper treatment. His wife Ananda Devi was then living in Kashi. Understanding the gravity of the situation, his disciples then, with due permission from him, brought her back to Vrindaban along with another women devotee named Ganga Devi. But all their efforts had very little impact upon the patient. Then at the advice of the attending physicians, Babaji Maharaj was taken to the

house of Brajalal Sastri in Madhupur for a change. Much to the relief of all, there he responded very well to medicine and nursing. During this period of his recuperation, he, however, used to meet visitors and hold religious talks with them. After a short stay in Madhupur when his physical condition had improved, at the earnest desire of his disciples, he then went to Sibpur and from there to Barishal (now in Bangladesh). In both the places a good number of people were initiated to Vaishnavism by Babaji Maharaj. After a hurricane tour of the neighbouring areas with multidimensional programmes, viz., consecration and addressing public meetings etc, he came back to Vrindaban via Sibpur. From various sources it is known authoritatively that the tour of Babaji Maharaj in the then East Bengal in 1924, created an unprecedented impact among all sections of the people there including a good section of the educated Muslims also.

Two years later, i.e. in 1926, ignoring the vulnerability of his health, Babaji Maharaj, as the Sri Mahanta of the Nimbarka Sampradaya and the four sects of the Vainshnavas, very efficiently conducted the Kumbha Melas at Hardwar and Vrindaban, But due to over exhaustion, very soon he again fell ill seriously. This time he was first taken to Dehradun for early recovery. As ill luck would have it, there his main attendant Ananta Dasji also suddenly became ill. In the circumstances, his disciples and other admirers had no other alternative but to bring Babaji Maharaj back to Vrindaban. During his stay at Dehradun, despite his illness, he used to hold prolonged, religious talks with his disciples and distinguished celebrities like Swami Bholananda Giri Maharaj and other.

Actually in between 1922 and 1935, Babaji Maharaj visited many places of Assam, Bengal and Bihar. Everywhere he was given gala reception by the local people. In fact, wherever he had gone, he used to inspire and motivate the people for the revival of spiritualism and total annihilation of animality in man. He also urged upon all his listeners to become sincere in their endeavours for leading a clean life. He further advised all to be aware of the snares of illusion (maya). In this connection, he used to say, "Your belief that your wife, sons and daughters are your own lies at the bottom of all your troubles. In fact you are only the servant of the Lord – wife and children are all His manifestations through whom he receives a little service from you. Under all circumstances, you should feel gratified for your service up to that extent for which the Lord has given you provisions. If anything is left out, He himself would get it done; you need not worry for that." Such inspiring uttering in the language of heart was hitherto unknown to the people. They, therefore, spontaneously began to regard him as God – incarnated and as such a large number of people there got themselves initiated to Vaishnavism by him. Some members of the Muslim community also began to come to him for religious discussion and advice. In his behaviour and action he did never make any discrimination between men on the basis of caste, creed and religion.

At the end of the tour (Bengal, Bihar and Assam including Sylhet), Babaji Maharaj came back to Vrindaban.

to be continued

Life Sketch of Sri 108 Swami Dhananjay Das Kathia Babaji Maharaj

From the last print.....

Returning from Dibrugarh on Feb. 25, 1949, Babaji Maharaj and his followers came to Shillong via Guwahati, Tura, Tinsukia, Lakshimpur and Pandu etc. In Shillong he stayed for about 20 days in the house of one Kshitish Chandra Dutta Chowdhury and performed a number of religious functions there. On March 20, 1949, he shifted to the house of his co-disciple Radha Shyam Banikya in Laban. On the opposite side of that house, there stood a big shop named Friends Co-operative Store. The Secretary and the Manager of that store were the disciples of Sri Sri Santadasji. Now it so happened that on the very day of the arrival of Babaji Maharaj to the house of Dutta Chowdhury, due to some unknown reasons, the barrels of pitch stocked on the road near the store, suddenly caught fire. All around the place of occurrence, there was no water source to combat the fire and naturally every one feared that within moments, the store house would be reduced to ashes. They also feared that the adjacent house of Radha Shyam Babu would also be burnt down soon. But very strangely nothing of the sort did happen. Soon the fire died down on its own. People whoever were present on the spot at that time opined in one voice that it all did happen because of the benign blessings of Babaji Maharaj. The authorities of the Friends store, in order to express their gratitude and honour to Babaji Maharaj for this incident, later on organized Sri Sri Gopalji Puja (April 3, 1949) in the house of

another disciple named Prafulla Ghose. The function was attended by a large number of people.

During his stay in Shillong, Babaji Maharaj often expressed his earnest desire for meditation in any lonely place. Accordingly, Dr. Hirendra Sarkar selected a house for Babaji Maharaj in upper Shillong. Meanwhile, another devotee named Kumud Ranjan Kar had also found out another house near the Elephant Waterfalls at the rate of Rs. One hundred only as rent per month. This house had a better location and ambience than that of the previous one selected by Dr. Sarkar. It was agreed upon by all that this house would offer excellent atmosphere to satisfy the desire of Babaji Maharaj. On April 20, 1949, he moved to the new house with Dr. Amar Prasad Bhattacharjee, Gopal Chowdhury and few other monks.

In the new house Babaji Maharaj began to observe more austerity and restrictions in his daily life. It was from this time that he took the vow of silence for indefinite period. Most of the time of the day, he now began to pass in deep meditation and in doing other associated works. In the afternoon, he liked to go out for a walk on the Shillong-Cherra road. At that time he also gave answer to the questions put to him by his companions in a slate that he always used to keep with him after taking the vow of silence.

On May 15, 1949, the citizens of Shillong, mainly his disciples, devotees and admirers,

organized a felicitation meeting in honour of Babaji Maharaj at Laban Dharmasala premises. The meeting was attended and addressed by most of the elites and scholars of the town. Within few minutes of the meeting, the entire compound of the Dharmasala was filled up by crowds of devotees, disciples and commoners who wanted to have a glimpse of their revered Guruji who had been scheduled to leave Shillong on the very next day. In the beginning of the meeting, on behalf of the citizens of Shillong, an "Address of Honour" was handed over to him. After this felicitation, many distinguished elites of the town delivered lectures about the life and works of Babaji Maharaj. At the end of the meeting, when he took leave of the members of audience, none was there without tears in his/her eyes. On the next day, (16th May), Babaji Maharaj left Shillong.

After Assam tour, Babaji Maharaj went to Bhubaneswar via Kolkata and stayed there for about a month. From there he went to Vrindhyachal together with Radha Krishnadasji and Dr. Amar Prasad Bhattacharjee and stayed there in a house that had been arranged by Ganga Devi (a co-disciple of Babaji Maharaj and known much to the people for her extra-ordinary devotion), very near the Ashram of Ma Anandamayee. It needs mention here that in Vindhyaachal also, Babaji Maharaj insisted on maintaining the same daily routine as he had followed during his stay in Shillong.

On Dec. 27, 1949, Babaji Maharaj came back to Vrindaban from Vindhyaachal in order to appoint a new Mahanta for Vrindaban Ashram before the celebration of the death anniversary of Kathia Babaji in Jan, 1950. But none of his co-disciples in

the Ashram agreed to take up the charge of *Mahantai*. By this time, the date for Hardwar Purna Kumbha Mela had also been coming very near. But neither the sub committee, nor Rasikdasji and his party seemed to have any anxiety for this. In such a smoky situation, all the sadhus and disciples of the Ashram, together with some leading local people, requested Babaji Maharaj to continue his functions as the Mahanta of Vrindaban Ashram. At length, under stress of circumstances, he finally decided to stay in the Ashram without taking any part in its administration. At the end of the death anniversary of Kathia Baba, by the last part of January 1950, Babaji Maharaj went to the Yamuna Kumbha Mela campus and pitched his tent in the selected place on the bank of the river. Passing the whole month of February there in the tent, on March 15, 1950, he went to Hardwar to attend the Purna Kumbha Mela there and set up his tent on the dry bank of the river Ganges near KanKhal. In the month of April he came back to Vrindaban Ashram and began to pass his days in complete silence and rigorous penances.

The dispute between Babaji Maharaj and Rasikdasji's party, soon acquired a new dimension with the filing of a civil suit in the court by Rasikdasji against Babaji Maharaj. Needless to say that the main aim of Rasikdasji was to remove Babaji Maharaj from the position of Mahanta of Vrindaban Ashram. But it had no impact upon the targeted person. He took the whole issue in a stoical spirit. His mental condition during this period found a good expression in his letter written to his friend Brajendranath Bose on 27.8.1951.

to be continued

Does GOD exist?

Dr. Santosh Dev

This million dollar question is still the most debated issue in this present day world and it has been reverberating in the mind of mankind ever since the dawn of our civilization and more precisely so in this land of divinity, India as we know or call it, where *rishis* (sages) remained deeply absorbed in meditation in search of getting the spark of HIS existence, HIS form and HIS qualities. It is their relentless search that gave the world the "SANATAN DHARMA" or more commonly known as "HINDUISM" and the "SHRUTI" the most ancient and authentic scripture of Hinduism which is thus a compilation of all the revealed truths before those meditating *rishis* over a long period of time. Initially these revealed truths passed from one generation to other generation through their incredibly strong memory until recently as early as five thousand years ago when it was first recorded by the great Maharshi Veda Vyasa in its present form. The other two most revered and authentic scriptures are SRIMAD BHAGAVATAM & SRIMAD BHAGAWAD GITA.

These three scriptures are the main pillar stone of Hinduism and describes conclusively the very existence of God, HIS form, qualities, and the path leading to HIM, salvation and why there is a need for realizing HIM. Now question is how much faith or belief do we have on these SHASTRAS. If we can rely on these Shastras and their ideals, there is no denying the fact that we will also realize the same truth as realized by our *rishis* and since we

lack in faith or belief this very question — does God exist...? naturally pops up in our mind and we start doubting HIS existence. Again in this present age when there are so many conflicting situations, this same question is bound to strike our mind time and again and at times we might even lose complete faith in HIM. At the same time we cannot say that we deny His existence completely but with greater proportion of negation rather than an absolute NO. The spark of divinity exists in everyone of us but the constant wave of odd situations makes us pessimistic, we just cannot hold on to the divine spark in us. But once the divine spark in us is rekindled through some event or in contact with some saintly person/ Sad-Guru, there will be a complete revival of faith and we will start feeling that the truth realized thousand years back by our *rishis* is still valid and would remain so for the all the years to come. This is exactly what we see in the life of Swami Santadas Kathia Baba Maharajji—the 55th Acharya and Mahanta of Sri Nimbarka Sampradaya. During his initial stages he was totally against *sastras* and doubted the reliability and utility of the same but later through some specific events (like one of his seriously ailing friends getting cured only through sheer belief on God, tigers being tamed in circus just by mere looks, chance meeting with a saintly person, divine visualization of Hari -Parvati near the river Ganges and finally getting initiated by Kathia Baba appearing from sky on the rooftop of his house at Kolkata) ignited the

divine spark in him and he started believing in *sastras* and embarked upon a sincere search for *Sad-Guru*. He was fortunate enough to get Swami Ramdas Kathia Babaji as his *Sad-Guru* and through his blessing he could unravel the difficult connotation of all the *sastras* and thereafter realize the knowledge embedded in them in. Once while he was in Guwahati, some devotees requested him to deliver speech on the greatness and contribution of our *rishis*. At that moment his voice got choked with emotion, tears started rolling down the eyes and he could not utter a single word because of his profound respect and reverence to those ancient *rishis* and sages. Such was the change of his faith who was once a completely agnostic at one stage.

So how was this possible. This complete reversal of faith, belief clearly says that God is there but it requires some flashpoint to make one realize or even visualize (the form of God). So if those findings/teachings of *sastras* /*Sad-Guru* are accepted and followed properly, then the presence of God can surely be felt and realized in one's own individual life. God is always responding to our inner urge and that is why we see various revelations or different religions but all preaching the same universal truth ... that there exist one supreme entity who is seemingly beyond but within all outward manifestations.

Now let us take a relook at the prevailing concepts of science about God. According to famous Nobel laureate, Stephen Hawking who was greatly eulogized for his famous book titled "A Brief History of Time" where he indicated that the creation of universe tends back to a single point of time — Big Bang and initially hinted at the possible existence of God but later through other studies

concluded that there is no need for God for the sustenance of the universe. Again in particle Physics, it is accepted that anything can be created out of nothing and there is no need for cause and effect relationship.

Against such notion, it is very difficult to accept the existence or need for God. But the only strong point in favour of His existence is consciousness which science is yet to get a clue behind its existence. In simple terms, the consciousness is the awareness or the sense of being the self. A Boeing flight having thousands of gadgetries to sense weather, its location, flight status, aerodynamics, etc. etc. but it cannot feel in totality that it is an entity as a whole— the way we feel that we are an human entity as different from other entities around. At the same time it cannot be said that consciousness has evolved merely out of matter and energy the way bulb glows when current passes through the filament.

However, in unified quantized field theory to explain all the natural macroscopic and microscopic phenomena, it is postulated that all the seemingly divergent field forces originates from unified force field and this in spiritual parlance may be correlated to consciousness of vedic science and thereby bridging the only missing link between science and God. Science cannot say with certainty that consciousness is an emergent property of complex biological process as the uncertainty principle states that position (body) and momentum (consciousness) do not commute. Similarly the views of some famous scientists that there is no need for God for the sustenance of Universe, can well be accommodated within the parameters of realizations as enshrined in the *Shruti*, that at the level of Jiva

(individual) and Jagat (universe), God remains detached from everything even though He is seated in everything in the form of a miniscule part of His Greater Consciousness encompassing everything everywhere and the universe just got massed by energism of Consciousness. He is beyond and above this Universe even though He is embedded in everything. It is evident that a greater intelligence is at play either at macroscopic or microscopic level.

However vedic science did not stop over existence of intelligence only, It went further to characterize intelligence as ever existent, blissful conscious entity i.e. *sat, chit, ananda*. Science will take another few decades or centuries even to get a clue of that which was unraveled thousands of

years back by our *rishis* and may have to change its subjective mode of investigation or will have to take recourse to developing mental faculty to reach at the root of the understanding of the subtle nature of the design. Taking into consideration of all such aspects, it may be summarized that... at first, it was all pervading, all encompassing consciousness getting massed by energism through the first and original vibration manifesting as sound "OM" and then later resulting various diverse entities/universe/multiverse through assimilation of different proportions of 3(three) primordial gunas i.e. *satwa, raja, tama* as propounded by Sankya philosophy of Maharshi Kapila.

Hari Om Tat Sat



Divya Vani

- *Ask a blind about the value of an eye, solicit a deaf about the worth of an ear, and inquire a dumb about the merit of gullet. One can evaluate the worth of a thing when that is not in his hand. You have received everything from Almighty without being asked for; so you have to be grateful to Him. Spend a particular time at least five minutes out of twenty-four hours a day in thinking of Him and His grace.*
- *You have to reminisce the holy name of God at the bedtime. If you meditate and recite the holy mantra before sleep, the recitation automatically continues during slumber and you will have a divine sleep. Do not squander the time of snoozing without japa.*
- *The duty of a ascetic is to always examine one's own self. He will have to see that there is no place for hatred, envy, jealousy, animosity, egotism, vanity, desire in him.*
- *Sacrificial rites, worship of deities are the peripheral parts of religion. The real asceticism is in the virtuous practice according to scriptures, truthfulness, avariciousness, continence, studying Vedas and other spiritual books, maintenance sanctity etc.*

- Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj

Sri Nimbarka Jyoti

Yogeshwar Sri Sri Babaji Maharaj and Gurvagyanuvritti

(Translation of an article written by Sri Sri 108 Swami Rash Beharidas Kathia
Babaji Maharaj)

Smt. Nandarani Choudhury

Sri Gurvagyanuvritti Yoga (resolute adherence to the Guru's commandment), Prapatti Yoga and Sharanagati Yoga are in essence the same as all these varied spiritual paths lead towards the same destination that is emancipation of the soul. This mode of *sadhana* (spiritual penance) is enshrined in Upanishads and can be performed by all, the *yogi* as well as a common seeker. This *sadhana* cannot be understood simply as a faith in the saving grace of the Lord, neither as a mere path that may lead upto *moksha*. Nor does it signify surrender of the self at the lotus feet of God alone. It is a compendium of all these and more. It encompasses the following attributes.

Akinchanyam: The seeker acknowledges his/her incapability in performing Karma Yoga and Gyana Yoga and therefore Bhakti Yoga as well. Thus, having no other means of attaining *moksha*, he/she surrenders himself at His lotus feet, in an act of sharanagati

Ananyagatitvam: The seeker wholeheartedly accepts the Supreme Lord as the sole refuge. His mind remains fixated at just one goal of life, that is *moksha* thereby dispensing with any other form of desire or intent.

The following accessories or *angas* of the Prapatti/ Sharanagati yoga lend an insight into the essence of Sri Gurvagyanuvritti Yoga.

Anukoolyasya Sankalpam: A

resolute determination in performing activities towards appeasement of the Lord. The *sastras* define a code of life, an adherence to the same would grant one the favour of the Lord. Therefore, one should resolve to abide by the same in order to gain the mercy of the Lord.

Pratikoolyasya Varjanam: A renunciation of all thoughts, acts and desires that may invoke the displeasure of the Lord. Once again the *sastras* guide one towards activities that should be adopted and those that should be forsaken in order to please the Lord.

Karpanyam: A complete acknowledgement of one's inability to perform Bhakti Yoga and a humble acceptance of the fact that one cannot attain *moksha* by one's own effort. One ought to proclaim one's complete dependence on the Lord for deliverance of his/her soul and plead for the Lord's grace.

Maha Visvasam: An intense faith that the Lord would grant forgiveness for all sins committed by one and eventually deliver *moksha* to the seeker who retains an unshaken faith in the directives of the *sastras* and the words of the Lord enshrined therein. However, one needs to be aware that an extensive study of the *sastras* does not alone develop this kind of a resolute faith. It is through the mercy of a sad-guru that can one attain **Maha Visvasam**, the most important *anga* of Prapatti Yoga.

Goptrva Varanam: A conscious acceptance of the Lord as the sole protector. The seeker has to adopt a mindful acceptance of the Lord, has to acknowledge the fact that as mere mortals we need the protection of the Lord and that only He can protect us and deliver us.

As opined by Sri Nimbarkacharya, Gurvagyanuvritti is a *sadhana* (spiritual penance) in itself which can lead one towards Moksha or liberation from the cycle of life and death. Sri Gurudev, as the scriptures inform us, is the only potent force in the life of a disciple that can navigate him or her across the mire of worldly tangles. Human beings are trapped in a web of misery and pain that issue out of everyday worldly engagements. At this juncture an insight into the holy scriptures of Hinduism may lend an understanding of the cause of human suffering. Srimad Ghagavad Gita enlightens us thus,

*mamaivamso jiva-loke
jiva-bhutah sanatanah*

The above mentioned shloka explicates in clear terms that the human entity or the *jeevatma* is a fragment of the Divine Entity or the *paramatma*. The human form is a creation of God... the spirit that pulsates within the same is an extension ... a figment of the Infinite Spirit. This fact is a reflection of the *Dwaitadwaita* philosophy which explains how the human component is an integral aspect of the Divine component and therefore cannot exist independently in absolute separation from the same. Sri Nimbarkacharya, a proponent of the *Dwaitadwaita* philosophy defined three categories of existence, God (*Isvara*), souls (*chit*), and matter (*achit*). God (*Isvara*) exists independently and by Himself, but the existence of souls and matter is dependent upon God. Souls and matter have attributes and capacities which are different from God

(*Isvara*), but at the same time they were not different from God because they cannot not exist independently of Him.

The process of creation and liberation is a divine scheme. Every human entity has to go through the cycle of death and rebirth... a process which conditions the soul... before it could relieve itself of the burden of karma and attain *moksha*. The most merciful God has delineated the means to liberate the fettered human being from the vicious cycle of life and death. One of the easiest and indeed, one of the simplest paths leading towards liberation as expounded by God Himself is the observance of Gurvagyanuvritti, Prapatti Yoga or Sharanagati Yoga. This is also the path most desirable to the aspirants of *moksha*.

God is ever merciful, ever benign. He showers upon us His infinite mercy in different ways. The Guru is a veritable form of God, who has descended upon the mortal world with the intent to guide human beings towards their coveted destination. The venerated scriptures of Hinduism have preserved in their alcoves the magnitude of the Guru. Sri Gurvagyanuvritti Yoga, as delineated by Sri Nimbarkacharya illumines our mind on how the merciful God appears in the form of the Guru to deliver the mortals from worldly morass. Human beings are components of the Divine – of the Lord Himself who, once they descend on the mortal world suffer separation from Him. Human beings in their mortal state get entangled in worldly affairs which tarnish their soul and increases their karmic burden. Therefore, God selects a pristine and elevated soul – the Guru- as his emissary to guide the stragglers along the path of righteousness and to steer them across the vast ocean of worldly desires unto the shores of immortality.

kam va dayalum saranam vrajema

This shloka reveals the boundless compassion of the Lord towards all – event the vile and fallen have received His grace.
*ye bhajanti tu maam bhakthya mayi te
teshu chapyaham*
(*The one who offers his unconditional love and devotion to me.... he lives in me eternally... as i live in him*)

Though in the mortal state the jeevatma is segregated from the paramatma, nonetheless their inherent oneness is undeniable. It is through an unwavering devotion to the Lord that the mortal realizes God within his own being. Here the role palyed by the Guru in the life of his disciple becomes important. It is the bounden duty of the Guru to awaken the Divine Spirit latent in the human soul ... to initiate the process of self- realization and guide the disciple towards ultimate communion with God. However, to receive the grace of a Guru, the disciple has to exhibit unflinching devotion to the same, has to abide by every injunction of the Guru and surrender himself to the lotus feet of the Guru. In other words, the disciple has to be a strict adherent of Sri Gurvagyanuvritti Yoga.

An exemplar in this regard is my venerated Gurudev Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj. From early childhood Babaji Maharaj dispalyed his desire for renunciation of all material bonds. He was repulsed by mundane activities and aspired for refuge in spirituality. His mind, distraught by worldly affairs, pined for a spiritual mentor, a Guru who could bestow upon him divine knowledge. The following stanza may adequaltely sum up Sri Babaji Maharajji's fervid plea for a Guru:

*Guru Guru bolo re man.... Guru chinta
anukshan
Guru mantra hote tumi gyan pabe
bilakshan
Guruttatva Guru i tomar paramdham.*

(*On my restless mind ... engage yourself in incessant chanting of the holy name of Guru... and meditate upon his vision. The Guru alone can bestow upon you knowledge of the self... Guru is your only cherished possession.*)

Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajji's earnest prayer was answered when Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharaj accepted him as his disciple. His turbulent mind found its refuge in the benign company of Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharaj . However, what merits attention of the reader here is the *sharanagati* or the spirit of devotion that he possessed. *Sharanagati* (derived from sharan meaning shelter and agat meaning one who seeks shelter) is the ultimate form of worship. Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj possessed all qualities of a sharanagat. The six qualities of a sharanagat include humility; dedication; acceptance of the Lord as the sustainer of all forms of life; deep consciousness of the merciful God; abidance of the principle of pure devotion and renunciation of all thoughts and actions that tarnish pure devotion. Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajji was a personification of all these refined qualities. He was an embodiment of all qualities required for Sri Gurvagyanuvritti Yoga. Through his philosophy, his devotion towards God, his sense of sacrifice and his renunciation of all worldly desires he reflected the spirit that the *sastra* or the scriptural documents extoll.

His devotion towards his Guru remains unrivalled so does the spiritual height (*sadhan shakti*) that he achieved in his life time. His knowledge of the scriptures was exceptional. All ideals extolled by Srimad Bhagawad Gita remained embodied on his ethereal persona. Yogeshwar Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas

Kathia Babaji Maharajji was directed by his Gurudev to propagate the ideals of Sri Nimbarka Sampradaya as also the teachings of Sri Ramdas Kathia Babaji Maharajji (the 54th Acharya of Sri Nimbarka Sampradaya). Following this directive , Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajji scripted several books on Sri Nimbarka Sampradaya and its Acharyas and donated the same to colleges and national libraries. Under his able guidance several ashrams of Sri Nimbarka Sampradaya were constructed across the country - thus owing to his initiative today the philosophy of Sri Nimbarka sampradaya has spread across the length and breath of the country ...and beyond.

Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharaj possessed great spiritual power-he had an insight into the future course of events. Early on in the spiritual career of Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj, his Gurudev Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharaj had foretold that the former would attain moksha in his life- time and claim his place in the divine abode - *vaikuntha*. In the spiritual history of India, such a divine persona as Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj is rare. After the demise of my Gurudev, Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj, a saintly poet had thus offered his homage to the former.

*aayatah samohati dustarmahanastam
gattah bhaskarah*

Through this profound expression , the poet laments that ominous days have dawned upon the country as the resplendent sun of Bharatvarsh's spiritual firmament , i.e. Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj had set forever. His departure from this world had created a spiritual void which could not be filled by anyone after him. Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji

Maharaj was a profound scholar of the scriptures... he was an exceptional yogi who in his life time had acquired great yogic prowess. Though he possessed great spiritual powers, he concealed all signs of his greatness within the garb of a common man. I, on several occasions, have experienced this aspect of my Gurudev. I recall my childhood days at our ahram in Kashi where I had been residing to pursue my study of the scriptures of the Hindu religion (Sanatan Hindu Dharma). At one point in time I had developed a strong urge to go back home. My restless heart longed for a glimpse of my family members. My Gurudev realized my restlessness and lovingly beckoned me to his room. He was seated on his bed. He gently took me on his lap. On one end of his bed some flowers lay scattered, he handed me one of those and asked me to inhale its mellow fragrance. No sooner had I breathed in the aroma of the flower, than all my worldly attachments and longingness vanished from my mind. He, thus, by dint of his spiritual power had diverted my mind from matereality towards divinity. This incident is reflective of how a Sad-Guru can shower his grace on a disciple to lead him on towards his destined goal.

May the grace of Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj flow unto our lives. With these prayer I wind up my reflects on Sri Gurvaganuvritti Yoga with a reference to the following shloka...

*Gurosthu mounam vyakhyanam
shisyasthu chinnaamsaya*

(TheGuru reposes in silence, and, by His very silence, explains everything to his disciples; thus all doubts and questions ar removed from their hearts. By His eloquent silence, the Guru brings into the hearts of his disciples the requisite Soul-illumination for which they have sought refuge in Him)



Sri Nimbarka Jyoti

SRI GARIBDASJI V/s SRI PUSKARDASJI

Sri Prabhu Das

Today I undertake a very difficult task of depicting or portraying the lifestyle and characteristics of two great saints who lived on this earth some hundred years back that too under the same spiritual umbrella of their Gurudev Sri Ramdas Kathia Babaji Maharajji commonly referred to as Kathia Baba. references to the lives and characters of both the saints have been drawn from the book (Bengali version) entitled "The Life Sketch of Sri Ramdas Kathiababa" written by His successor Swami Santadasji Kathiababa.

Sri Garibdasji was the first disciple of Kathia Baba and he hailed from Bharatpur in Rajasthan. Right from his childhood ,Sri Garibdasji lived with Kathiababa and rendered sincere service to his Gurujee till His demise (departure from the mortal world unto the world of eternity). His character was so pure and sublime that any saintly person would get naturally attracted towards him and would praise highly about his humble nature, absolute patience and the highest level of tolerance towards hardship in carrying out his Guruji's work. His appearance was so calm and pacifying that even Swami Santadasji Kathiababa at first sight thought him to be an extraordinary person- his dosposition resembled that of an ocean of peace. Even a cursory glance at his appearance used to have a profound effect on the onlooker's mind. Sri Kathia Babaji often used to tell that Sri Garibdasji had attained the highest form of purity, that is the pursuit of all ascetic.

Once in an attempt to test the level of purity of soul and absolute patience, Kathia

Baba started to beat Sri Garibdasji with stick on his head pretending that the food prepared by the latter was substandard ,not consumable at all. On being thus beaten, Sri Garibdasji was bleeding profusely from his head and momentarily fell unconscious but the next moment he stood up on his feet and with folded hands prayed before Kathia Babaji to forgive him for the mistake. Actually the food was prepared with great care and sincerity. But such a humble submission from Sri Garibdasji even after being beaten severely left Sri Kathiababaji stunned and overwhelmed by the former's reverence towards his Gurudev. Sri Kathia Babaji experienced much pain in his heart because of the injury he had inflicted upon Sri Garibdasji, so much so that he also could not take food for the remaining two to three days.He was so pleased with him that he immediately wanted to grant him a boon - a form of spiritual reward. But later changed his mind thinking that there are always some sorts of miseries associated with worldly existence. So Kathia Baba had decided that Sri Garibdasji should be sent to Vaikunth- the place of ultimate salvation, eternal peace and bliss. Thus oneday when Sri Garibdasji was bitten by a very poisonous snake, he remained unperturbed and just told that a small insect had bitten him. He then started meditating and in the process left the earthly body. His body was thrown in the waters of river Yamuna and it kept encircling around the famous Vishram Ghat (in Mathura) .Thousands of devotees came and paid their last tribute to their beloved

saint and then disappeared as if it was for them this great Mahatma was awaiting.

Now coming back to Sri Puskardasji, it appears from the biography that he hailed from Agra and he was initiated by Sri Kathia Babaji at a much later stage than Sri Garibdasji. Occasionally he used to cook for Kathia Baba. Even though he served him for twenty long years or so, he had all sorts of doubts about his Gurudev and often he would mix poison in his food and at one time he even went to the extent of killing Kathia Baba by throwing big stone over him. But by the grace of God he was never successful. Sri Puskardasji considered his Gurudev as an ordinary person with all sorts of material attraction, greed for money, hot headed etc. and he was always after his money. Even though Kathia Baba could understand his attitude or motive but he never used to say a single word to him. Kathia Baba used to tell that in this world no one can inflict sufferings on others, rather one's suffering is the result of one's own deed. Such was his conviction that Kathia Baba remained calm and cool even under all these adverse conditions. But at a later stage when Sri Puskardasji again applied poison in his food, Sri Kathia Baba fell sick due to his old age and at that all sandhus and even Sri Santadsaji Puskardasji to be driven out of the ashram. At first Kathiababa was reluctant, he told others that all the illusions of Sri Puskardasji had by then been completely dispelled but if they all still persisted then he would himself drive Pushardasji out of the ashram. Accordingly Sri Kathia Baba told him to go out of the ashram on the pretext of adding too much

salt in his food. Actually it was great love for his erring disciple that he took all sorts of physical pain to burn out the last traces of *praravddha* and in the process cleansed Sri Puskardasji of his wrong illusions and rectified him in the truest sense and spirit of sad-guru..

These two characters are so contrasting in style and form that we must learn lessons from them. Their characters/behaviours are still, to be precise, more relevant in our present day time as if they truly represent the struggles, mental attitude and behavior towards Gurudev epitomizing the ideal guidelines for anyone in his/her pursuit of spiritual stride towards perfection and salvation. Now if we analyze these two characters, we see that even today these sort of attitude/behavior still exist in us and at times we even develop some sort of doubt about our Gurudev. We easily blame Sri Puskardasji as a sadhu or person but not the puskardasji in us. Similarly we must learn from Sri Garibdasji that even if we are correct and Gurudev says or asks us to do something which outwardly might appear to be the other way around, we must accept it in a most humble way. Only then Gurudev's *kreepa* will flow spontaneously and unhindered. We must wake up the garibdasji in us by driving out the puskardasji lurking within each of us. These two characters are pillar stones in our strife towards salvation. There is a constant conflict between the garibdasji and the puskardasji in us. If we can allow garibdasji inside us by driving out the puskardasji in us -our road to *vaikuntadham* is guaranteed...sure and certain.

Om Tat Sat



Sri Nimbarka Jyoti

Reflections on Devotion, Love and Self Realization

Shri Manashdeep Dey

It has been quiet a dilemma for the followers of the path of Bhakti as to why after trying for such a long time, the Universal Lord doesn't even respond to the call? Furthermore, the mind starts analyzing the multifarious stories that one born in the mystic land of India is usually exposed to right from his/her childhood. The legend of Meera, the legend of Radha, the legend of Sri Ramdas Kathia Babaji Maharaj and so on... Were those legends just an imagination of an unripe mind that dwelled on fantasy world of endless possibilities? Or was there any truth hidden within? If there was any truth to be trusted, then it must manifest itself again! For truth never fakes itself. And truth is absolute.

Having thus arrived into this conclusion, a rational mind seeks for logical straight answers. The research begins. And all sort of research begins first with literature review. For it's a waste of resource, time and effort to keep reproducing facts and figures that are already known! Thus, the literature review has to be wholesome and flawless. But, given the pressures of the modern world, and the duties that are to be performed, it becomes difficult to conduct an extensive research on such an intricate subject. Furthermore, it is made difficult by its unavailability. Speak of any scientific topic and you have search tools like pubmed, incy-wincy, google scholar etc that provide us with a lot of authentic information. But

in this arena of spiritual sciences, it becomes a challenging task to even search for authentic resources. For there was one Mahabharat, now you have thousands of versions and descriptions in India itself! Similar is the case of other scriptures. Thus, the seeker turns to one indication of truth-the Guru.

We have been fortunate enough to have with us Sri Gurudev Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj! And so, I approached His divinity one day and expressed my dilemma. Sri Gurudev said, 'Search within and thou shalt find all answers!'

This one answer kept me bewildered for quite a long time. Thereafter it dawned upon me as to what His divinity wanted to hint upon. All human knowledge comes from one entity that is the mind; brain being the physical representation of the organ that houses our mind. Knowledge thus acquired through experience, observation, rational conclusion and inference remains unchallenged and thus is correct. So with this conclusion, I began my silent observation. It was during this time that I hit upon the life of many saints who have had real life revelation of the divine. And I began to understand that to learn from real life experiences is far an easy task then to search for the written word. And so I listened to and read almost any number of stories related to such visions of the divine...some were faked, some true, I

began to decipher what and who! Beginning with Sri Ramdas Kathia Baba, I went on to read Sri Meerabai, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swami Vivekananda, Sri Ramkrishna Paramhansa, Sri Anandamayi Maa and so on. Having read them, it vividly appeared to me that their moment of realization was that moment of exalted state of devotion, where they lost themselves, their 'I' consciousness!

Now, it sounds very bizarre to proclaim that losing this 'I' consciousness is enough to attain realization. It sounds so easy! But wait a minute! Is it really easy?

Let me try to explain. Losing the 'I' conscience in service of someone is devotion to that someone; maintaining the 'I' conscience and still serving someone wholeheartedly, is an act of love. Devotion is the state where one is devoid of self-conscience. Love is a state where one is conscious of self and the needs of the self. Love is manifest in all relations encompassing the rule of 'give and take'. Devotion is manifest in relations that knows 'only to give'. Here, devotion may sound like a loser-winner relation! Wherein, the giver is the loser always and the receiver is the winner! This sounds more like a relation of a parasite! But wait! The reader must intricately decipher the language. 'Only to give', applies to both the partners in a relation. Both the partners offer themselves completely to the other half. Thus devotion! And thus the quote that Sri Gurudev often relates to:

'Those who desire me, I shall take away
all from thee!

Still if thou not forsaketh me, I shall be
thine forever.... '

Sri Krishna the Universal Lord says, 'If you desire to attain me, I will take away all that is yours! Still if you stay firm and

resolute in your decision and do not forsake me, I shall ever be yours for all eternity!'

Thus, the devoted is not at loss, but is the master gainer! By losing his 'I' conscience, that amounts to a 'loss of function'; he attains the highest of all that is to be known! Amounting to a major 'gain of function'! This is a relation where there is no loss! There is always gain...

But in love, it's just based on 'give and take' policy. This is manifest in most of the earthly relations. Amongst the earthly relations, the mother-son relation is supposed to be the highest of all. But we can see mothers being thrown away in their old age by their own sons. There are other-way-round examples as well! The son is a meritorious student, and has a lot of achievements to his credit. Once he fails and the mother disowns him. The world is huge and wide. Thus, one must not make any generalizations before scanning it all. If this is the case with the most exalted relation ever possible on the earthly plain, what to speak of other earthly relations? Hence, we can safely conclude that most of them are based on 'give and take' policy. There is nothing wrong or right about it.

Now, one may complain, 'It is so easy to love someone who is not visible, is not inaudible and is available only in pictures!'

To that awesome observer, there is only one answer. Experiment!

You have read in books that the lungs are like this and the stomach works like that. Have you seen for yourself? Most of them would answer in negative. Hence, to see it with naked eyes and to experience it hands-on, you need to learn some techniques and then do the dissection in the laboratory. Thus, similarly, instead of outrightly denying the existence of the Supreme, let us learn about him. Master the

various techniques and then experiment! Whatever be the conclusion of your rationally designed experiments grounded on logic will thus be naturally acceptable to you!

Simple logic says, the PC cannot form by itself! How intricate designs and much thought is required to process and form a functional laptop. Doesn't it sound ridiculous to acknowledge the idea that the Universe with its perfect design and complex nature came into existence without any intelligent input? So there must be some super intelligence that governs the functioning of the cosmos. Being born in this culture of Sanatana Dharma, we are indeed privileged

to have the liberty to experiment. In most of the other world faiths, the scriptural word is the last word; unlike our Sanatana dharma. So let's take this opportunity, and guided by our Gurudev, let's search for the truth! Let's experiment! And experiment entails failures and frustrations. But if tread with conviction and proper rational discrimination between the myth and the truth, between illusion and reality, one is sure to succeed...to gain the glorious goal of self-realization. May Sri Gurudev bless us with rational discrimination and an open mind to learn!

May enlightenment dawn upon us all!
-Manash Deep Dey



SPECIAL BATHING DATES OF NASIK KUMBHA MELA 2015

1. Shraavan Sudhi Purnima on 29th August (Saturday) 1st Sahi Snan
2. Bhadra Krishna Amabashya on 13th September (Sunday) 2nd Sahi Snan - Main Bathing date
3. Bhadra rishi panchami on 18th September (Friday) - 3rd Sahi Snan

Sri Nimbarka Jyoti

Nimbarka Vedanta Beacons a New Light of Hope for all Mankind

Dr. Geeta Dutta

Nimbarka Acharya the pupil of Sri Narada Bhagawan had appeared in this world as an incarnation of power (Sudarshana). Born in south India and nurtured in Brajadhama, He had introduced worship of Krishna with Radha in the early years of Kaliyuga. No doubt it is a *parampara* (a traditional system) of Vaishnavism where *paravidya* flows from Hansa Bhagawan to Sanakadi *rishi* and Narada Bhagawan to Nimbarka Bhagawan and still it is flowing. Nimbarka commentary on Brahmasutra, known as 'Vedanta Parijata Sourav', is unique, lucid, practical as well as substantial.

Based on the *Upanishads, the Smriti and Shruti*, Nimbarka Vedanta holds the view that (1) The Ultimate reality is *sat-cit-ananda swarupa*. It is only one without second (*sodev soumang idamgra asit, ekam eba adwidityam*). (2) That reality is transformed into the world of matter and the spirits (*sarvam khalu idam Brahman*). The ultimate form (*swarup*) of Brahman is *nirakara* (formless), but He manifests himself as the creator, sustainer and destroyer of the world. His manifestation is of four fold - *Akshra, Ishwara, Jiva and Jagat*. Again that reality is the material as well as the efficient cause of the world. Brahman is both *swaguna and nirguna*. To quote from Vedanta Kamadhenu. "na sthantooopi pary uvaya-lingam sarvatra he"2. Just as the spider spins out of his

own self, it weaves and then again withdraws it within itself, so also one Brahman has split-up itself into matter and the spirits yet remains in his fullness and purity.

As regards the relation between the Jiva and the Ishwara, Nimbarka philosophy believes in pure identical relation as the sun and its rays, the ocean and its waves. As the waves come and go but do not totally disappear so also after liberation Jiva consciousness still remains. Ishwara and Jiva are identical in *cit-swarupa*, but as regards power Ishwara is superior. He is above Maya but Jiva is entangled in Maya, as such Ishwara is the ruler and Jiva is ruled. This is known as *dwaitva-adwaitva* or *bheda-abheda vada*- theory of philosophy which is not only valuable but practical as well for it lays more emphasis on karma and bhakti which are action-oriented. On the other hand *adwaitva vada* is based on *gyana-marga* and as such too elevated to be realized by the masses.

From ancient times the sages of the Upanishads have striven to realize the essential unity of their own being and help the others to realize it. Since realization of Atmanam is the ultimate goal, the destiny of human soul, men are to be found in their totality. Men must grow and evolve and unfold the divinity hidden within. Such realization is based on basic human values - moral and spiritual values. In fact the moral values known as Dharma are the foundation

of all human values. A student has his Dharma, so also a doctor, a teacher and a businessman and so on. Here Dharma does not mean the religion in the narrow sense of the term but signifies a system that holds on truth. As our great leader Mahatma Gandhi said "Truth is God, Truth is the sole religion of men".³

The Nature of men is being and becoming . It is the psychic faculty of the human nature that has to grow, that has to expand. Swamiji once said, "Expansion is life, contraction is death". When men's consciousness functions from the deeper level of his being he will become a symbol of love, peace and happiness. Just as a plant grows into tree so also an apparent man becomes a complete man and an animal man becomes a God-man. This is realized fact as developed in the Upanishads which has been put to test over and over again by giant philosophers of India. It is Paravidya or science of spirituality that can alone develop total personality as the conscious principle of oneness. And here lies the role of a spiritual teacher as a mighty factor. As Chandogya said "Only by knowledge received directly from Guru does one attain to the most beneficial"⁴ Hence one must sit under the lotus feet of his Guru to reach his coveted goal.

The uniqueness of Nimbarka Vadanta lies in the fact that it lays down several methods like *karma*, *gyana* and *bhakti*, by following which one can reach his desired goal, according to his own choice. This doctrine also prescribed *nama-yagya* as the easiest method to realize oneness with God. Nimbarka Vedanta is not only ancient but also universal, for no other system of thought comes in conflict with it. Indian main system of Vaishnavism like Madhabcharya, Ramanandi and

Bishnuswami all endorse the Nimbarka Veda-abheda vada or philosophy.

Though their methods are different, all leads to the same goal, the realization of Atmanam and the Brahmana. Here knowledge without faith, without personal conviction cannot lead us far. As Dr. Radhakrishnan said "Mere scientific progress is pernicious and conditional".⁵ Man should not totally absorb in mechanistic world he must be saved from mire of mechanistic outlook, only by realizing his spiritual dimension. Suffering comes due to the ignorance of this noble truth. Men are the Atmanam, the Brahmana plus this ignorance. "When ignorance is removed man manifests his Atmana is his life and becomes fearless and it peace with himself and the world. With the realization of I am Brahmana, he overcomes the cycles of birth and rebirth and becomes Manav Brahman.⁶

The pertinent question is - Will Nimbarka Vedanta be able to solve all the basic problems of life- social,moral and spiritual? At present the whole world is suffering from distraction of values. Everywhere there is corruption and moral laxity, for human values cannot be achieved by intellectual enrichment alone. A man may sharpen his reason and intellect, he may have the best of his wealth and power yet his heart will continue to be a vacuum until he discovers his spiritual dimension. In fact all the religious teachers of India force us towards "Prapatti-marga" on self surrender to one higher reality to realize this ultimate truth '*tat-tuamasi*'(I am the Brahmana).With integrated outlook Nimbarka Vedanta believes in collective liberation- Sarvamukti. Men should develop sympathy, fellow feeling and sharing common problems between themselves.

They should be good and do good to others. For doing good to others is a fact of doing good to one's own self. This incentive to action issues out of the sense of one divinity in all.

In conclusion, it can be said that Nimbarka philosophy beacons a new light of hope for all, to free ourselves from the web of greed, vanity pride etc. so that there will be a moral rebirth of the human soul. In this present world crisis we need complete men who have open heart and great feeling for the humanity at large. This is an awakening which the people of the world

have to experience if they are to achieve internal peace and crime-free social order.

Om Tat Sat

Bibliography :

1. Chandogya Upanishada - 6/4/3
2. Vedanta Kamadhenu - 3/2/11
3. The Collected Works of Mahatma Gandhi - Vol. 3 P85
4. Chandogya Upanishada - 4/4/3
5. Religion and Culture - Dr. Radhakrishnan - P85
6. Religion of Man - Rabindranath Tagore - P14



Divya Vani

- *If you dedicate yourself even your body at the sacred feet of Guru, you will achieve the full benignancy of God. You cannot realize the Omnipotent God without relinquishing your all possessions. Happiness does not come through addiction to property, it comes only through the realization of the great (Bhuma).*
- *Capitulation is the offering of everything you have. You have taken all those things from Him so you have to bestow everything to Him. When you surrender completely with all your belongings to Him, God will take the responsibility your bonafide welfare.*
- *Unfeigned love to God is very secret and intimate thing. It cannot be achieved by any endeavour. Only by the blessings of Guru you can attain this heavenly devotion. There is nothing precious than this ardor. The Gopies are its brightest examples.*
- *As we have not the faith in the holy existence of God, we become apprehensive. If we have such a feeling that the Omnipotent God always keeps watch on us, we have nothing to worry about.*

- Swami Rash Bihari Das Kathia Babaji Maharaj

Sri Nimbarka Jyoti

Salutations

Smt. Parbati Nandy (Dutta)

Salutation to you, O Divine Soul,
Welcome to our meagre household.
Your brightness, Your benevolence, Your divinity, Your kindness.
Your spiritual touch in our lives.....
We are small, very small, scared, scattered, in a mess.....
Your soul, Your touch shall.....
reemend us,
Our small selves we pour before you, Lord Almighty, we pour
out our smallness before you.
Enlighten us, redeem us, lift us, show us O lord,
The sight of Eternal love and spiritual bliss.



Divya Vani

- One cannot get two things at a time-wealth and God. You will have to choose between the two.If you sincerely devote yourself for His blessings with all earnestness, He will come to you.

- Swami Ram Das Kathia Babaji Maharaj
- If *bhagabat-bhajana* (devotion to and worship of God) is not done by this body, if it is only used for eating and sleeping , then what is the good if it continues and what is the harm if it goes.

- Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj
- A devotee has to fight against various odds. If anyone wants to prosper, he will have to demonstrate absolute patience.
- Be it known to you that your Guru is always on watch of you. Recite the mantra in full confidence and reverence, all your disturbances will pass off.

- Swami Dhananjoy Das Kathia Babaji Maharaj

ASHRAM SAMVAD

- In keeping with its venerated tradition, Sri Kathia Baba Ka Sthan, Sri Dham Vrindavan as well as the other ashrams of Sri Nimbarka Sampradaya are religiously observing all occasions like Sri Krishna Janmasthan, Annakut, Akshaya Tritiya, birth and death anniversaries of the Acharyas of Sri Nimbarka Guru Parampara and all other events that have traditionally been celebrated over centuries. Bhandara and Sadhu Seva are being organized as an integral part of these celebrations.
- The celebration of Dol Purnima was auspicious on 16.3.2014 at Sri Nimbarka Ashram, ONGC, Badhar Ghat, Agartala. In the benign presence of Sri Sri Babaji Maharaj a statue of Sri Kakaji Maharaj, Sri Purushottamdasji was consecrated. An array of cultural programmes were organized on the occasion. Throngs of devotees who had gathered to partake of the grand celebration had enhanced the magnitude of the celebration.
- Sri Guru Purnima Mahamahotsav, 2014 was held in the fortuitous presence of Brajavidehi Mahanta and Sri Mahanta of Akhil Bharatiya Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri 108 Swami Rash Behari das Kathia Babaji Maharaj at *bhakta-nagari* Silchar from 5. 7. 2014 to 12. 7. 2014 under the initiative of Sri Babaji's devoted disciple Sri Shankar Sen. Prominent spiritual events of the celebration included Srimad Bhagawad Gyan Yagya, Sri Gopal Yagya, Akhanda Naam Kirtan. Several cultural programmes were also staged during the grand occasion. The presence of devotees from across the country had contributed towards the success of the event.
- The Abirbhav Mahamahotsav, 2014 of our revered Gurudev, Brajavidehi Mahanta and Sri Mahanta of Akhil Bharatiya Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj was held at Karimganj (in a vast field located adjacent to Karimganj College) under the initiative of Sri Kathia Baba Charitable Trust, Karimganj from 6.12.2014 - 13. 12. 2014. Srimad Bhagawad Gyan Yagya, Sri Gopal Yagya, Akhanda Naam Kirtan were performed as a part of the divine celebration. Devotees from all corners of the country had lent their gracious presence to the occasion.
- The Tirobhav Utsav of Sri 108 Swami Dhananjaydas Kathia Babaji Maharaj was observed on 17 April, 2015 (Friday), on the auspicious *Chaturdashi Tithi* at Sri Kathia Baba Ka Sthan, Sri Dham Vrindavan. The commemoration of the life and contribution of this divine soul was attended by devotees from all over the country.
- The much awaited occasion of Sri Guru Purnima Mahotsav, 2015 will be held on 31.7. 2015 (Friday) at Sri 108 Swami Dhananjaydas Kathia Baba Sadhana Ashram, Guwahati. It is hoped that devotees would lend their presence to this auspicious celebration.
- The Maha Kumbha Mela will be held from 25. 8. 2015 - 20. 9. 2015 at Nasik, on the picturesque bank of the Godavari river at Maharashtra. During this sacred festival *nitya sadhu seva* (offering food and other provisions to the wandering monks) would be

organized. The holy bath will be held on the following auspicious dates:

1. *August 29, 2015, Saturday (Raksha Bandhan)*
 2. *September 13, 2015, Sunday (Aamavasya)*
 3. *September 18, 2015, Friday (Rishi Panchami) P.S. It may be kindly noted that Nasik experiences heavy rainfall, therefore, all devotees interested in visiting the Maha Kumbha Mela are advised to take necessary precautions.*
- On the occasion of Dol Purnima, 23 March, 2016, Sri 108 Swami Dhananjaydas Kathia Baba Sadhana Ashram, Siliguri will be inaugurated along with the idol of Sri Radha Krishna erected at the Ashram amidst a grand celebration encompassing spiritual and cultural events. On the occasion, a magazine of Sri Nimbarka Sampradaya entitled **Nimbarka Prasad** will be published. Readers are urged to procure their copy after release of the same.
 - Attention of all readers is drawn towards the Ashram of Sri Nimbarka Sampradaya to be constructed at Rameshwaram in Southern India. Land for construction of the same has been purchased and the construction plan has also been approved by the concerned administrative department. It is hoped that the construction will commence from June/July, 2016.
 - The Purna Kumbha Mela will be held at the holy site of Ujjain some time in the month of April/ May, 2016. Several spiritual and charitable programmes will be organized during the mega event. It is hoped that all devotees would attend the event and experience its spiritual fervour.
 - Upon the request of a few devotees, Sri Sri Babaji Maharaj has kindly consented to undertake a tour of European countries in the year 2017. The tour will be undertaken by Babaji, along with his devotees, in Italy, France, Germany, Switzerland, U.K and other countries of Europe. Devotees interested in participating in the tour programme may kindly contact Sri Sri Babaji Maharaj in the following mobile no. 09874452658.
 - An Ashram of Sri Nimbarka Sampradaya has been proposed at Karimganj. On the initiative of the devotees of Karimganj a piece of land has also been procured. By the grace of God, the construction of a magnificent Ashram at Karimganj will commence soon.
 - In the ashram of Sri Nimbarka Sampradaya at Lumding, Assam a week long spiritual fest, encompassing Srimad Bhagawad Gyan Yagya, Sri Gopal Yagya, Akhanda Naam Kirtan was organized in the month of January, 2015 under the able guidance of Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj
 - Under the auspices of Sri Kathia Baba Charitable Trust, free of cost allopathy and homeopathy treatment is being offered to the underprivileged members of the society at Ashoknagar, Manik Bazar, Puri and Siliguri
 - Your attention is drawn towards the Smriti Mandir that is being constructed in honour of Sri Sri 108 Swami Ramdas Kathia Babaji Maharaj at Lonachameri (the birth place of Sri Kathia Baba) located at a short distance from Amritsar, Punjab.
 - Under the initiative of Sri Kathia Baba

Charitable Trust, Kolkata Manav Tirtha Primary School located at Kakdwip receives aids in the form of school accessories for the benefit of the students, most of whom hail from economically under-privileged class.

- Sri Rash Behari Das Madhyamik Siksha Kendra, Manik Bazar is receiving teaching aids and other support for the students of the school under the initiative of Sri Kathia Baba Charitable Trust, Kolkata
- The construction of an Ashram of Sri Nimbarka Sampradaya at Dakshineswar is underway and is steadily progressing towards completion. For the information of all the proposed ashram is located at Dakshineswar Mouza, therefore the address of the same is as follows:
Sri Dhananjaydas Kathia Baba Sadhana Ashram
11, U.N. Mukerjee Road
Dakshineswar
Kolkata 700 076
- Any grievance related to the non-receipt of letters and publications being circulated by the Ashram may kindly be directed to- **Sri Kathia Baba Ka Sthan, Gurukul Road, PO: Vrindavan, Dist. Mathura, UP-281121.**
- Any donation towards ashram construction, Nitya Seva, charitable activities and other services conducted under the auspices of Sri Kathia Baba Charitable Trust may kindly be sent in favour of Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj at the following address: **Sri Kathia Baba Ka Sthan, Gurukul Road, PO: Vrindavan, Dist. Mathura, UP-281121.** Alternatively, the amount may be transferred through internet banking to the following account: **Thakurjee Sri Sri Vrindaban Beharijee, A/C No. - 10684298672, SBI, Vrindavan, Branch Code: 2502, IFSC - SBIN0002502.**



Divya Vani

- Being first in a state of changelessness and then thoroughly forgetting (even) that state owing to the cognition of the (true) nature of Brahman (infinite consciousness) – this is called Samadhi.

Tejo-Bindu Upanishad

Wednesday, October 12, 2016
1:47 PM



नियमावली

- 'श्रीनिम्बार्क ज्योति' का वर्ष अप्रैल/मई अक्षयतृतीया से प्रारम्भ होता है।
- आप कभी भी इसका आजीवन सदस्यता शुल्क १५०० रुपये भेजकर सदस्य बन सकते हैं। जो आजन्म के लिए सदस्य बनना चाहते हैं वे ही सदस्यता शुल्क भेजें। वार्षिक/मासिक शुल्क ग्रहणयोग्य नहीं है।
- साल के किसी मास से सदस्य बन सकते हैं। सदस्य हो या न हो कोई भी पत्र सेवार्थ सहायता भेज सकते हैं।
- 'श्रीनिम्बार्क ज्योति' में केवल शोधपूर्ण आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रबन्ध, कविता, कहानी तथा भक्तचरितादि ही छपते हैं। अतः कृपया अन्य विषय के लेख आदि भेजने का कष्ट न करें। अमनोनीत लेख आदि वापस नहीं भेजा जायेगा।
- किसी भी लेख आदि को छपाना या न छपाना पूर्ण रूप से सम्पादक का इच्छाधीन है। अतः सारगर्भ लेख आदि भेजने में ध्यान रखें।
- इस पत्र विषयक विशेष जानकारी के लिए- 'श्रीनिम्बार्क ज्योति कार्यालय' श्रीगोपाल धाम, ४६/३९, एस.एन.बनर्जी रोड, कोलकाता-७०० ०१४, फोन- ९८३१३३८८८४ से सम्पर्क करें।
- समालोचना के लिए किसी भी धार्मिक एवं साहित्यिक पुस्तक भेज सकते हैं।

श्रीकाठियाबाबा का स्थान गुरुकुल रोड श्रीधाम वृन्दावन के द्वारा होनेवाली जनसेवार्थ पारमार्थिक सेवायें

“श्रीनिम्बार्कज्योति” भाषात्रयात्मक- पत्र का प्रकाशन, अंग्रेजी, हिन्दी, उड़िया, बंगला एवं असमी भाषाओं में ग्रन्थों का प्रकाशन, “काठियाबाबा पुस्तकालय” विश्व में श्रीनिम्बार्क दार्शनिक मतवाद का प्रचार प्रसार अखण्ड सन्तसेवा, भारत तथा विदेशों में आश्रमों का निर्माण।

शुभ प्रकाश - अक्षयतृतीया २१.०४.२०१५

विषय-सूची

● विशुद्ध श्रीश्रीगुरुपरम्परा	५८
● सम्पादकीय	५९
● श्रीधाम वृन्दावन द्वारा परिचालित आश्रमसमूह का पता एवं फोन नम्बर	६१
● श्रीकाठियाबाबा चेरिटेबल ट्रस्ट, श्रीधाम वृन्दावन, द्वारा परिचालित सेवायें	६२
● भजन ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा.....	ललित कुमार शर्मा
● क्या संतान आवश्यक है?	श्रीभूपेन्द्रप्रसादजी शुक्ल
● प्रसादसे भगवत्प्राप्ति	श्री जय जय बाबा
● संत-महिमा	श्रीराजकुमारजी दीक्षित
● बड़ी सुगमतासे भगवान् कैसे मिलें	श्रीबनवारीलालजी गोयन्का
● शाकाहारका औचित्य	श्रीपन्नालालजी मुन्धड़ा
● अर्जुन का अहंकार	श्री ललित कुमार शर्मा
● आश्रम संवाद	७५

विशुद्ध श्रीश्रीगुरुपरम्परा

- १) श्रीहंस (नारायण) भगवान्
- २) श्रीसनकादि भगवान्
- ३) श्रीनारद भगवान्
- ४) श्रीनिम्बार्क भगवान्
- ५) श्रीनिवासाचार्यजी महाराज
- ६) श्रीविश्वाचार्यजी महाराज
- ७) श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी महाराज
- ८) श्रीबिलासाचार्यजी महाराज
- ९) श्रीस्वरूपाचार्यजी महाराज
- १०) श्रीमाधवाचार्यजी महाराज
- ११) श्रीबलभद्राचार्यजी महाराज
- १२) श्रीपद्माचार्यजी महाराज
- १३) श्रीश्यामाचार्यजी महाराज
- १४) श्रीगोपालाचार्यजी महाराज
- १५) श्रीकृपाचार्यजी महाराज
- १६) श्रीदेवाचार्यजी महाराज
- १७) श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजी महाराज
- १८) श्रीपद्मनाभ भट्ट महाराज
- १९) श्रीउपेन्द्र भट्ट महाराज
- २०) श्रीरामचन्द्र भट्ट महाराज
- २१) श्रीबामन भट्ट महाराज
- २२) श्रीकृष्ण भट्ट महाराज
- २३) श्रीपद्माकर भट्ट महाराज
- २४) श्रीश्रवण भट्ट महाराज
- २५) श्रीभूरि भट्ट महाराज
- २६) श्रीमाधव भट्ट महाराज
- २७) श्रीश्याम भट्ट महाराज
- २८) श्रीगोपाल भट्ट महाराज
- २९) श्रीबलभद्र भट्टाचार्यजी महाराज
- ३०) श्रीगोपीनाथ भट्ट महाराज
- ३१) श्रीकेशव भट्ट महाराज
- ३२) श्रीगांगल भट्ट महाराज
- ३३) श्रीजगद्धिजयी श्रीकेशवकाश्मीरि भट्ट महाराज
- ३४) आदिवाणीकार श्रीश्रीभट्टाचार्यजी महाराज
- ३५) महावाणीकार श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज
- ३६) श्रीस्वभूराम देवाचार्यजी महाराज
- ३७) श्रीकर्णहर देवाचार्यजी महाराज
- ३८) श्रीपरमानन्द देवाचार्यजी महाराज
- ३९) श्रीचतुरचिन्तामणि देवाचार्यजी महाराज (नागाजी)
- ४०) श्रीमोहन देवाचार्यजी महाराज
- ४१) श्रीजगन्नाथ देवाचार्यजी महाराज
- ४२) श्रीमाखन देवाचार्यजी महाराज
- ४३) श्रीहरि देवाचार्यजी महाराज
- ४४) श्रीमथुरा देवाचार्यजी महाराज
- ४५) श्रीश्यामलदासजी महाराज
- ४६) श्रीहंसदासजी महाराज
- ४७) श्रीहीरादासजी महाराज
- ४८) श्रीमोहनदासजी महाराज
- ४९) श्रीनेनादासजी महाराज
- ५०) काठकौपिन प्रबर्तक श्रीइन्द्रदास काठिया बाबाजी महाराज
- ५१) श्रीबजरंगदासजी काठिया बाबाजी महाराज
- ५२) श्रीगोपालदासजी काठिया बाबाजी महाराज
- ५३) श्रीदेवदासजी काठिया बाबाजी महाराज
- ५४) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीरामदास काठिया बाबाजी महाराज
- ५५) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीसन्तदास काठिया बाबाजी महाराज
- ५६) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीधनंजयदास काठिया बाबाजी महाराज
- ५७) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीस्वामी रासविहारीदास काठिया बाबाजी महाराज (वर्तमान)

सम्पादकीय

श्रीभगवन्नामही है सभी साधनों का सारात्सार

इस भयंकर कलिकाल में सर्वजनकल्याणार्थ श्रीश्रीभगवान का नाम ही है एकमात्र आश्रय या अवलम्बन। रामचरितमानस में आया है-

“नहिं कलि करमन भगति विबेकु।

राम नाम अवलम्बन एकु।।”

आज मानवजीवन इतना व्यस्त हो चला है कि वह कहता है -कि 'मुझे भगवन्नाम लेने का समय ही नहीं मिलता, कब तथा कैसे लु-' लेकिन यह सत्य वात नहीं है। मानव के लिए सच्चा काम इतना नहीं है, जितना वह व्यर्थ के ही कार्यों को अपना कर्तव्य मानकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट करता है। वह यदि व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर उतना समय भगवान के स्मरण में लगाये तो उसका उद्धार होना निश्चित है। पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया है। सभी अवस्थाओं में यदि जीभ के द्वारा नाम जप का अभ्यास कर लिया जाय तो जितनी देर जीभ वोलने में लगी रहती है, उसके सिवा प्रायः सब समय -सारे अंगो से सब काम करते हुए भी- निरन्तर नामजप हो सकता है। जीभ नाम में लगी रहती और काम होता रहता है तथा मन में सुस्मरण से श्रीराधाकृष्ण का ध्यान होता रहता है। श्रीश्रीरामदास काठियाबाबाजी महाराज का ऐसा ही एक दिव्य सारात्मक उपदेश है- “हाथ में काम, मुख में राम तथा मन में ध्यान करो। वेड़ा पार हो जायेगा।” ऐसा करने से न काम रुकता है न घर वाले नाराज होते हैं। वाद-विवाद में व्यर्थ वोलना बन्द हो जाने से मानव की वानी पवित्र व वलवान हो जाती है। झुट-निन्दा से मनुष्यजाति सहज बच जाती है, वाणी के अनर्गल उच्चारण से होने वाले बहुत से दोषों से वह सहज ही छुट जाता है। नाम जपसे पापों का निश्चित नाश तथा अन्तःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए ऐसा नियम कर लेना चाहिये कि सुबह उठने के समय से लेकर रात को सोने के समय तक जितनी देर अति आवश्यक कार्य से वोलना पड़ेगा, उसे छोड़कर शेष सब समय जीभ के द्वारा भगवान का दिव्य नाम जपता रहूँगा। इस अभ्यास से जितना ही नियम सिद्ध होगा, उतना अधिक भगवान की कृपा से मानव-जीवन परम और चरम सफलता की ओर पहुँचेगा। यह सत्य वाणी समझो।

भगवान के नाम में अर्थात् नाम जप में कोई नियम नहीं है-“नियमितः स्मरणे न कालः” ऐसा श्रीचैतन्य महाप्रभु ने कहा है। अभिप्राय यह है कि सभी जाति के सभी वर्ग के, सभी नर-नारी, बालक-बृद्ध, सभी समय, सभी अवस्थाओं में, भगवान का नाम जीभ से जप सकते हैं। मन से स्मरण कर सकते हैं। भगवान् का नाम, वही जो जिसको प्रिय लगे- राम, कृष्ण, हरि, गोविन्द, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण विष्णु, माधव, मधुसूदन, कोई नाम हो, प्रेम से वड़ी भक्ति से जप करने से भगवत्कृपा प्राप्त हो सकती है। जपकारी जीव-मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। श्रीगुरुजी के मुखारविन्द से प्राप्त कोई भी नाम-मंत्र जपने से मनुष्य की सहज ही में मोक्ष-मुक्ति-भक्ति मिल जाती है। भागवत में कहा कि -“मुक्तसंगः परं व्रजेत्”। भागवत यहा तक कहा है कि- “यथ कुभ स्थितो वाणि कृष्णः कृष्णोति-कीर्तनात्। सर्वपाप विशुद्धात्मा स याति परमां गतिम्”। अर्थात् जहाँ रहो जैसे रहो वार वार कृष्ण नाम के संकीर्तन करने से मानव अवश्य ही परा गति को प्राप्त करेगा।

जिन को समय कम मिलता हो- वोलना अधिक पड़ता हो ऐसे लोग जैसे वकील, अध्यापक, दुकानदार, आदि, वे घरसे कचहरी, विद्यालय, और दुकान पर जाते आते समय रास्ते में भगवान का नाम लेते चले और हो सके तो मन में प्रभु का स्मरण करते चले।

विद्यार्थी स्कूल-कालेज जाते-आते समय भगवान का नाम लें। और अवसर काल में व्यर्थ बैठते समय नाम अवश्य लें।

किसान हल जोतते, बीज बोते, निराई करते पौधा लगाते, पानी सिंचते, खाद देते, खेती काटते, आदि समय भगवान का नाम जपें। इसी में ही कल्याण है।

मजदुर हाथों से हर प्रकार का काम करते चले और जपते रहें। सभी लोग अपने अपने ढंग का काम करते रहें और जाते-आते समय नाम जप करें, इसी में ही परम शान्ति निहित है।

उच्च अधिकारी मिनिस्टर, सेक्रेटारी आदि भी अपना-अपना काम करते समय भगवान का नाम जप करने का अभ्यास करें। इसी में ही परम मंगल है।

व्यापारी, सेठ-साहुकार, तथा गृहस्थ माँ-बहिनें अपना अपना काम करते समय या जाते-आते समय निरंतर जप करने का अभ्यास करें।

सिनेमा देखना बहुत बुरा है- पाप है। पर सिनेमा देखने वाले रास्ते में ही जाते आते समय तथा सिनेमा देखते समय जीभ से भगवान का नाम जप करें। यही सन्मार्ग है।

इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र सभी नर-नारी सब समय भगवान का नाम लें। सोनार, लोहार, कुम्हार, धोबी, कुर्मी आदि सभी भाई-बहन अपना अपना काम करते हुए जीभ से भगवान का नाम लें। यही सच्चा मार्ग है।

सब लोग अपने अपने घर में, मुहल्ले में अड़ोस-पड़ोस में, मिलने-जुलनेवालों में भगवन्नाम जप के प्रचार-प्रसार करें, जिस से सबका पारमार्थिक कल्याण होगा। यह महान् पुण्य का परम पवित्र कार्य है। यह याद रखना चाहिये कि- भगवन्नाम से सारे पाप-ताप, दुःख संकट, अभाव-अभियोग, मिटकर सदा स्वार्थसिद्धि मिल सकती है। मोक्ष तथा भगवत्प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नाम की मधुरता, महिमा, गरिमा अपार है-

“मधुर-मधुरमेतन्मंगलं मंगलानां,
सकलनिगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम्।
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा,
भृगुवर नरमामं तारयेत् कृष्णनाम।”

अतः सर्वदा कृष्णनाम का प्रचार करें, इससे ही परम लाभान्वित हो सकते हैं सभी लोग। अन्यथा जीवन ही व्यर्थ है।

मनुष्यों में वे भाग्यवान और निश्चय ही कृतार्थ हैं। जो इस घोर कलियुग में स्वयं भगवन्नाम का स्मरण करते हैं और दुसरो से कराते हैं। लिखा है कि-

“ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्।
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरे नाम कलौ युगे ॥”

अतः इस महान प्रचार-प्रसारात्मक दिव्य कार्य लोग करें और देव दुर्लभ मानवजीवन को सर्वथा सफल वनावें, यही सब से आज दोनों हाथ जोड़के आभ्यन्तरिक प्रार्थना है।

श्री नरहरीदास शास्त्री
सम्पादक

श्रीकाठियाबाबा चैरिटॅबल ट्रस्ट, श्रीकाठियाबाबा का स्थान श्रीधाम वृन्दावन द्वारा परिचालित आश्रमसमूह

मुख्य आश्रम एवं प्रचारकेन्द्र

श्रीकाठियाबाबा का स्थान

गुरुकुल मार्ग, श्रीधाम वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश,

दूरभाष : ०५६५ २४४२७७०

शाखा आश्रम एवं प्रचारकेन्द्रसमूह

- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
बालियापांडा, सिपासुरवालि, पुरी, ओडिशा, पिन : ७५२००१
दूरभाष : (०६७५२) २३०-२४४, ०९९३७३७११०३
- श्रीनिम्बार्क स्मृति संग्रहालय
गोपालधाम, ४६/३९, एस.एन बनर्जी रोड
कोलकाता- ७०००१४, दूरभाष : ०९८०४२३७५३८
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
दौलतपुर, पो० : सेनडांगा, अशोकनगर, उत्तर २४ परगना,
पिन : ७४३२७२, दूरभाष : ९७३३६५८६४१
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
देवपुरा, हरिद्वार, उत्तरांचल, पिन : २४९४०१
दूरभाष : ०१३३४-२२६७३०
- श्रीनिम्बार्क साधनाश्रम
पो० : लामडिं, ग्राम : मुरावस्ती, जिला : नवागाँ, असाम
- श्रीनिम्बार्क आश्रम
बाधरघाट (उ. एन. जि. सि.-के निकट), आगरतला,
त्रिपुरा, पिन : ७९९०१४, दूरभाष : ०९४३६१२४६१५
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
मानिक बजार, बाँकुड़ा, पिन : ७२२२०७
दूरभाष : ९४३४१८५५५४
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम (निर्माणाधीन)
११, उपेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड, पो० - दक्षिणेश्वर
कलकाता - ७०० ०७६, दूरभाष : ९८७४४५२६५८
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
रुक्मिणी नगर, पो० - द्वारका, रुक्मिणी मन्दिरके विपरीत,
गुजरात, पिन - २६१३३५, दूरभाष : ०९४०१३५२१२१
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम (निर्माणाधीन)
विपिन पाल रोड, पो + जिला - करिमगंज, आसाम
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम (निर्माणाधीन)
सुदुकट्टम पट्टि, अलाइकाडु रोड, पो० - रामेश्वरम,
अग्नितीर्थम के निकट, जिला - रामनाथपुरम, तामिलनाडु,
पिन : २६३५२६, फोन : ०९८४५९५९०११
- श्रीरामदास काठियाबाबा स्मृतिमंदिर (निर्माणाधीन)
ग्राम : लोनाचमेरी, पो०- चमेरी,
थाना - (तहसिल)आजनाला, जिला - अमृतसर, पंजाब,
पिन - १४३१०३, फोन : ०९८७३२४३९५०
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
पाण्डु टैम्पल रोड, पाण्डु, गौहाटी, असाम
पिन : ७०१०१२, दूरभाष : ०९४३५०४२९१२
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
अश्विनी दत्त रोड, निउ कलोनी, तिनसुकिया, असाम
पिन : ७८६१२५,
दूरभाष : ९४३५१३४९५१, ९४३५०३७८५६
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम (निर्माणाधीन)
घोघोमाली बजार, पाइप लाइन, शिलिगुडि
पिन : ७३४००६, दूरभाष : ९४३४००९१९१
- श्रीनिम्बार्क सेवाश्रम
काचेर घाट, कैलाशहर, त्रिपुरा (उः),
दूरभाष : ९८५६०२९६६१
- श्रीनिम्बार्क तपोवन
लालवाँध, विष्णुपुर, बाँकुड़ा, दूरभाष : ९८५६०२९६६१

श्रीकाठियाबाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीधाम वृन्दावन, द्वारा परिचालित सेवायें

- कुंभ मेला - प्रत्येक कुंभ के मेले (हरिद्वार-प्रयाग-नासिक-उज्जैन) में ट्रस्ट के द्वारा लाखों साधुओं एवं तीर्थयात्रीयों की स्वास्थ्य सेवा, कैम्प में रहने की व्यवस्था एवं प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। "चार सम्प्रदाय खालसा" कैम्प में ट्रस्ट के सहयोग से यह व्यवस्था की जाती है।
- नरनारायण सेवा - भारतवर्ष के विभिन्न आश्रमों में साधु-संतो एवं भक्तजनों के रहने एवं प्रसाद की व्यवस्था है। इसके अलावा झाड़ा भण्डारों के माध्यम से लाखों साधुओं को प्रत्येक वर्ष वस्त्र, कम्बल, प्रसाद एवं दक्षिणा प्रदान की जाती है।
- गो सेवा - श्रीधाम वृन्दावन आश्रम में अत्याधुनिक रहने की व्यवस्था एवं सुविशाल गौशाला में प्रायः सैकड़ों गौमाताओं की गौ-ग्रास दिया जाता है।
- शिक्षा सेवा - प्रत्येक आश्रम में विद्यार्थियों के रहने की, प्रसाद और शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। जरूरतमंद एवं मेधावी छात्रों को शिक्षण हेतु मासिक शिक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है। एवं प्रत्येक महिने ५० छात्रों को श्री धनंजयदास काठियाबाबा स्कोलरशिप प्रदान की जाती है। विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों के पुनः प्रकाशन एवं अल्पमूल्य में पुस्तक प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। श्रीधाम वृन्दावन में वेद विद्यालय में पठन-पाठन की व्यवस्था है। कलकत्ता आश्रम में विद्यालय स्थापना की चेष्टा की जा रही है।
- वैदिक भागवत प्रचार - श्रीधाम वृन्दावन और हरिद्वार आश्रम में नियमित रूप से वेद, गीता श्रीमद्भागवत एवं अन्य शास्त्रों व धर्मग्रन्थों के अध्ययन की व्यवस्था है।
- पाठागार - श्री रामदास काठियाबाबा ग्रंथागार के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकों के पढ़ने की व्यवस्था है।
- वस्त्रदान - प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट के द्वारा श्रीधाम वृन्दावन में विधवा, साधु एवं अन्य दरिद्र जन-साधारण को वस्त्र प्रदान करने की व्यवस्था है।
- आश्रम निर्माण - सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के उद्देश्य से विभिन्न तीर्थों में आश्रम निर्माण का कार्य परिचालित है। इन आश्रमों में साधु सेवा, नर-नारायण सेवा, तीर्थयात्रियों के रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाती है।
- वृद्ध आश्रम निर्माण - भगवदनुरागी वरिष्ठ एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए भजन करने रहने के लिए चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधायों के साथ वृद्ध आश्रम निर्माण कार्य चल रही है।
- जल सेवा - श्रीधाम वृन्दावन और हरिद्वार आश्रम में शुद्ध पेय जल सेवा हेतु "प्याऊ" की व्यवस्था है।
- रोगी नारायण सेवा - विभिन्न अस्पतालों में प्रति वर्ष निःशुल्क औषधि फल, कम्बल इत्यादि प्रदान किए जाते हैं।
- अन्य सेवा - ब्रज मण्डल के विभिन्न स्थान में निःशुल्क भोजन व्यवस्था, नेत्र परीक्षा एवं चशमा प्रदान सेवा, रक्तदान एवं स्वास्थ्य चिकित्सालय, पंगु, विकलांग अक्षम विभिन्न लोगों की सहायता, वृक्षरोपण एवं वृक्षपरिचर्या, प्राकृतिक आपदा या युद्धपीड़ित क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान, मेडिकल बैंक के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों में औषधि प्रदान की व्यवस्था है।
- भविष्य की योजनायें - ऐम्बुलेंस सेवा, डायगनोस्टिक सेंटर निर्माण, भ्राम्यमाण मेडिकल युनिट, भ्राम्यमाण पुस्तकालय के माध्यम से सनातन वैदिक धर्म का प्रचार इत्यादि सेवायें प्रस्तुत करवाने की योजनाएँ हैं।

निवेदन

सभी सहृदय भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आपलोगों की सहायता ही हमारी मूल पाथेय है।

आपकी निष्ठा और योगदान से ही यह सेवामूलक कार्यसमूह सफल हो सकता है।

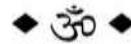
श्रीनिम्बार्क ज्योति

भजन

ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा.....

ललित कुमार शर्मा

दुर्लभ मानव- तन पाया है, कर न इसे बेकार।
ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा, गुण गाये संसार।।
खाना- पीना मौज उड़ाना, नर-तन का यह अर्थ नहीं।
पाप कर्म में रत होकर, यह जीवन करना व्यर्थ नहीं।।
मानव होकर हर मानव से करले सद् व्यवहार।
ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा, गुण गाये संसार।।
छल-प्रपंच पाखंड आदि ऐसे, जीवन हो जाता चौपट।
अन्तर्कलह बना रखना है, अपनों से होती खट पट।।
इससे छिन्न- भिन्न हो जाता, अपना घर संसार।।
ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा, गुण गाये संसार।।
जितना सम्भव हो इस तन से, तु सत्कर्म किए जा।
घड़ी दो घड़ी पल दो पल ही, भगवन्नाम जपे जा।।
अन्तर्चक्षु खोलकर अपना, प्रभु का कर दीदार।
ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा, गुण गाये संसार।।
स्वहित छोड़ परिहित में अपना तु सर्वस्य लुटा दे।
अव सच्चिन्तन में निशि वासर, अपना चित्त लगा दे।।
इस संसार सिन्धु से श्री हरि, देंगे तुझे उबार।
ऐसा कर सत्कर्म कि तेरा, गुण गाये संसार।।



दिव्यवाणी

- किसी तरहसे भगवान्में लग जाओ, फिर भगवान् अपने-आप सँभालेंगे ।।२७२।।
- भगवन्नामका जप और कीर्तन-दोनों कलियुगसे रक्षा करके उद्धार करनेवाले हैं ।।२४३।।

— श्रीश्री स्वामी रामसुखदासजी

श्रीनिम्बार्क ज्योति

क्या संतान आवश्यक है ?

श्रीभूपेन्द्रप्रसादजी शुक्ल

गृहस्थ जीवनमें पुत्र अथवा संतानकी आवश्यकता अनिवार्य तथा उसका अभाव असहनीय प्रतीत होता है। पुत्र गर्भावस्थासे ही आशाका स्रोत हो जाता है। वह बचपनमें अभिभावकोंका खिलौना तथा पिता-माताकी सबसे प्रिय वस्तु, युवावस्थामें सहायक और बुढ़ापेमें पिता-माताका अवलम्ब होता है। पुत्रसे कहाँतक आशा की जाती है, इसका तो कुछ अन्त ही नहीं है और विवाहके मुख्य उद्देश्योंमें संतानोत्पत्तिको मुख्य स्थान दिया जाता है। जबतक पुत्रका जन्म नहीं होता, मनुष्य तथा उनके अभिभावक ही दुःखी नहीं रहते वरं पितर भी अपना भविष्य अन्धकारपूर्ण जानकर दुःखी रहते हैं। पितृ-ऋण बिना पुत्रके चुकाया नहीं जा सकता तथा 'पुम्' नामक नरकसे उद्धारका पुत्रके अतिरिक्त अन्य कोई सरल मार्ग मनुष्य नहीं समझता। प्रत्येक व्यक्तिकी यह इच्छा होती है कि उसके परिश्रमोंके फलका उपभोग करनेवाला उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही हो तथा उसका वंश लुप्त न होने पाये। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि शारीरिक, सांसारिक तथा पारलौकिक आवश्यकताओंके लिये मनुष्य पुत्रको अनिवार्य समझता है तथा उसकी कमीके कष्टको असहनीय समझता है। महाराज दशरथ-जैसे राजाओंको भी इसके लिये व्यग्र होते बताया गया है तथा बहुत-से पुराणोंमें इस बातका विशेष रूपसे प्रतिपादन किया गया है।

अब विचारणीय विषय यह है कि उपर्युक्त विचार ही एकमात्र सत्य मार्ग है अथवा सत्य पदार्थ कुछ दूसरा भी है। सत्य पदार्थसे आशय यहाँ यह है कि क्या यथार्थ सुख या शान्ति संतानमें ही है? क्योंकि यदि संतान ही सर्वस्व है तो केवल इसीके लिये यत्न किया

जाय तथा यदि संतानवाले लोग दुःखी या अशान्त हों तो उन्हें अज्ञानी या मूर्ख कहा जाय! केवल आशासे ही फलकी प्राप्ति नहीं हो जाती। हम लोगोंको देखना चाहिये कि जितनी बातोंकी लोग संतानसे आशा करते हैं, वह फलके रूपमें उन्हें प्राप्त होती है या नहीं। क्या एक भी उदाहरण किसी व्यक्तिका हम लोगोंको पुस्तकोंमें अथवा अनुभवमें ऐसा मिलता है, जिसे हम अपना आदर्श बना सकें ताकि हम उपर्युक्त सब तरहके सुखोंकी आशा एकमात्र पुत्रसे कर सकें तथा किसी तरहके कष्टकी सम्भावना ही नहीं रहे? यदि ऐसा एक भी उदाहरण निर्दोष नहीं मिलता तो हम लोगोंको मानना होगा कि संतानसे सुखका भाव एक ऐसी मृगमरीचिका है, जिससे मनुष्यको सुखकी अपेक्षा कहीं अधिक कष्ट मिलता है और जैसे प्रायः लोग कल्याणकारी मार्गकी अपेक्षा हानिकारक बातोंके लिये अधिक लालायित रहते हैं, वैसे ही पुत्रसे बिना बिचारे आशा करते हैं। कुत्ता सूखी हड्डी चबानेमें अपने रक्तको ही बहाता है और कष्ट पाता है, पर वह इसे समझ नहीं पाता। मनुष्य भी प्रायः उन्हीं कामोंमें लिप्त रहता है, जिससे उसे कष्ट होता है तथा जिसका अन्तिम परिणाम भी उसके लिये अमङ्गलकारी ही होता है।

यथार्थ तथा स्थायी सुख और शान्ति संसारकी सारी सम्पदा भी नहीं दे सकती है। यह तो हृदयकी वस्तु है जो हृदयमें ही केवल वैराग्य और ज्ञानसे प्राप्त हो सकती है, न कि संतान अथवा किसी दूसरे पदार्थसे। अब यह विचार करना चाहिये कि इसके अतिरिक्त शारीरिक, सांसारिक तथा पारलौकिक साधनोंकी प्राप्तिमें पुत्रसे कहाँतक सहायता मिलती है अथवा पुत्र इनमें कितना हानिकारक या बाधक सिद्ध होता है। गर्भाधानके

बादसे ही मनुष्य आशा तो करता है, पर सतत गर्भस्थित संतानके कल्याणकी चिन्तासे दुःख पाता है। बाल्यावस्थामें परिस्थिति और भी गहन रहती है, रोग-निवारणके लिये चिन्ता, उद्योग तथा सफल नहीं होनेपर कष्ट! पुत्रकी शारीरिक एवं मानसिक उन्नति तथा विकासके लिये मनुष्य अपने सुखोंको भूलकर किसी भी कष्टको सहन करता है। यह परिस्थिति उस समयतक रहती है, जबतक पुत्र युवावस्थाको प्राप्त नहीं हो जाता। युवावस्थाके बाद प्रायः पुत्र अपने पिताकी आशाओंके प्रतिकूल ही कर्म करता है और ऐसी स्थितिमें मनुष्य निःसहायकी भाँति अपने कृतघ्न पुत्रसे कष्ट पानेपर भी दुःखदायी आशाको नहीं छोड़ता। यहाँतक कि मनुष्यके दुर्लभ शरीरका ईश-चिन्तनकी जगह पुत्र-चिन्तनमें अन्त हो जाता है जिससे उसके पारलौकिक सुधारकी आशाका भी अन्त हो जाता है।

मनुष्य-जीवनका उद्देश्य सांसारिक साधनोंकी प्राप्ति करना नहीं है; क्योंकि संसारकी समूची विभूतियाँ भी प्राणिमात्रके परम लक्ष्य आत्यन्तिक सुख या स्थायी शान्तिको प्रदान नहीं कर सकती हैं। सांसारिक पदार्थ तो यथार्थतः मायाके जाल हैं जो मनुष्यको सच्चे उद्देश्यसे विचलित करनेके साधनमात्र कहे जा सकते हैं। इसी तरह पुत्र भी बहुधा मनुष्यके कल्याणकी जगह उसके पतनका कारण ही होता है। हमारे धर्ममें 'मुक्ति' अथवा 'भगवत्प्राप्ति' को ही सर्वोत्तम आदर्श माना गया है और सांसारिक पदार्थोंसे जितनी ही अधिक निवृत्ति होती है, उतनी ही अधिक सम्भावना किसी आदर्शकी प्राप्तिकी मानी गयी है तथा आसक्तिके जितने भी साधन हैं, वे बन्धनके कारण माने गये हैं और बन्धनसे सुख-शान्तिका मिलना असम्भव है।

रामायण, महाभारत तथा भगवद्गीताका धर्मग्रन्थोंमें उच्च स्थान है। इन ग्रन्थोंके मननसे भी एकमात्र निर्णय यही हो सकता है कि पुत्रसे ही न तो सांसारिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है और न पारलौकिक सुखकी ही। न तो रामायणके लेखकोंकी जीवनीसे और न रामायणमें

प्रतिपादित जीवन-चरित्रोंसे ही इस बातकी पुष्टि होती है कि पुत्रकी अनिवार्य आवश्यकता है। ऋषि वाल्मीकि तथा तुलसीदासजीको पारिवारिक जीवन कष्टकर प्रतीत हुआ। इसीसे उन लोगोंने उसका त्याग किया। उन लोगोंकी जीवनीसे कहीं इस बातका आभास भी नहीं मिलता कि पुत्रके अभावमें उन लोगोंको किसी तरहका कष्ट हुआ था-वरं उन लोगोंका जीवन अधिक सुखमय तथा शान्त था। कहींसे इस बातका भी आभास नहीं मिलता कि पुत्रके अभावसे उन लोगोंके पारलौकिक कार्योंमें कोई बाधा हुई हो-वरं पुत्रादिके बन्धनोंसे मुक्त होनेके कारण ही वे लोग एकाग्रचित्त हो भगवद्भजनकर उच्चकोटिके महात्मा बन सके तथा दुर्लभ आनन्द और शान्तिका अनुभव कर पाये।

श्रवणकुमार अपने माता-पिताके अद्वितीय भक्त थे-पर उन्हींके कारण उनके पिता-माताको घोर संताप तथा उनकी मृत्यु हुई और क्रोध होनेपर महाराज दशरथको शाप हुआ। महाराज दशरथने पुत्र-प्राप्तिके लिये बहुत व्याकुल होकर यज्ञ किया और उन्हें चार पुत्रोंकी प्राप्ति हुई। भगवान्का अवतार था, यह बड़ा ही मङ्गलमय था; परंतु व्यवहारतः परिणाम क्या हुआ! वृद्धावस्थामें जब उन्हें विश्रामकी आशा तथा आवश्यकता थी, पुत्रोंके कारण उनके यहाँ घोर गृहकलह तथा जीवनका सबसे बड़ा कष्ट हुआ। यहाँतक कि पुत्र-शोकके कारण ही उनका प्राणान्त भी हुआ। जितना भी पारिवारिक जीवन रामायणमें चित्रित हुआ है, उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो पुत्रादिको वाञ्छनीय भी साबित कर सके- वरं उन्हीं लोगोंको सुखी तथा शान्त दिखाया गया है, जिन्होंने पारिवारिक बन्धनसे मुक्त होकर ज्ञान अथवा वैराग्यको ही आधार बना रखा था तथा मुक्ति भी उन्हें ही प्राप्त हो गयी थी।

महाभारतके लेखक व्यासजीके उच्च स्थानकी प्राप्तिसे अथवा उनके आनन्दमय जीवनसे कोई सम्बन्ध पुत्र अथवा पारिवारिक जीवनका नहीं पाया जाता है। यदि वे पारिवारिक जीवनमें रहे होते तो उन्हें कदापि

पर्याप्त अवसर आत्मचिन्तनका अथवा आत्मोन्नतिका नहीं मिलता और न वह संसारके लिये इतने कल्याणकारी ही हो पाते।

महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोंसे कितनी आशा की थी पर एक सौ पुत्र होनेपर भी उन्हें आजीवन सुख-शान्ति नहीं मिल सकी। उनके पुत्र कौरवगण उनके आज्ञाकारी नहीं हुए तथा केवल अन्याय और अनुचित मार्गपर आरूढ़ रहे। फलतः राजा धृतराष्ट्रको अपनी इच्छाके विरुद्ध भी उन लोगोंका साथ देना पड़ा तथा अन्तमें कौरवोंके संहारसे घोर कष्ट तथा संताप सहन करना पड़ा। राजा कंस अपने पिताको कष्ट ही नहीं देते रहे वरं उन्हें बंदी बना दिया तथा उनके पिता पुत्रस्नेहके कारण विरोध कर अपनी रक्षा तक नहीं कर सके। यदि यह कहा जाय कि महाभारतकी प्रतिपादित जीवनियोंमें एक भी ऐसी नहीं है जिससे इस बातकी पुष्टि न हो कि मनुष्यको पुत्रादिसे कष्ट तथा इनके अभावमें ही स्थायी सुख तथा शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है तो अनुचित नहीं होगा।

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥

(गीता ८/६)

श्रीमद्भगवद्गीतामें आसक्तिको कहीं प्रश्रय नहीं दिया गया है और न संतानको ही लौकिक या पारलौकिक कामनाओंकी पूर्तिके लिये आवश्यक बताया गया है। निष्काम कर्मयोगकी महत्ता बतायी गयी है तथा उपर्युक्त श्लोकसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मृत्युके समयका भाव ही मनुष्यके परलोकका निर्णय करता है। अब इससे भी यह प्रमाणित होता है कि संतानवालेको मृत्युके समय भी ईश्वरकी अपेक्षा संतानके भविष्यकी चिन्ता होनी अधिक सम्भव है जो कदापि कल्याणकारी नहीं हो सकती। महाराज भरतकी श्रीभागवतकी कथा भी विचारणीय है। कोयलेकी खानमें रहकर यह समझना कि मुझे स्याही नहीं लगेगी, उसी प्रकार संतानके साथ रहते मनुष्यको कष्ट नहीं होगा यह

आशामात्र हो सकती है। सदैव मिथ्या वातावरणमें रहते-रहते मनुष्य असत्यको भी सत्य पदार्थ मान लेता है और यही कारण है कि वह संतानादिको महत्त्वपूर्ण समझने लगता है।

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

यह अपना है और वह पराया है— यह विचार क्षुद्र मनुष्योंका है। पर महात्माओंके लिये तो समग्र संसार ही अपना कुटुम्ब है—इस सिद्धान्तसे भी संतानादि मनुष्यकी आत्मोन्नतिके कितने बाधक हैं तथा संतानादिके रहते मनुष्य किस हदतक परमार्थी हो सकता है—यह तो सामान्य विचारसे भी निर्णय हो सकता है। यह कहा जाता है कि संतानादिसे युक्त मनुष्य सुखी होता है, पर क्या कोई भी ऐसा मनुष्य इसका पूरा समर्थन कर सकता है? संतानादिसे जितने समय सुख मिलता है, वह तो व्यतीत होनेपर पता भी नहीं लगता। पर इनसे जो कष्ट होता है, वह मार्मिक तथा स्थायी रहता है। किसी ऐसे व्यक्तिसे पूछिये जिसके संतानको कष्ट हो, मृत्युशय्यापर पड़ा हो अथवा जिसकी मृत्यु हो गयी हो, तब जान पड़ेगा कि संतानसे हर तरहसे सुखकी अपेक्षा कष्ट ही अधिक है। क्योंकि मनुष्यको अपनी यातनाओंकी जितनी व्यथा नहीं होती, उससे अधिक व्यथा संतानके दुःखसे होती है। यदि केवल सामाजिक विचारसे भी देखा जाय तो संतानवाले स्वार्थी मनुष्यकी अपेक्षा जो इस बन्धनसे मुक्त हैं तथा सबको अपना समझते हैं, वे समाजके लिये अधिक प्रिय तथा हितकर होते हैं। मनुष्यका लक्ष्य बन्धनमुक्ति है। पर संतानके होते ही उसपर संतानका कठिन बन्धन भी आ जाता है और इस तरह एक बन्धनकी जगह दो-दो बन्धनोंसे मुक्त होना असम्भव हो जाता है।

यह सब ईश्वरकी माया है जो दुरत्यय है और जिससे बचना उनकी कृपासे ही होता है। अतएव सब भाँतिसे ईश्वरको आधार, रक्षक तथा सब कुछ मानकर उनकी शरणमें रहना ही कल्याणकारी हो सकता है।

श्रीनिम्बार्क ज्योति

प्रसादसे भगवत्प्राप्ति

श्री जय जय बाबा

प्रसादका तात्पर्य है मनकी प्रसन्नता, अन्तःकरणकी स्वस्थता। श्रीमद्भगवद्गीता (२/६५)-में कहा गया है-

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥

प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस (आत्मवशी) यतिके आध्यात्मिकादि तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है, क्योंकि उस प्रसन्न-चित्तवालेकी अर्थात् स्वस्थ अन्तःकरणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे आकाशकी भाँति स्थिर हो जाती है।

इस प्रसाद अर्थात् मनकी प्रसन्नताको प्राप्त करनेका उपाय भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार बताया है-

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥

(गीता २/६४)

आसक्ति और द्वेषको राग-द्वेष कहते हैं। इन दोनोंको लेकर ही इन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। परंतु जो मुमुक्षु होता है, वह स्वाधीन अन्तःकरणवाला अर्थात् जिसका अन्तःकरण इच्छानुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेषसे रहित और अपने वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियों-द्वारा अपरिहार्य विषयोंको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है।

प्रसन्नता और स्वस्थताको प्रसाद कहते हैं। विवेकचूडामणिमें कहा गया है-

बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता

मनःप्रसादे परमात्मदर्शनम्।

तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो

बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः॥

(श्लोक ३३६)

बाह्य पदार्थोंका निषेध कर देनेपर मनमें आनन्द होता है, मनमें आनन्दका उद्रेक होनेपर परमात्माका साक्षात्कार होता है और उनका सम्यक् साक्षात्कार होनेपर संसार-बन्धनका नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओंका निषेध ही मुक्तिका मार्ग है। मनको बाह्य विषय-वस्तुओंकी ओरसे हटानेके लिये उपाय बताते हुए योगशास्त्रमें यह बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्यसे ही उसका क्रमशः निरोध किया जा सकता है-

‘अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः।’

परमेश्वरने हमारी इन्द्रियोंको बहिर्मुखी बनाया है अर्थात् उनको बाहरसे पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जो जीवनकी सुरक्षाके लिये अत्यन्त आवश्यक है। परंतु परमात्माका ज्ञान तो नित्य इन्द्रियोंकी बहिर्मुखी प्रवृत्तिपर रोक लगाकर अपने भीतर देखनेसे ही हो सकता है।

उपनिषद् कहते हैं-

पराञ्च खानि व्यतृणत् स्वयम्भू-

स्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्।

कश्चिद्द्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्॥

(कठोपनिषद् २/१/१)

स्वयम्भू परमेश्वरने समस्त इन्द्रियोंको बाहरकी ओर जानेवाली ही बनाया है, इसलिये मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा बाहरके पदार्थोंको ही देखता है। अन्तरात्माको नहीं देखता। किसी भाग्यशाली और धीर पुरुषने ही अमरपद पानेकी इच्छा करके चक्षु आदि इन्द्रियोंको बाहरके विषयोंसे लौटाकर अन्तरात्माको देखा है।

सांख्यशास्त्रियोंकी दृष्टिसे ये सब बाह्य पदार्थ जड

और अनित्य हैं, अतः ये हमको सुख-दुःख नहीं दे सकते। वेदान्तकी दृष्टिसे बाह्य पदार्थोंकी कोई सत्ता ही नहीं है—इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अतः ये हमको सुख-दुःख नहीं दे सकते। फिर हमको ये सुख-दुःख कहाँसे प्राप्त होते हैं?

हमारी इन्द्रियाँ ही मोहके कारण इन असत् बाह्य पदार्थोंमें राग-द्वेष करके हमको सुख-दुःख पहुँचाती हैं और हमारे स्वाभाविक प्रसादको—आनन्दको नष्ट कर देती हैं। हमने आँख, कान और तत्तद् इन्द्रियोंके द्वारा अपने भीतरके सहज और स्वाभाविक सुखको बाहर फेंक दिया है और अब 'हाय सुख', 'हाय सुख' करके रो रहे हैं।

भगवान् सनत्सुजात राजा धृतराष्ट्रसे कहते हैं—

तद्वै महामोहनमिन्द्रियाणां

मिथ्यार्थयोगेष्वगतिर्हि नित्या।

मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा

स्मरन्नुपास्ते विषयान् समन्तात्॥

(महाभारत, सनत्सुजातीयपर्व १/१०)

रागसे वशीभूत इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर जो प्रवाह होता है, यही महामोह है। जिस व्यक्तिकी विषयोंके प्रति अवास्तविक बुद्धि होती है, उसकी इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर नहीं भागतीं। ऐसे व्यक्तिकी विषयोंकी ओर प्रवृत्तिके अभावसे प्रत्यगात्माकी ओर प्रवृत्ति होनेसे उसका मोह निवृत्त हो जाता है, लेकिन जिसकी विषयोंके प्रति वास्तविक बुद्धि होती है अर्थात् इन सांसारिक विषय-भोगोंको ही यथार्थ-सत्य समझता है, वह परमात्माको नहीं जान सकता।

हमारी इन्द्रियोंका यह साधारण मोह नहीं है, अपितु महामोह है। दृष्ट द्वैतका आत्यन्तिक अभाव होनेपर भी ये इन्द्रियाँ उधर ही भाग रही हैं, मन और बुद्धिको गलत रिपोर्ट दे रही हैं, झूठी सूचना दे रही हैं और हमारा मन इस सूचनाको सत्य मानकर नाना प्रकारके इस संसारकी रचना कर लेता है। यह सारा संसार

अविद्याग्रस्त मनका ही दृश्य है और यही हमारे बन्धनका, हमारे दुःखका कारण है। जैसा कि कहा गया है—

न ह्यस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता

मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः।

तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं

विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते॥

सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने

नैवास्ति किञ्चित् सकलं प्रसिद्धेः।

अतो मनःकल्पित एव पुंसः

संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति॥

(विवेकचूडामणि, श्लोक १७१, १७३)

'मनसे अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है, मन ही भवबन्धनकी हेतुभूता अविद्या है। उसके नष्ट होनेपर सब नष्ट हो जाता है और उसीके जाग्रत् होनेपर सब कुछ प्रतीत होने लगता है।' 'सुषुप्तिकालमें मनके लीन हो जानेपर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सब जानते हैं, अतः इस पुरुष (जीव)-का यह संसार मनकी कल्पनामात्र है, वस्तुतः तो यह है ही नहीं।'

बाह्य विषयोंके भोगसे जो क्षणिक सुखका आभास होता है, वह सुख नहीं है, विवेकी पुरुषके लिये तो वह दुःख ही है। इस सुखाभासको कभी भी प्रसाद अर्थात् मनकी प्रसन्नता नहीं समझना चाहिये। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाञ्च
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। (योगदर्शन २/१५)

बाह्य विषयोंके भोगका परिणाम दुःखमय होता है। इसीलिये कहा गया है—'परिणामे विषमिव'। तथा उनके भोगके संस्कार भी दुःख देनेवाले होते हैं। तीनों गुणोंमें नित्य परस्पर विरोध होते रहनेसे भी दुःख उत्पन्न होता है। अतः विवेकी पुरुषके लिये तो यह सब दुःख-ही-दुःख है। यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि बाह्य विषयोंसे वैराग्यद्वारा उपरति हो जानेपर जो प्रसाद अर्थात् मनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है वह भोग-सुख नहीं, बल्कि शम-सुख है।

इस अनन्त शम-सुखका वर्णन करते हुए राजा भर्तृहरि कहते हैं—

अवश्यं यातारश्चिचरतरमुषित्वापि विषयान्
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्।

व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसः
स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति।।

चिरकालतक भोग करनेपर भी अन्तमें ये विषय अवश्य ही जानेवाले हैं। यदि मनुष्य इनसे विरक्त होकर स्वयं इनका त्याग कर देता है तो उसे अनन्त शम-सुख, अनन्त शान्ति मिलती है। इसके विपरीत यदि मनुष्य स्वयं इनको न छोड़कर इनसे चिपका रहता है तो जिस समय ये विषय उसकी इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती उसे छोड़कर चले जाते हैं, उस समय उसके मनमें असह्य दुःख होता है।

भगवत्प्राप्तिके लिये आपको कोई विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल असत्को असत् जानकर उसका त्याग कर देना है, उसे छोड़ देना है। असत्का त्याग करनेमें किसी प्रयासकी आवश्यकता नहीं। एक बार यदि समझमें आ गया कि मृगतृष्णाके जलका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर आप घड़ा लेकर उसमें पानी भरने नहीं जायेंगे। असत्को असत् समझ लेनेपर अपने-आप ही उसका त्याग हो जाता है।

यह नाम-रूपात्मक जगत् असत् है और तीनों कालोंमें भी इसकी कभी सत्ता नहीं रही है। निर्विकल्प-समाधिके व्यतिरेक-ज्ञानद्वारा यदि आपको जगत्के अत्यन्ताभावकी निःसंदिग्ध अनुभूति हो जाय तो फिर

कभी भी इस असत् संसारकी ओर आपकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, बल्कि आपको प्रसादकी उपलब्धि होकर भगवत्प्राप्ति हो जायगी। ये कोरे शब्द नहीं हैं, अनुभवकी बात है।

महर्षि रमणने कहा है—

विद्यात्मनोऽतिसुलभा हृदये सर्वस्य नित्यसिद्धस्य।
नश्यति यदि निःशेषो देहे लोक च सत्यता धिषणा।।

(श्रीगुरुरमण-वचनमाला, श्लोक ४)

यदि अपने शरीर और संसारमें सत्यत्व-बुद्धिक पूर्णरूपसे नाश हो जाय तो आत्मज्ञान अथवा भगवत्प्राप्ति प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें नित्य और स्वयंसिद्ध होनेके कारण अत्यन्त सरल और सुलभ है।

भागवतकार कहते हैं—‘इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो’ (१/५/२०) जिस नाम-रूपात्मक जगत्को आप देख रहे हैं, वह अन्य प्रकारसे भगवान् ही दीख रहे हैं। यदि आप नाम-रूपका परदा हटकर इस विश्वको देखेंगे तो यह अन्यथा दिखायी देनेवाला विश्व भगवान् ही है, उनसे अन्य कुछ भी नहीं है— ऐसी ही दीखेगा और अनुभव भी होगा।

जिस समय आपके सामनेसे यह नाम-रूपका परदा हटकर आपको भगवत्प्राप्ति होगी, उस समय आपको महान् आश्चर्य होगा और आप विचार करेंगे कि जिस आत्मज्ञानके लिये मनुष्य जन्म-जन्मान्तरोंतक प्रयास करता आ रहा है, क्या वह आत्मज्ञान इतनी आसानी और सरलतासे प्राप्त होनेवाला है? क्या वह हमारे इतना समीप ही था कि मनकी प्रसन्नता होते ही तत्काल प्राप्त हो गया?

◆ ॐ ◆

दिव्यवाणी

- याग-यज्ञ, पूजा-पाठ ये सभी धर्म के बाहरी रूप हैं। स्वरूप भावना एवं सदाचार ही प्रकृत अर्थ में धर्म हैं। महापुरुषों के मुख से जो श्रवण करते हैं उसके कियदंश भी यदि हम अपने अपने आचरणों के द्वारा जीवन में उतरते हैं तो यही वास्तव में धर्म कहलायेगा, स्वभाव शुद्ध होने पर शरीर एवं आत्मा स्वतः शुद्ध हो जाती है।

—श्रीश्री १०८ स्वामी रासबिहारी दास काठियाबाबाजी महाराज

श्रीनिम्बार्क ज्योति

संत-महिमा

श्रीराजकुमारजी दीक्षित

साधु चरित सुभ चरित कपासू।

निरस बिसद गुणमय फल जासू।।

संतोंका चरित्र कपासके चरित्र (जीवन)-के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है।

सुनि समुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग।

लहहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग।।

(रा० च० मा० १/२)

जो मनुष्य संत-समाजरूपी तीर्थमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों फलोंको प्राप्त कर लेते हैं। यह सत्संग वह महान् क्षण है, जिसमें स्नानकर कौवे कोयल बन जाते और बगुले हंस बन जाते हैं।

काक होहिं पिक बकउ मराला।।

(रा० च० मा० १/३/१)

संतोंके दर्शन एवं सत्संगको ही भगवान्ने पहली भक्ति बताया है। इस सत्संगके द्वारा दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। तुलसीदासजीने तो यहाँतक लिखा है—
बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ।

अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ।।

संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु।

बालबिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु।।

(रा० च० मा० १/३ क, ख)

संतोंके सत्संगमें संतरूपी हंस दोषरूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ग्रहण करते हैं और बुरे-से-बुरे कामको बड़ी आसानीसे अच्छा करके दिखा देते हैं। जैसे—

साधु असाधु सदन सुक सारी। सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी।।

संतकी पढ़ाईसे तोता राम-नाम जप कर अपना उद्धार कर लेता है।

महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ।।

(रा० च० मा० १/१९/४)

जिसकी महिमा गणेशजी जानते हैं। जो इस रामनामके प्रभावसे पहले पूजे जाते हैं। नाम-महिमासे बढ़कर दूसरा कोई साधन ही नहीं।

राम-नामकी महिमा एवं सरल संत-हृदयकी महिमाका एक दृष्टान्त देखिये—

एक बार एक संतजी अपनी कुटियासे कहीं बाहर चले गये थे। कुटीपर अकेले उनका शिष्य था। संतजीके पास एक रोगी आया करता था। अबकी बार आया तो संतजी नहीं मिले, तब उसने उनके शिष्यसे पूछा कि संतजी कहाँ है? शिष्यने उत्तर दिया— वे हैं तो नहीं, कहिये मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह बोला— बीमारीके कारण मुझे बार-बार संतजीके पास आना पड़ता है। आज तो महात्माजी हैं नहीं, आप ही कोई उपाय बताइये, जिससे मेरा रोग ठीक हो जाय और मैं सुखी हो जाऊँ। महात्माजीके उस शिष्यने एक कागजके टुकड़ेपर तीन बार रामका नाम लिखकर पुड़िया बनाया और देते हुए कहा— 'आप इसे अपनी बाँहमें बाँध लें, आप निश्चित ही ठीक हो जायेंगे।' उस रोगीने वैसा ही किया और वह ठीक हो गया। बादमें जब वह संतजीके पास आया तब बोला— 'स्वामीजी, अब मैं बिलकुल ठीक हूँ। आपके शिष्यने मुझे दवाई दी, उससे मैं ठीक हो गया।' संतने शिष्यको बुलाया और पूछा— 'बेटा! तुमने इनको कौन-सी दवाई दी थी।' उसने उत्तर दिया कि स्वामीजी, मैंने 'राम'का नाम तीन बार लिखकर बाँहमें बाँधवा दिया था, बस। संतकी आँखोंमें आँसू आ गये, वे बोले—बेटा! केवल एक बार रामका नाम लेनेसे मानवका उद्धार हो जाता है, तुमने तो तीन बार लिखकर रोगको काटा। राम-नामकी महिमासे कितने ही ऋषियों-मुनियोंका उद्धार हो गया।

संतोंका हृदय बड़ा सरल, कोमल तथा दयालु होता है, उनको दया बहुत जल्दी आती है। जैसे—

नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥

(रा० च० मा० ३।२।१९)

भगवान्ने संतोंको बहुत ऊँचा दर्जा प्रदान किया है, इसीलिये तो उन्होंने यहाँतक कह दिया कि—

संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥

(रा०च०मा० ३।१६।१९)

जिसका संतोंके चरणोंमें प्रेम होता है, वह मन, वचन और कर्मसे नियमपूर्वक जप कर मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन संन्यासी अगर कहीं डिग जाता है तो उसकी कहानी ही बदल जाती है। रावण यतीका वेष बनाकर पंचवटीमें सीताजीके पास चोरीकी दृष्टिसे पहुँचा तो उसकी कहानी ही बदल गयी। तुलसीदासजीने तो यहाँतक लिख दिया कि—

सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥

रा०च०मा०: ३।२८।१९)

संन्यासीकी जगह वह कुत्ता लिख दिया गया। भगवान्ने अपनी भक्तिमें संतोंको दो बार साधक बनाया है और कहा है कि—

प्रथम भगति संतन्ह कर संग्गा।

(रा०च०मा० ३।३५।१८)

सातवँ सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा ॥

(रा०च०मा० ३।३६।१३)

संतोंको मुझसे भी अधिक मानना चाहिये। क्योंकि संतोंके कहे हुए वाक्य कभी निष्फल नहीं होते हैं।

भगवान्ने अपने सारे जीवन-कालमें संतों और मुनियोंको ही साधक-सहायक बनाया है। निम्न बिन्दुओंमें आपको इसका सम्यक् समाधान मिल जायगा—

१— भगवान्ने अपने भाइयोंसहित विश्वामित्रसे ही विद्या ग्रहण किया तथा भाइयोंसहित उनके विवाह भी विश्वामित्रके द्वारा ही सम्पन्न हुए।

२— भगवान्का वनवास भी वनके दुःखी ऋषियों-मुनियों द्वारा सरस्वती मैयाकों अभिप्रेरित कर मन्थराको निमित्त बनाकर हुआ।

३— भगवान्की पहली भेंट इलाहाबाद (प्रयाग)-में भरद्वाज ऋषिसे हुई और उनके द्वारा वनमें जानेका मार्ग पूछा गया।

४— आगे जब भगवान् वाल्मीकिके आश्रममें पहुँचे तो महर्षिद्वारा उनको रहनेका स्थान बतलाया गया।

५— पुनः भगवान्का मिलन जहाँ अत्रि एवं अनसूयासे हुआ, वहाँपर अनसूया माँने सीताजीको कुछ गहने भी दिये। उसके बाद भगवान् सुतीक्ष्ण और अगस्त्य ऋषिके पास पहुँचे, जहाँ अगस्त्यजीके द्वारा समुद्रपर पुल बाँधनेका तथा पार जानेका रास्ता बतलाया गया। आगे चलकर भगवान्ने अगस्त्यजीसे कुछ संतोंके लक्षण बतलाये जो निम्न प्रकार हैं—

सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह केँ बस रहऊँ ॥
षट् बिकार जित अनध अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥
अमित बोध अनीह मितभोगी। सत्यसार कबि कोबिद जोगी ॥

(रा०च०मा० ३।४५।६-८)

सीताजीकी खोजके समय ब्राह्मण-वेशधारी हनुमान्जीसे साधकके रूपमें सहायता ली गयी। रावणके वधमें विभीषणको हेतु बनाया गया।

—इतना सब कुछ होनेपर ये सब बातें क्या भगवान्को नहीं मालूम थीं, अर्थात् सब कुछ मालूम था और सब कुछ वे स्वयं कर भी सकते थे; क्योंकि वे तो सर्वसमर्थ हैं ही, लेकिन संतोंकी महिमाको बढ़ानेके लिये उन्होंने अपने सारे कार्योंमें संतोंको ही साधक माना अर्थात् सभी कार्योंकी सिद्धिका श्रेय उन संतोंको ही प्रदान किया।

संत-महिमाका बखान करते हुए भगवान् शिवजी कहते हैं—

उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई ॥
तुम्ह पितु सरिस भलोहि मोहि मारा। रामु भजें हित नाथ तुम्हारा ॥

(रा०च०मा० ५।४१।७-८)

अतः जब सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ प्रभुने अपने समस्त कार्योंमें संतोंकी संगतिको प्रमुखता प्रदान की, सर्वत्र उनकी महिमाको ही प्रमुखता प्रदान की तो हमें संतोंकी संगति क्यों नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सत्संगति तो सभी कार्योंकी सिद्धिका मूल है— वह कुछ भी करनेमें पूर्णतः समर्थ है—

सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्।

श्रीनिम्बार्क ज्योति

बड़ी सुगमतासे भगवान् कैसे मिलें

श्रीबनवारीलालजी गोयन्का

विषय-चिन्तनसे बढ़कर कोई हानि नहीं है तथा भगवान्के चिन्तनसे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, इसलिये भगवच्चिन्तन निरन्तर करते रहना चाहिये। संतोंका कहना है—'कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत्'— अर्थात् करोड़ों काम छोड़कर पहले भगवान्के भजनमें लग जाओ।

यों तो संसारी कार्य चलते ही रहेंगे, पर प्रथम कार्य है भगवान्का भजन। अतः निरन्तर अबाध-गतिसे भगवन्नामका जप करते रहना चाहिये। इस विषयमें श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

सपनेहूँ बरराय कै जा मुख निकसत राम।

ताकैं पगकी पगतरी मेरे तनको चाम।।

भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार लिखते हैं कि यदि श्रीकृष्णको पाना हो तो राधाका नाम जपो। क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—

राधासे भी लगता मुझको मधुर प्रिय राधा नाम।

राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती हिय कली तमाम।।

मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम।

चाहे सो खरीद ले ऐसा, मुझे सुनाकर राधा नाम।।

कितना सुगम मार्ग बता दिया भगवान्ने स्वयंकी प्राप्तिके लिये। राधाका नाम हो या कोई भी नाम हो, जो भगवान्को प्रिय हो, उसे सुनकर वे बहुत आनन्दित होते हैं।

अब आप स्वयं नाम-जप-भजनके महत्त्वका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। जितनी आतुरतासे भगवान् अपना प्रिय नाम-भजन सुननेके लिये लालयित रहते हैं, यदि उतनी ही आतुरता और तत्परतासे हम भी उनका भजन करने लगें तो वे हमसे दूर कैसे रह सकते हैं? इस भगवच्चिन्तनसे सम्बन्धित एक दृष्टान्तसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं—

एक माँ और बेटा थे। दोनों निरन्तर नाम-जप करते रहते थे। एक दिन बेटेने कहा—'माँ, रोटी ठंडी करके दिया करो, जिससे जल्दीसे खा लूँ और नाम-

जपमें व्यवधान भी कम हो।' उसकी माँ वैसा ही करने लगी। फिर कुछ दिनों बाद बेटेने कहा—'माँ, रोटी खानेमें बहुत समय लगता है इसलिये अब केवल खिचड़ी बनाकर दे दिया करो तो नाम-जपमें व्यवधान और कम होगा।' पुनः एक दिन कहा—'माँ, खिचड़ी खाकर भी जप करनेमें व्यवधान होता है, अतः तुम दहीकी राबड़ी बना लिया करो और ठंडी करके दे दिया करो।' फिर माँ वैसा ही करने लगी। अब माँ और बेटा जल्दीसे राबड़ी पी लेते और नाम-जपमें लग जाते। इसी प्रकार हम लोगोंकी-साधक कहलानेवालोंकी निरन्तर नाम-जपमें लगन होनी चाहिये।

गोस्वामीजी नाम-जपके प्रभाव-वर्णनमें कहते हैं—
जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवसिंधु अपारा।।

निरन्तर अपने प्रिया-प्रियतम श्यामा-श्यामकी मीठी मीठी स्मृति चलती रहे। यदि किसीसे वार्तालाप आदि करना आवश्यक ही हो तो उसमें भगवद्बुद्धि करके सारगर्भित शब्दोंमें बात करनी चाहिये। उसे भगवान् मानकर मनसे प्रणाम करना चाहिये। प्रतिपल ऐसा करते रहनेसे जब प्रेम प्रकट हो जायगा, तब तो उनकी मीठी स्मृति छूटेगी ही नहीं। इसीलिये किसीने कहा है कि—

प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती।

मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती।।

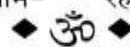
—इस प्रकार भगवन्नामका मधुर-मधुर चिन्तन निरन्तर चलता रहेगा तो भगवान् बड़ी आसानीसे मिल जायेंगे। भगवान्ने स्वयं श्रीमद्भगवद्गीतामें घोषणा की है—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।।

(८/१)

अतः प्राणिमात्रको अनन्यचेता होकर निरन्तर भगवान् का भजन करते हुए सुगमतासे प्राप्त होनेवाले उस भगवान्को अवश्य प्राप्त करनेका सत्प्रयास करते रहना चाहिये।



श्रीनिम्बार्क ज्योति

शाकाहारका औचित्य

श्रीपन्नलालजी मुन्धड़ा

अमेरिका, इंग्लैंड, जापान तथा विश्वके अन्य अनेक उन्नत देशोंमें शाकाहारियोंकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। बुद्धिजीवी व्यक्ति शाकाहारी जीवन-प्रणालीको अत्याधुनिक, प्रगतिशील और वैज्ञानिक मानने लगे हैं एवं अपने-आपको शाकाहारी कहनेमें गर्वका अनुभव करते हैं। उदाहरणार्थ संसारके महान् बुद्धिजीवी-अरस्तू, प्लेटो, शेक्सपियर, इमर्सन, आइन्सटीन, जर्जा बर्नाड शॉ, एच० जी० वेल्स, लियोटालस्तय और रूसो आदि सभी शाकाहारी थे। परंतु दुर्भाग्यकी बात है कि भारत देश जो परम्परागत-रूपसे अहिंसाका पुजारी और शाकाहारका पोषक रहा है, ऐसे देशके लोग दिन-प्रति-दिन अपने भोजनमें अंडे एवं मांसका समावेश अधिकाधिक मात्रामें करने लगे हैं। यदि यह कहा जाय कि मांसाहारी भोजन इन लोगोंके उच्च जीवन-स्तरका मानक बन गया है तो कोई अत्युक्ति न होगी।

यह विचारणीय है कि शाकाहार केवल आहार ही नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन है। शाकाहार वनस्पतिजन्य वस्तुओंकी एक निष्प्राण थाली ही नहीं है, बल्कि मानव-जीवनका प्रतिनिधित्व करनेवाली श्रेष्ठ जीवन-शैली भी है। यह शोषण-हिंसा और विनाशकी पद्धतिसे मुक्त होकर जीनेकी एक बहुमूल्य कला है। कभी यह हमारे राष्ट्रिय जीवनका एक अभिन्न अङ्ग था, किंतु पश्चिमके संसर्गके कारण-अंधानुकरणकी भौतिकवादी प्रवृत्तिके कारण हम आज उसे भुला बैठे हैं और उसकी जगह हमने एक हिंसक क्रूर और आमिषमूलक जीवन-पद्धतिको अपना लिया है। आज हम इस भ्रमजालमें फँस गये हैं कि क्रूरतापर टिकी जो

जिंदगी हम जी रहे हैं, वह अत्याधुनिक है, सुविकसित है और एक गौरवशाली स्तरका प्रतीक है।

आहारशास्त्रियोंने जो खोज-बीन की है, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि जो भोजन हम करते हैं, उससे हमारे शरीरका पोषण, गठन और संवर्धन तो होता ही है, साथ ही उससे हमारे मन और मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। इससे हमारी शिक्षा, हमारा साहित्य, हमारी कला, शिल्प, इतिहास, भूगोल, धर्मदर्शन और यहाँतक कि हमारी संस्कृति भी प्रभावित होती है। अतः यदि किसी देशको अहिंसा, सत्य, सुख, समृद्धि, शान्ति और शालीनताकी दिशामें जाना है तो सबसे पहले उसे सावधानीपूर्वक आहार-शुद्धिकी जाँच करनी होगी।

हमारी भारतीय संस्कृति एवं लोकतन्त्रका जो मुख्य निहितार्थ है, वह शाकाहारसे ही प्रकट होता है। लोकतन्त्रका केवल इतना ही सीमित अर्थ नहीं लेना चाहिये कि हम आपने देशवासियोंकी आजादीकी रक्षा करते हुए अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनताको अटूट-निरापद बनाये रखें, बल्कि उसका सही अर्थ यह है कि पूरी धरतीपर जहाँ-कहीं भी कोई जीवन हो हम उसका सम्मान करें और उसे किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें।

एक और बात है-वास्तवमें हमें यह तय करना चाहिये कि हम 'खानेके लिये जी रहे हैं' या 'जीनेके लिये खा रहे हैं'। अथवा हमने कोई ऐसा फार्मूला निश्चित कर लिया है जो इन दोनोंका मिला-जुला रूप है। जहाँतक सम्भव हो हमें जीनेके लिये खाना चाहिये और एक सुखद, संतुलित, स्वस्थ और निरापद जीवनके लिये अपने आहारको निर्धारित करना चाहिये।

बीमारियोंको जान-बूझकर न्योता देना और फिर डॉक्टरोंके द्वार खटखटाना या दूरदर्शिताको ताकपर

रखकर अपने जीवनके अन्तिम क्षणोंमें चीखते-कराहते दम तोड़ना बुद्धिमानी नहीं हैं। सुझ-बुझ तो इसमें है कि हम प्रकृतिके अनुरूप आहार चुनें, प्रकृतिसे तालमेल बनायें और एक सुखी जीवन जीनेका प्रयत्न करें—एक ऐसे जीवनके लिये जो प्रकृतिको प्राकृतिक बना रहने दे और हमारी मौलिकताओंको बरकरार रखे।

जिन नागरिकोंने शाकाहारका मर्म समझ लिया है, वे अनेक रोगोंसे बिना दवा-उपचारके संघर्ष कर लेते हैं और मुस्कराते रहते हैं। सदैव सभी कार्योंमें सफल भी होते हैं, पापोंसे भी बचे रहते हैं। सत्य तो यह है कि हमें हिंसा और पापाचारके उन्मूलन-हेतु शाकाहार

अपनाना ही है साथ ही रोगोंसे बचे रहनेके लिये भी उसे स्वीकारना है, उसके संतुलन-रहस्यको समझना है।

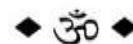
शाकाहार प्राकृतिक भोजन है, वह प्रकृति-प्रदत्त है। मानव-शरीर भी प्रकृति-प्रदत्त होनेसे प्राकृतिक ही है। अतः हमारे शरीर और शाकाहारका नैसर्गिक सामंजस्य है। इसलिये इस सामंजस्यको बनाये रखनेवाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है, साथ ही सभ्यता एवं संस्कृतिका संरक्षक और राष्ट्र-सेवा, समाज-सेवाके प्रति समर्पित-बुद्धिवाला होता है। यही तो शाकाहारका परम औचित्य है।



अर्जुन का अहंकार

श्री ललित कुमार शर्मा

एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। श्री कृष्ण उनके इस अहंकार को भांप गए। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनको मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। वह सुखी घास खा रहा था और उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सुखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ये तलवार आपके पास क्यों है? ब्राह्मण ने जबाब दिया, 'मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ'। अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की, 'आपके शत्रु कौन हैं?' ब्राह्मण ने कहा - मैं चार लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे हिसाब चुकता कर सकूँ। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है जो मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते। सदा भजन-कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठिक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें अपना खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। तीसरा शत्रु है प्रह्लाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और खम्भे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसने मेरे प्रभु को अपना सारथी बना डाला। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंशु आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चुर-चुर हो गया। उसने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा- मान गया प्रभु इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।



श्रीनिम्बार्क ज्योति

आश्रम संवाद

- गत २०१४ जुलाई में हमारे गुरुमहाराज श्रीश्री १०८ स्वामी रासविहारीदास काठियाबाबाजी के समुपस्थिति में भक्त नगरी शिलचर आसाम में ०५/०७/२०१४ से १२/०७/२०१४ तक श्रीश्रीगुरुपूर्णिमा महामहोत्सव बड़ी घुमघाम से मनाया गया। इस अष्टदिवसात्मक सनातन धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर सबने जीवन को धन्य बनाया।
- २०१४ दिसम्बर में हमारे बाबाजी महाराज स्वामी रासविहारीदासजी काठियाबाबाजी महाराज की पावन सान्निध्य में करीमगंज आसाम में गुरु महाराज के जन्म महोत्सव मनाया गया। ६-१२-२०१४ से १३-१२-२०१४ तक अष्टदिवस व्यापी सनातन धर्म महामहोत्सव में समुपस्थित होकर सबने दुर्लभ जीवन को लाभान्वित किया।
- भक्तों के अनुरोध से गुरुमहाराजजी २०१७ साल के अप्रैल / मई महीने में भक्तों को लेकर युरोप सफर पर निकलेंगे। यात्रा के दौरान वे इटाली, प्यारिस, जार्मानी सुईजारल्याण्ड, निस, फ्रांफुट, लन्दन, आदि युरोपीय देशों में जायेंगे। सम्पर्कसूत्र श्री दिलिप पाल - ०९८७४४५२६५८।
- आगामी २०१५ अगस्त महीने के २५ दिनांक से सिताम्बर २० तक पुण्यभूमि नासिक में (महाराष्ट्र) पूर्णकुंभमेला लगेगा। इस उपलक्ष्य में अवारित साधुसेवा तथा तीनों तिथियों में पवित्रतोया गोदावरी में शाही स्नान होगा। उन तिथियों में उपस्थित रह कर अपने जीवन को सफल बनायें।
शाही स्नान का दिनांक है
२९ अगस्त (रक्षाबंधन) - प्रथम स्नान
१३ सितम्बर (अमावस्या) - द्वितीय स्नान
१८ सितम्बर - तृतीय स्नान
- नासिक कुंभ में बारिष के कारण छत्रीसह जरूरत की चीजें साथ रखना आवश्यक है।
- आगामी २०१६ अप्रैल / मई महीना अर्थात् वैशाख में पुण्यभूमि गुरु सान्दीपति नगरी उज्जयिनी मध्यप्रदेश में परमपवित्र सिप्रानदी के तट पर पुर्णकुंभ मेला लगेगा। इस उपलक्ष्य में अवारित साधुसेवा तथा तीनों तिथियों में सिप्रानदी में स्नानादि दिव्यकार्य सफल होगा। उपस्थित होकर जीवन को धन्य करें।
- पुरी, अशोकनगर, शिलिगुड़ी, गौहाटी, तथा मानिकबाजार आश्रम में श्रीश्री काठियाबाबा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क एलोप्याथिक एवं होमिउप्याथिक सेवा उपलब्ध है। गंगासागर में खिचड़ी सेवा प्रदान की जाती है। इस तरह श्रीश्री काठियाबाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की सेवा-भावना सर्वत्र प्रसिद्ध है।
- बंगलादेश निम्बार्क आश्रम, श्रीकाठियाबाबा का स्थान श्रीधाम वृन्दावन, पुरी शाश्रम, हरिद्वार आश्रम गौहाटी आश्रम, तिनसुकिया आश्रम, लामडिं, कैलाशहर आश्रम, आदि आश्रमों में सेवा-पूजा तथा कहीं कहीं गोसेवा भी सूचारू रूप से चल रही है।
- शिलिगुड़ी में नवविग्रह प्रतिष्ठार्थ आश्रम निर्माणकार्य एवं दक्षिणेश्वर में काठियाबाबा साधनाश्रम का निर्माणकार्य धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। जनता जनार्दन ध्यान दें।
- श्रीश्रीकाठियाबाबा का स्थान गुरुकूलमार्ग श्रीधाम वृन्दावन से आश्रम की सेवा-पूजा तथा महोत्सव संबंधीय पत्र किसी को मिलता हो या न मिलता हो वह अवश्य ही आश्रम के पते में (श्रीकाठियाबाबा का स्थान, गुरुकूल मार्ग, पो० वृन्दावन, जिला

मथुरा) सम्पर्क करके सबतरह की जानकारी लें। क्योंकि आगे के लिए कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। आश्रम में गो सेवा, सन्तसेवा तथा आश्रम विषयक सभी तरह की सेवा भगवत्कृपा से सुचारुदंग से हो रही है।

- पश्चिमबंगाल बाँकुड़ा जिला में स्थित विष्णुपुर में जो जमीन ली गई थी, उसी में स्वामी रामदासजी काठियाबाबा की स्मृति में नानाविध कालेज निर्माण की चर्चा चल रही है। वाउन्डि निर्माणाधीन है।
- लामडिं, आसाम में ०४/०१/२०१५ से १२/०१/२०१५ तक बाबाजी महाराज श्रीश्री स्वामी रासविहारीदासजी काठियाबाबाजी की समुपस्थिति में विराट सनातनधर्म सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ, गोपाल महायज्ञ, निम्बार्कीय हरिनाम संकीर्तन, भजन सन्धा प्रभृति आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। कार्यक्रम सुचारुरूप से सब की समुपस्थिति से सफल हुआ।
- २०१५ अप्रैल महीने में श्रीश्री स्वामी धनंजयदास काठियाबाबाजी का तिरोभाव महामहोत्सव १७ अप्रैल को (शुक्रवार) धुमधाम से श्रीकाठियाबाबा का स्थान गुरुकुलमार्ग श्रीधाम वृन्दावन में मनाया गया।
- २०१५ जुलाई महीने में ब्रजविदेही श्रीमहन्त स्वामी रासविहारी दासजी काठिया बाबाजी की समुपस्थिति में श्रीश्रीधनंजय दास काठियाबाबा साधनाश्रम, गौहाटी में श्रीश्री गुरुपूर्णिमा महामहोत्सव २५ जुलाई से ३१ जुलाई तक महासमारोह के साथ मनाया जायेगा। उस समय आप सबकी उपस्थिति कामना करते हैं।
- आगामी २०१६, २३ मार्च बुधवार को पुण्य दोलपूर्णिमा तिथि में पश्चिमबंगाल शिलिगुड़ीस्थित

स्वामी धनंजयदास काठियाबाबा सेवाश्रम एवं मुर्तिप्रतिष्ठा महामहोत्सव भक्त नगरी शिलिगुड़ी में विविध आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जावेगा। अतः आप सभीलोग समुपस्थित होकर महोत्सव को सफल बनावे।

- भारत की दक्षिण दिशा रामेश्वर में जमीन खरीदी गयी है। जिस में आश्रम बनाने का विचार है। नकसा भी बन चुका है। जुन/जुलाई महीने में (२०१५) आश्रम निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। अवश्य ध्यान दें।
- करीमगंज में एक विराट जमीन खरीदी गयी है। जिस पर शीघ्र ही आश्रम निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। श्रीभगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि कार्य सुचारु रूप से सफल हो।
- श्रीकाठियाबाबा चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा बहुत सी सेवाएँ होती हैं। जैसे इसवार 'मानवतीर्थ प्राईमारी स्कुल' काकद्वीप में चैयर टेबल तथा विविध आवश्यकीय वस्तु की सहायता की गयी है। जो सर्वथा सराहनीय कार्य है। मानव सेवा ही धर्म है।
- श्रीरासविहारीदासजी काठियाबाबा माध्यमिक शिक्षाकेन्द्र मानिकबजार में श्रीकाठियाबाबा चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा नानाविध कंप्यूटर लैपटप तथा अत्याधुनिक पठन पाठन संबंधी वस्तु दी गयी है एवं पठन-पाठन की सुविधा हेतु रुम आदि निर्माण कार्य भी कराया गया है। हमारी संस्था हर जगह ऐसी सेवा करती रहती है। ट्रस्ट-समझाती है कि सेवा ही परमधर्म है।

निवेदक-

श्रीकाठियाबाबा चैरिटेबल ट्रस्ट
श्रीधाम वृन्दावन।

প্রশ্ন

- জীবনের লক্ষ্য কি ?
- সংসারে বদ্ধ কে ?
- শত্রু কাহারো ?
- শ্রীগুরু কে ?
- জগৎ জয় করেন কে ?
- পশু কে ?
- দুঃখের মূল কি ?
- মানবধর্ম কি ?

উত্তর

আত্মজ্ঞানোপলব্ধি অথবা নিত্য শ্রীভগবচ্চরণ স্মরণ।
যে বিষয়বস্তুতে সদা অনুরক্ত।
নিজের ইন্দ্রিয় সমূহ।
যিনি আত্মতত্ত্বোপদেষ্টা।
যিনি মনকে জয় করেছেন।
যিনি অধ্যাত্মবিদ্যাধীন।
বিষয় এবং ব্যক্তির প্রতি মমতা।
ত্যাগ, সংযম, সত্য ও অহিংসা।

দিব্য বাণী

- ◆ নানা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ - এই সংসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ ভিন্ন জীবের আর অন্য কোন গতি নাই। সূত্রাং বিশ্বময় সর্বত্র রাধাকৃষ্ণময় জানিয়া মনঃ সংযমপূর্বক প্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হও। ইহাই এই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।
— শ্রীশ্রী নিম্বার্কচাণ্ডী মহারাজ
- ◆ হাত মেরে কাম, মুখ মেরে রাম, মন মেরে ধ্যান। ভিতর সে কাম করনা, নিন্দা স্তুতি কো দেখনা নহী। সদা গুরু রহনা।
— শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ◆ দোষ দর্শন মহৎ দোষ। পরাদোষ দর্শনে তৎক্ষণাৎ চিন্ত মলিন হয়। মনেই বন্ধন মনেই মুক্তি। সংসারে কোন বন্ধন নাই। স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনে, যে আপন বোধ তাহাই বন্ধন।
— শ্রীশ্রী সত্তদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
- ◆ অনাক্ষণ ভগবৎ চিন্তা পরম শান্তিদায়ক। সর্বাবস্থায় শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত ও নির্ভয় চিন্তে শ্রীগুরুর উপদেশ মত চলিতে থাক ও উপস্থিত কর্তব্য পালন করিতে থাক। তাহলেই যথার্থ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।
— শ্রীধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ